~ www.amarboi.com ~

কার্ল মার্কস
মানুষটি কেমন ছিলেন

জাকির তালুকদার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ঐতিহ্য

~ www.amarboi.com ~

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
আজীবনের মননযোদ্ধা
পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কার্ল মার্কসের মতো মানুষদের ব্যক্তিজীবন সবসময়ই আড়ালে চলে যায় তাদের কীর্তি এবং অবদানের বিশালতার কারণে। মার্কসের ব্যক্তিজীবন আড়াল করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছেন একদিকে তার ভক্তরা, অন্যদিকে শত্রুরা। ভক্তরা করেছেন, যাতে মার্কসের পয়গম্বরসুলভ ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আর শত্রুরা করেছেন এই কারণে যে মার্কসের বিরোধিতা করতে বসেও ব্যাপক প্রশংসা না করে কোনো উপায় থাকে না। তারপরেও কার্ল মার্কসের অনেকগুলো জীবনকথা প্রকাশিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, সেগুলো একমুখী বিধায় সেখানে রক্তমাংসের মানুষটি অনুপস্থিত।

এসব কথা না লিখলেও চলত। কিন্তু নিচের কথাগুলো বলতে হবে বলেই ওপরের কথাগুলো বলা।

এই ধরনের পুস্তক কখনোই মৌলিক হতে পারে না। অনেক ভাষার অনেক লেখকের বই, আলোচনা, অন্তর্জাল থেকে তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। আলাদা করে ঋণস্বীকারের পরিবর্তে সকল পূর্বসূরি মার্কস-লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞতা। তথ্যের বিন্যাস এবং ভাষারীতিটুকুই কেবল আমার নিজের।

জাকির তালুকদার
ফেব্রুয়ারি ২০১৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
A was a man, take him for all in all,
I shall not look upon his like again.

[Hamlet]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কার্ল মার্কসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় হাইগেট সেমেট্রিতে উপস্থিত ছিলেন মাত্র ১১ জন মানুষ ১৮৮৩ সালের ১৭ মার্চ। সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস উপস্থিত এই নগণ্য সংখ্যক মানুষের সামনে ছোট্ট শোকবক্তৃতায় বলেছিলেন– 'মার্কসের নাম এবং কার্যাবলি প্রজন্মের পর প্রজন্মকে উজ্জীবিত করবে।'

সেই সময় এই বাক্যটিকে অযৌক্তিক এবং অতি-আশাবাদ মনে হলেও বাস্তবে সেটাই ঘটেছে। অন্যেরা এই উক্তিকে তাচ্ছিল্যে উড়িয়ে দিলেও ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে এঙ্গেলসই সঠিক।

বিশ শতকের ইতিহাস হচ্ছে কার্ল মার্কসের উত্তরাধিকারের ইতিহাস। স্তালিন, মাও সেতুং, চে গুয়েভারা, ফিদেল ক্যাস্ট্রো– এরা বিশ্বের কোনো কোনো চিন্তার মানুষের কাছে আইকন, আবার কোনো কোনো ধরনের মানুষের কাছে দানব। এরা প্রত্যেকেই নিজেদের দাবি করতেন কার্ল মার্কসের একনিষ্ঠ অনুসারী শিষ্য হিসেবে। প্রত্যেকেই দাবি করেছেন যে তারা মার্কসের চিন্তার উত্তরাধিকার বহন করছেন। তবে মার্কস তাদের এই দাবিকে স্বীকৃতি দিতেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন কেউ কেউ। জীবদ্দশায় ফ্রান্সের একটি নতুন রাজনৈতিক দল নিজেদের মার্কসবাদী বলে দাবি করায় মার্কস মন্তব্য করেছিলেন 'আমি অন্তত মার্কসবাদী না'। মার্কস নিজে সারাজীবন মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন। স্বাধীন মত প্রকাশের কারণে তাকে যত মূল্য দিতে হয়েছে, সমসাময়িক পৃথিবীতে তেমন নজির বিরল অথচ তার নামে সংঘটিত বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করার পরে বলশেভিকরা যে কোনো ভিন্নমত দমন করেছে চরম নিষ্ঠুরতার সাথে। বাস্তবতা হচ্ছে, তাঁর মৃত্যুর একশো বছরের মধ্যে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ পরিচালিত হয়েছে এমন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থার দ্বারা, যাদের ভিত্তি বলে দাবি করা হয়েছে মার্কসবাদকে। তাঁর দর্শন পরিবর্তন করে দিয়েছে পৃথিবীর অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য এবং শিল্পকলাকে ইয়োরোপের পণ্ডিতরা বলে থাকেন যে, যিশুখ্রিষ্টের পরে আর কোনো ব্যক্তিত্ব মার্কসের মতো এমন সর্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি পৃথিবীজুড়ে মানুষের ওপর আবার তাঁর দর্শনের যত ভুল এবং মনগড়া ব্যাখ্যা হয়েছে, তার তুলনাও ইতিহাসে নেই

এখন সময় এসেছে নানারকম কিংবদন্তির আবরণ সরিয়ে ব্যক্তি কার্ল মার্কসের সত্যিকারের জীবনটাকে সামনে নিয়ে আসার। মার্কসবাদ নিয়ে হাজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
হাজার বই লেখা হয়েছে। লিখেছেন পৃথিবীর সকল প্রান্তের সকল ভাষার তাত্ত্বিক, প্রাতিষ্ঠানিক গবেষক এবং তাঁর অনুসারী নেতৃবৃন্দ। কিন্তু তাদের কাছে রক্তমাংসের মার্কসকে নিয়ে কথা বলা প্রায় ব্লাসফেমির মতোই জঘন্য অপরাধ। ব্যক্তি মার্কস– যিনি প্রুসিয়া থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ইংল্যান্ডে নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে বাস করেছেন, যিনি তাঁর যৌবনের একটি বিরাট অংশ ব্রিটিশ মিউজিয়ামের রিডিং রুমে কাটিয়েছেন বিজ্ঞানীসুলভ পাঠমগ্নতায়, এমন একজন সঙ্গলিপ্সু, উল্লাসপ্রিয়, অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি যার বন্ধুরা প্রায় সবাই তাকে শেষের দিকে পরিত্যাগ করেছিল, এমন একজন পরিবার-অন্তপ্রাণ মানুষ যিনি, শোনা যায়, গৃহপরিচারিকাকে গর্ভবতী করেছিলেন, এমন একজন গভীর চিন্তার দার্শনিক যিনি পছন্দ করতেন মদ, সিগার এবং হাস্যকৌতুক।

ঠান্ডাযুদ্ধের বছরগুলোতে পশ্চিমা পুঁজিবাদী জগৎ তাঁকে আখ্যায়িত করেছে সকল নষ্টের জনক একজন দানব হিসেবে। চিহ্নিত করতে চেয়েছে একটি অশুভ মতবাদের জনক হিসেবে। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে তিনি ছিলেন সেক্যুলার ঈশ্বর। পাশাপাশি লেনিন ছিলেন জন দ্য ব্যাপটিস্টের মর্যাদায়, আর স্তালিনকে দেখা হতো পরিত্রাতা মেসিয়া হিসেবে। পুঁজিবাদীরা মার্কসকে কেবলমাত্র এই কারণেই সকল ধ্বংসযজ্ঞের মূল কারণ হিসেবে প্রচার করতে চেয়েছে। বেশিদিন বাঁচলে পশ্চিমা সাংবাদিকরা হয়তো তাঁকে জ্যাক দ্য রিপার হত্যাকাণ্ডের আসামি বলেও প্রচার করত।

কিন্তু কেন এই অপপ্রচার? মার্কস নিজে কি এই ধরনের ঈশ্বর বা শয়তান হতে চেয়েছিলেন? তাঁর মতবাদের নামে পক্ষে এবং বিপক্ষে যত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে সেগুলোর কি পূর্ব অনুমোদন দিয়ে গেছেন মার্কস? গুলাগ আর্কিপেলোগের জন্য মার্কসকে দায়ী করতে পারে কেবল একজন গাধাই। দুর্ভাগ্যক্রমে এমন গাধার সংখ্যা অগণিত। লিওপোল্ড সোয়ার্জচাইল্ড ১৯৪৭ সালে লিখেছিলেন– 'আমাদের সময়ে সারা পৃথিবীতে যত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, সবকিছুর জন্যই একজন মানুষের দিকে আঙুল তাক করা হয়। তিনি কার্ল মার্কস।' মার্কসকে নিয়ে তিনি একটি বই লিখেছিলেন 'দি রেড প্রুসিয়ান' নামে। সেখানে একথাও উল্লেখ করেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নে স্তালিন যেসব পদ্ধতির প্রয়োগ করছেন সেগুলো মার্কস নিজে কখনোই অনুমোদন করতেন না। তারপরেও তিনি মার্কসকে এভাবেই দোষী করতে চেয়েছেন যে 'বৃক্ষ তোমার পরিচয় ফলে' মার্কসের চিন্তাধারা এবং দর্শনের ফলাফল হচ্ছেন স্তালিন অতএব মার্কসই এজন্য দায়ী। অন্যদিকে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ বিশ্বাস করে, মার্কস মানবমুক্তির যে চিন্তাধারা রেখে গেছেন সেই ধারার সবচেয়ে সার্থক প্রয়োগকারী হচ্ছেন স্তালিন এবং এর মাধ্যমে তিনি কোটি কোটি মানুষকে পুঁজির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পুঁজিবাদী শোষকদের কাছে মার্কস এতটাই অসহ্য হয়ে উঠেছিলেন যে তারা মার্কসকে আক্রমণ করার কোনো হাতিয়ারই বাদ রাখেনি। এমনই এক হাতিয়ার ধর্মীয় যাজক শ্রেণি। রবার্ট পেইন লিখলেন– 'মাঝে মাঝে মার্কসের ওপর ভর করত দানবের দল পৃথিবীকে দেখার চোখ তার যেন শয়তানের চোখ। শয়তানের দৃষ্টির মতোই বিষ মেশানো রয়েছে সেই দৃষ্টিতে। মনে হতো তিনি যেন শয়তানের আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করার জন্য পৃথিবীতে এসেছেন।'

আমেরিকার এক বড়সড় যাজক রেভারেন্ড রিচার্ড ভার্মব্রান্ড ১৯৭৬ সালে এক বই লিখলেন। নাম 'কার্ল মার্কস কি শয়তানের উপাসক ছিলেন?' এই লেখকের বর্ণনা অনুসারে কার্ল মার্কস তরুণ বয়সে খুবই গোপন একটি শয়তান-উপাসক চার্চে যোগ দিয়েছিলেন। বাকি জীবনে তিনি চরম শয়তানি এবং পরম নিষ্ঠার সাথে সেই শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করে গেছেন। এই দাবির সপক্ষে প্রমাণ কোথায়? প্রমাণ যে পাওয়া যায়নি, সেটাকেই সবচেয়ে বড় প্রমাণ হিসেবে উত্থাপন করে এই কুকুর-কলারের পোশাক পরা যাজক দাবি করলেন যে 'যেহেতু এই ধরনের শয়তান-উপাসকদের সংঘগুলো খুবই গোপনীয়তা বজায় রাখে, তাই আমরা কেবল তাদের সাথে মার্কসের সংযোগের ধারণাটুকুই করতে পারি কয়েকটি ক্লু-র মাধ্যমে কী সেই ক্লু? মার্কস ছাত্রাবস্থায় একটি কাব্যনাটক লিখেছিলেন 'উলানেম' শিরোনামে। এটি আসলে ইমানুয়েল শব্দটির অ্যানাগ্রাম, বাইবেলে যা ছিল যিশুর নাম। এইভাবে অক্ষর ওলট-পালট করেই নাকি শয়তান-উপাসকরা তাদের গোপন বার্তা আদান-প্রদান করে এটি যাজক মশাইয়ের কাছে এক নিশ্চিত ক্লু! পরবর্তী ক্লু হিসেবে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মার্কসের দাড়ির দিকে– 'আপনারা কি মার্কসের চুল এবং দাড়ির স্টাইল লক্ষ করেছেন? ঐ সময় লোকের মধ্যে দাড়ি রাখার ফ্যাশন ছিল খুব। কিন্তু এই স্টাইলে দাড়ি রাখা... এই স্টাইলে দাড়ি রাখত শয়তান-উপাসিকা জোয়ানা সাউথকটের অনুসারীরা এই যাজক-লেখককে কেউ মনে করিয়ে দেয়নি যে ঐ সময় ইংল্যান্ডে এই রকম দাড়ি রেখেছিলেন অসংখ্য মানুষ। তারা সবাই মার্কসের মতো বিখ্যাত হননি তবে বিখ্যাত ছিলেন তাদের কেউ কেউ। যেমন ক্রিকেটার ডব্লিই জি গ্রেস, রাজনীতিক লর্ড স্যালিসবুরি। তারাও কি তাহলে সেই শয়তান-উপাসিকারই শিষ্য?

মার্কসের বিরুদ্ধে নাস্তিকতা প্রচারের অভিযোগ আনা হয়েছে। কিন্তু নিজে নাস্তিক হলেও কোনোদিনই নাস্তিকতা প্রচারকে নিজের কাজ মনে করতেন না তিনি আর মার্কসবাদী নন, কিন্তু নাস্তিক– এমন মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে কোটি কোটি। বলা হয়েছে এবং এখনও বলা হয় যে, ধর্মকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছেন মার্কস আদতে মার্কস কখনোই ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেননি তার জেহাদ ছিল পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। ধর্ম তার নিজের কাছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না কোনোদিনই তিনি বরং এই কথাগুলো জোর দিয়ে বলতেন যে মানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কাছে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেলে তা আপনা-আপনিই বিলুপ্ত হয়ে যাবে তার ভাষায়– 'নাস্তিক্যবাদ যদি মানুষের অনাবশ্যক সত্তার অস্বীকৃতি হয় তাহলে তার কোনো অর্থই থাকে না। কারণ নাস্তিক্যবাদ হচ্ছে ঈশ্বরকে অস্বীকার করা এবং ঈশ্বর মানুষের শুদ্ধ সত্তার প্রতিনিধি– যে সত্তা থেকে পুঁজিবাদ মানুষকে বঞ্চিত রেখেছে। সম্ভবত একথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। পক্ষান্তরে আমাদের তা বুঝতে হবে মানুষের বিচ্ছিন্নতাকে জয় করে, আর তারপর ঈশ্বরের কথা বলার কিংবা ঈশ্বরের স্বপ্ন দেখার কোনো সুযোগই হবে না। ততক্ষণ ধর্ম মানুষের আশা ও কল্পনার ছবি তুলে ধরবে যা তাকে চরম হতাশা ও মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করবে। এই পর্যায়ে ধর্ম অবশ্যম্ভাবী এবং অপরিহার্য।... তা নিপীড়িত মানুষের কাছে আশার প্রতীক, নিষ্করুণ বিশ্বে করুণাস্বরূপ, ক্ষয়িষ্ণু জীবনে উজ্জীবনের মন্ত্র।'

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং ঠান্ডাযুদ্ধের অবসানের পরে, এটাকে শয়তানের ওপর ঈশ্বরের আপাত বিজয় ধরে নিয়ে ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার তথাকথিত 'পুঁজিবাদই ইতিহাসের শেষকথা' বাণীটির সাথে গলা মিলিয়েছিল প্রতিবন্ধী বুদ্ধিজীবীর দল। তারা বলতে শুরু করল যে মার্কসবাদের সাথে সাথে মার্কসেরও মৃত্যু ঘটেছে। আর মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবসঞ্চারী ইশতেহার 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' এখন বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেবার সময় হয়েছে। 'শাসকশ্রেণিকে সাম্যবাদী বিপ্লব দিয়ে কাঁপিয়ে দাও। শৃঙ্খল ছাড়া শ্রমিক শ্রেণির হারানোর কিছু নাই, কিন্তু জয় করবার জন্য রয়েছে সারা বিশ্ব। দুনিয়ার মজদুর এক হও!'– এসব এখন অসার আহ্বান। কারণ এখন নাকি শ্রমিক শ্রেণির হাতে কোনো শৃঙ্খল নেই, আছে রোলেক্স বা মক ব্রান্ডের ঘড়ি। এছাড়াও শ্রমিক শ্রেণির, বিশেষ করে ইয়োরোপের শ্রমিক শ্রেণির, নিজেদের এখন হারানোর মতো অনেক কিছুই আছে যা তারা হারাতে চাইবে না, যেমন– মাইক্রো ওভেন, ডিশ চ্যানেল, ছুটির বিনোদন। তারা তাদের ট্রেড ইউনিয়নের নিজস্ব অফিস বিল্ডিং তৈরি করেছে। তাদের গৃহায়ন সমিতি ব্যাংকে রূপান্তরিত হচ্ছে, তারা প্রত্যেকেই শেয়ারহোল্ডার। এককথায় কেউ আর শ্রমিক নেই– সকলেই এখন বুর্জোয়া। এই প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ লেবার পার্টিকেও মার্গারেট থ্যাচারের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়েছে।

কিন্তু মার্কসের তো মৃত্যু ঘটেনি! ঘটছে না! কেন? পৃথিবীর দেশে দেশে গরিব মানুষ আবার মার্কসবাদের নামে সমবেত হচ্ছে। সেকথা বাদ দিলেও পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী জগতে মার্কসের পুনরুত্থান বিস্ময়কর। আজ পশ্চিমের পণ্ডিতরা যে গালভরা 'বিশ্বায়ন' শব্দটি উচ্চারণ করছেন নিজেদের উদ্ভাবনা হিসেবে, মার্কস তা নিয়ে কাজ করেছেন সেই ১৮৪৮ সালে আজকের ম্যাগডোনালডস এবং এমটিভি-র আধিপত্য দেখলে তিনি একফোঁটাও বিস্মিত হতেন না বিশ্ব পুঁজির কেন্দ্র যে আটলান্টিক পেরিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের পাড়ে

দানবের পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
যাবে এবং আমেরিকার পশ্চিম উপকূল ঘেঁষে যে সিলিকন-ভ্যালিগুলো গড়ে উঠবে– এমন আন্দাজ কার্ল মার্কস করেছিলেন বিল গেটস-এর জন্মেরও একশো বছর আগে।

তবে মার্কস নিজেও সম্ভবত আন্দাজ করতে পারেননি যে তিনি পুঁজিবাদী বুর্জোয়াদের কাছে নব্বই দশকের মাঝামাঝি এসে 'জিনিয়াস' হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন। এটাও হয়তো ভাবেননি যে 'নিউ ইয়র্কার' পত্রিকা তাঁকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা করবে। 'টাইমস সাময়িকী' তাঁকে আখ্যা দেবে 'সহস্রাব্দের সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক' বলে, আর মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবে যে রাজনৈতিক দুর্নীতি, পুঁজির একচেটিয়াকরণ, মানুষের বিচ্ছিন্নতা, অসাম্য এবং বিশ্ববাজার সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নেবার কোনো বিকল্প নেই। 'আমি যত বেশি সময় ওয়াল স্ট্রিটে কাটাই, তত বেশি অনুভব করি যে কার্ল মার্কস সঠিক'– নিউ ইয়র্কার পত্রিকার ঐ সংখ্যাতেই মন্তব্য করেছিলেন এক বিশ্বখ্যাত ব্যাংকার– 'এখন আমি শতভাগ নিশ্চিত যে পুঁজিবাদকে বোঝার জন্য মার্কস যেভাবে এগিয়েছেন, সেটাই সর্বোত্তম পথ

তবে পুঁজিবাদীদের এই তৎপরতা মার্কসকে খণ্ডিত করার একটি অপচেষ্টাও বটে। কার্ল মার্কস ছিলেন একজন দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ, ভাষাতাত্ত্বিক, সাহিত্য সমালোচক এবং একজন বিপ্লবী। তিনি আমাদের মতো কোনো 'চাকরি' করেননি, কিন্তু কাজ করেছেন বিপুল পরিমাণে। তাঁর রচনাসমগ্র ধারণ করতে কমপক্ষে পঞ্চাশ খণ্ড প্রয়োজন হয়। পৃথিবীতে শতাব্দীব্যাপী অসংখ্য ঘটনা-দুর্ঘটনা ঘটানো হয়েছে মার্কসবাদের নামে, অথবা মার্কসবাদকে প্রতিহত করার নামে।

কিন্তু ব্যক্তি মার্কস ঢাকা পড়ে থেকেছেন সবসময় শত্রুদের কাছে ভয়ংকর কিংবদন্তি আর ভক্তদের কাছে সন্তশ্রেষ্ঠ হিসেবে পরিগণিত এই অসম্ভব প্রতিভাবান মানুষটিকে রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে দেখতে স্পষ্টতই অনীহা রয়েছে উভয়পক্ষেরই। ১৯৫০-এর ম্যাকার্থি-প্রবর্তিত উইচহান্টিং, ভিয়েতনাম ও কোরিয়ার যুদ্ধ, কিউবার মিসাইল-সঙ্কট, চেকোশ্লাভাকিয়া ও হাঙ্গেরিতে আগ্রাসন, তিয়েনআনমেন স্কয়ারের ছাত্র-হত্যাকাণ্ড– এই সবকিছুকেই মার্কসের নামে জায়েজ করতে অথবা ধিক্কার দিতে চেয়েছে পক্ষ এবং প্রতিপক্ষ। সবকিছুকেই সেই মানুষটির কীর্তি হিসেবে চালানো হয়েছে যে মানুষটি তার জীবনের পরিণত বয়স কাটিয়েছেন অমানবিক দারিদ্র্যের মধ্যে, লিভারের ব্যথা এবং কার্বাঙ্কলের যন্ত্রণা যার জীবনকে দুর্বিষহ করে রেখেছিল আমৃত্যু সন্তানের বিয়োগ-ব্যথায় কাতর হতে হয়েছে তাকে একাধিকবার এর মধ্যেও যুগান্তকারী চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছেন তিনি আবার ব্যক্তিজীবনে যৌবনোচিত দুষ্টুমিও করেছেন মানুষটি এমনকি পাবের পর পাব ঘুরে ঘুরে বিয়ার খেয়ে মাতলামির কারণে লন্ডনের পুলিশ যাকে তাড়া করেছিল একবার, কিন্তু ধরতে পারেনি

দানবের পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

০২.

কার্ল মার্কস জন্মেছিলেন ৫ মে ১৮১৮ সালে ট্রিয়ার শহরে। এই শহরটি এখনকার জার্মানির রাইন জেলায়। সেই সময়েও ট্রিয়ার ছিল রাইন জেলাতেই, তবে তা ছিল প্রুসিয়ার অন্তর্গত। তবে মার্কসের জন্মের মাত্র ৩ বছর আগেও রাইন জেলা ছিল ফ্রান্সের অংশ ১৯১৫ সালে এটি চলে আসে প্রুসিয়ার অধীনে। এখনকার জার্মানি তখন ছিল খণ্ড খণ্ড ৩৮টি রাষ্ট্রে বিভক্ত। প্রতিটির ছিল আলাদা আলাদা মুদ্রা, মাপ ও ওজনের ব্যবস্থা, বাণিজ্য ও শিল্প সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন আইন প্রুসিয়াকে গণ্য করা হতো সবচাইতে প্রগতিশীল অংশ বলে। কিন্তু ফরাসি-বিপ্লবের আবহে অনেকদিন ফ্রান্সের সঙ্গে থাকা রাইন জেলার মানুষের কাছে প্রুসিয়া ছিল বেদনাদায়কভাবে পশ্চাৎপদ, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনস্ত, বাক ও ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে চরম প্রতিবন্ধক একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা।

রাইন জেলার শিক্ষিত অভিজাত মানুষরা রুশো এবং ভলতেয়ারের রচনাবলি মুখস্ত করতেন ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা দিয়ে। সেইসব ভদ্রলোকদের মধ্যে মার্কসের পিতা হেনরিখ মার্কসও ছিলেন অন্যতম। মা হেনেরিয়েটা ছিলেন হল্যান্ডের মেয়ে সাধারণ ঘরনী। তাদের ছিল চার পুত্র এবং পাঁচ কন্যা। জন্মসালের হিসেবে কার্ল ছিলেন মা-বাবার দ্বিতীয় পুত্র। কিন্তু তার বড়ভাই মরিস ডেভিডের অকাল মৃত্যুর কারণে তিনিই পরিণত হন জ্যেষ্ঠ পুত্রে।

'সত্যিকারের আশীর্বাদপ্রাপ্ত ভাগ্যবান হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার কোনো পরিবার নেই।' ১৮৫৪ সালের জুন মাসে এঙ্গেলসকে লেখা এক চিঠিতে এমন ক্লান্ত ও দীর্ঘশ্বাসে ভরা উক্তিটি করেছিলেন মার্কস। সেসময় তার বয়স ৩৬ বছর এবং বেশ কয়েক বছর আগেই তিনি তার নাড়ির বন্ধন প্রায় ছিন্ন করে ফেলেছিলেন। বাবা ততদিনে মৃত, মৃত তিনটি ভাই, পাঁচ বোনের একজনও মারা গেছে। এই চিঠি লেখার দুই বছর পরে মারা গেল আরেক বোন। আর যারা জীবিত ছিল, তাদের সাথে কার্ল মার্কসের কোনো যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। মায়ের সাথেও দূরত্ব অনেক, সম্পর্ক শীতল। যেন তিনি অস্বাভাবিক দীর্ঘজীবনের কারণে পিতার সম্পত্তি থেকে কেবলমাত্র বঞ্চিত করে রেখেছেন এই বিদ্রোহী সন্তানকে

মার্কস ছিলেন একজন ইহুদি বুর্জোয়া পরিবারের সন্তান। কিন্তু তাকে পরিবার নিয়ে বাস করতে হতো এমন একটা শহরে যেখানে ক্যাথলিক খ্রিষ্টানরা ছিল নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ। এদিকে আবার প্রুসিয়ার রাষ্ট্রধর্ম ইভানজেলিক্যাল প্রটেস্টানিজম তিনি মারা যান একজন নাস্তিক এবং দেশহীন ব্যক্তি হিসেবে (মৃত্যুর সময় তার কোনো দেশেরই নাগরিকত্ব ছিল না) তিনি সারাজীবন নিবেদিত ছিলেন বুর্জোয়াদের রাষ্ট্রব্যবস্থার উৎখাতের চিন্তায়। ধর্ম, শ্রেণি এবং নাগরিকত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে তিনি সনাক্ত করেছিলেন পুঁজিবাদের অভিশাপকে। নিজের এই মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে শোষিত শ্রেণির

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
একজন প্রতিনিধিতে পরিণত হওয়াটা এই চিন্তাশীল লোকটিকে মোটেই বিস্মিত করেনি শৈশবের শিক্ষা থেকে প্রেরণা নিয়ে তিনি নিজেকে এইভাবে তৈরি করেছিলেন যে তাকে ধর্মের ঘুমপাড়ানিয়া নিমর্মতা সম্পর্কে জানতে হবে, যুক্তির তীক্ষ্ণতা এবং বাগ্মিতার মাধ্যমে মানবজাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে পুঁজিবাদের শিকল ছিঁড়ে ফেলতে।

'বাবা ছোটবেলা থেকেই ছিল অনন্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক গল্পকথক।' পিতার শৈশব সম্পর্কে একথা বলেছিলেন মার্কসের কন্যা এলিয়েনর– 'আমি আমার ফুপুদের কাছ থেকে শুনেছি যে বাবা তাদের ওপর 'নির্মম' অত্যাচারই চালাত। তাদেরকে সে বাধ্য করত নিজেরা ঘোড়া সেজে তাকে পিঠের ওপর তুলে নিয়ে ট্রিয়ারের রাস্তায় হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে হাঁটতে। এমনকি কাদা দিয়ে কেক তৈরি করে বোনদের বাধ্য করত সেগুলো খেতে। বিনিময়ে সে তাদের শোনাত গল্প তার মুখ থেকে গল্প শোনা নাকি এতই আনন্দের ব্যাপার ছিল যে গল্প শোনার লোভে ফুপুরা মাটি দিয়ে তৈরি করা কেক খেতেও বিন্দুমাত্র আপত্তি করত না।' পরবর্তীতে, খেলার সঙ্গী বালিকা-বোনেরা যখন বড় হলেন, সম্ভ্রান্ত বিবাহিতা রমণীতে পরিণত হলেন, তখন থেকে তারা কিন্তু তাদের এই স্বেচ্ছাচারী ছোটভাইকে আর কোনো প্রশ্রয় দেননি। তার এক বোন, লুইজি মার্কস, স্বামীর সঙ্গে থাকতেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। তিনি লন্ডনে বেড়াতে এসে একরাতে ভাইয়ের বাসায় ডিনারে যোগ দিয়েছিলেন। সেই ডিনারে উপস্থিত আরেকজন অতিথি জানিয়েছেন যে লুইজি তার ভাইয়ের সোস্যালিস্ট-নেতা হওয়ার ব্যাপারটিকে কিছুতেই মেনে নিতে রাজি হননি। কারণ হিসেবে তিনি বার বার জোর দিয়ে একটি কথাই বলেছেন যে 'আমরা হচ্ছি ট্রিয়ার শহরের একজন সম্ভ্রান্ত আইনজীবীর সন্তান, যাকে ঐ শহরের সব মানুষ শ্রদ্ধা করত তেমন পরিবারের সন্তান কীভাবে সমাজতন্ত্রী হতে পারে? অর্থাৎ তার চোখে সমাজতন্ত্রীরা ছিল নিকৃষ্ট মানুষ।

মার্কস আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন নিজের পরিবার, ধর্ম, শ্রেণি এবং নাগরিকত্বের প্রভাব ছিন্ন করতে। কিন্তু কখনোই পুরোপুরি সফল হতে পারেননি। নিজেকে তিনি অনেকবারই শ্রদ্ধেয় পিতার অপব্যয়ী সন্তান হিসেবে ধিক্কার জানিয়েছেন, মামা-চাচাদের সাথে নিয়মিত পত্র-যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন, দূর-সম্পর্কের কাজিনদের কথাও মনে রেখেছেন এমনকি তিনি যখন মারা যান, তার জামার বুকপকেটে ছিল পিতার একটি বিবর্ণ ফটোগ্রাফ এটিকে তার কফিনে রাখা হয় এবং তার মরদেহের সাথে হাইগেটে সমাহিত করা হয়।

কখনো কখনো নিজের আবেগের বিরুদ্ধে হলেও তার যুক্তিবোধের কাছে সারাজীবন অটল ও বিশ্বস্ত থেকেছেন কার্ল মার্কস। স্কুলের পরীক্ষায় ১৭ বছরের তরুণ নিজের ভবিষ্যৎ পেশা বেছে নেওয়া বিষয়ক রচনায় লিখেছিলেন– 'আমরা সবসময় নিজেদের পেশা নিজেদের মতো করে বেছে নিতে সক্ষম নই কারণ শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমরা চাইলেই হবে না, সমাজ আমাদের কোথায় জায়গা দেবে, তার ওপরেও অনেকখানি নির্ভর করে আমাদের পেশা বেছে নেওয়া

মার্কসের প্রথম জীবনী লেখক ফ্রানজ মেহরিং এই রচনার মধ্যেই ভবিষ্যতের মার্কসবাদের বীজ খুঁজে পেয়েছিলেন। এটিকে অতিরিক্ত ভক্তির প্রকাশ বলে মনে হলেও একটি কথা অন্তত সত্য যে পরবর্তীতেও মার্কস সবসময়ই জোর দিয়ে বলেছেন যে মানুষকে কখনোই তার সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবন থেকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই 'দি এইটিনথ ব্রুমেয়ার অব লুই বোনাপার্ট' বইতে তিনি লিখেছেন– 'সকল মৃত প্রজন্মের ঐতিহ্য (কর্মফল) জীবিতদের মনের ওপর পাহাড়ের মতো চেপে বসে থাকে।'

মার্কসের ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ জশু হেসেল লওয়া ট্রিয়ারের সিনাগগের রাব্বি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন ১৭২৩ সালে। তখন থেকেই এই সম্মানিত অবৈতনিক পদটি পরিবারের দখলে ছিল এবং তা নিয়ে গর্বও করত পরিবার। মার্কসের পিতামহ মেইয়ার হারেভি মার্কসের পরে এই পদ পেয়েছিলেন চাচা স্যামুয়েল মাতৃকুলের দিক থেকেও অবস্থা অনেকটা একই রকম সেই পরিবার হল্যান্ডের একটি শহরে রাব্বির দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন 'শত শত বছর' ধরে। কার্ল মার্কস ধর্মনেতার পদটি এড়াতে পেরেছিলেন, কিন্তু এই পদের 'সামাজিক-অর্থনৈতিক চাপ' তাকে বহন করতে হয়েছে আজীবন

তার ওপরে রাইনল্যান্ডের সবচেয়ে পুরাতন শহর ট্রিয়ারের ছিল একটি শ্বাসরোধী মৌলবাদী আধ্যাত্মিক আবহ। এই শহর প্রসঙ্গে মহান কবি গ্যেয়টে ১৭৯৯ সালে লিখেছিলেন– 'এই শহরের দেয়ালগুলোর নিচে চাপা পড়ে গেছে আগের সমস্ত মুক্তচিন্তা আছে কেবল চার্চ, চ্যাপেল, মঠের উদ্যান, ধর্মশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আস্ফালন আব্বাসীয় বা কার্থেসিয়ানদের সম্পর্কে কিছুই জানা যাবে না এসব দেখে নেপোলিয়নের সময় এই শহর এবং জেলা চলে যায় ফ্রান্সের অধীনে তখনই প্রথম ট্রিয়ারের মানুষ ভোগ করতে সক্ষম হয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সাংবিধানিক নাগরিক স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বাতাবরণ জার্মান-অধীনতায় এসব ছিল অকল্পনীয় যদিও মার্কসের জন্মের তিন বছর আগে ভিয়েনা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে রাইন আবার চলে যায় প্রুসিয়ার অধীনে, কিন্তু তখনো পর্যন্ত ফরাসি আলোকায়নের সুগন্ধ কিছুটা ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল এই জেলার অধিবাসীরা।

কার্ল মার্কসের পিতা হার্শেল ছিলেন বেশ কয়েকটি আঙুর বাগানের মালিক শহরের অন্যতম শিক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি কিন্তু নতুন জামানায় তার উন্নতির পথ রুদ্ধ হবার আশংকা দেখা দিল হার্শেল নতুন সরকারের কাছে লিখিত আবেদন জানালেন তার এবং তার 'সঙ্গী ধর্মবিশ্বাসীদের' যেন ধর্মীয় বৈষম্যের শিকার হতে না হয় কোনো ফল হলো না

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রুসিয়ার আইন অনুসারে ইহুদিরা কোনো সরকারি চাকরি বা স্বাধীন পেশায় আত্মনিয়োগ করতে পারে না। হার্শেল নিজের সম্মানজনক পদ, পেশা এবং অবস্থান হারিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকত্বের অভিশাপ মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। ধর্মত্যাগ করে হার্শেল হলেন হেনরিখ মার্কস। এখন থেকে তিনি একজন দেশপ্রেমিক জার্মান এবং লুথেরান খ্রিস্টান। কার্লের জন্মের আগেই হেনরিখের ব্যাপ্টাইজ হয়েছিল। অফিসিয়াল রেকর্ড থেকে জানা যায় হেনরিখ ১৮১৫ সালে একজন এটর্নি হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৮১৯ সালে ৫ রুমের ভাড়া বাসা ছেড়ে তিনি পরিবার নিয়ে উঠে গেলেন শহরের পুরনো রোমান প্রবেশদ্বারের কাছে পোর্টা নিগ্রা এলাকায় ১০ রুমের নিজস্ব বাড়িতে

এই ধর্মান্তরের পেছনে আধ্যাত্মিকতা নয়, মুখ্য ছিল জাগতিক কারণই । ট্রিয়ার শহরের সেই সময়কার ১১,৪০০ জন অধিবাসীর মধ্যে খুব বেশি হলে ৩০০ জন ছিলেন রোমান ক্যাথলিক কিন্তু তারা ছিলেন রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত প্রভাবশালী মানুষ হার্শেল এখন হেনরিখ মার্কস। তিনি নির্দ্বিধায় যোগ দিলেন এই সংখ্যালঘু কিন্তু বিপুল প্রভাবশালীদের চার্চে।

তবে ফরাসি বিপ্লবের সুঘ্রাণ কখনোই মুছে যায়নি তার মন থেকে তিনি আজীবন রাজনীতি, চিন্তা, ধর্ম, জীবন এবং শিল্পের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে মানসিকভাবে 'আঠারো শতকের ফরাসি মানসিকতার লোক, যিনি রুশো এবং ভলতেয়ার পাঠ করতেন ধর্মগ্রন্থের মর্যাদায় ট্রিয়ারের 'ক্যাসিনো ক্লাবে'র খুবই সক্রিয় সদস্য ছিলেন তিনি। এই ক্লাবে শহরের শিক্ষিত আলোকিত (!) ব্যক্তিরা যোগ দিতেন। তারা নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন সাহিত্য-শিল্প এবং রাজনৈতিক বিতর্কে ১৮৩৪ সালের জানুয়ারি মাসে, কার্লের বয়স যখন পনেরো বছর, তখন হেনরিখ এই ক্লাবে একটি ব্যাংকোয়েটের আয়োজন করেছিলেন রাইনল্যান্ড সংসদের নব-নির্বাচিত উদারনৈতিক ডেপুটিদের সম্মানে। সেখানে প্রুসিয়ার রাজার নামে টোস্ট করে বলা হয়েছিল- 'এই প্রথম সাধারণ নির্বাচনের অনুমতি দেবার জন্য আমরা মহানুভব সম্রাটের প্রতি চিরঋণী তার অসীম ক্ষমতাবলে তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এমন গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে ডায়েট (সংসদ) গঠনের ব্যবস্থা করেছেন যাতে দেশ ও জনগণের সৎ আকাঙ্ক্ষাগুলো তার সিংহাসনের সিঁড়ির কাছে পৌঁছাতে পারে

এটিকে অনেকের কাছে হেনরিখের নির্লজ্জ স্তুতির প্রকাশ বলে মনে হতে পারে কিন্তু তিনি মন থেকেই কথাগুলো বলেছিলেন কারণ তিনি কোনো অর্থেই বিপ্লবী ছিলেন না কিন্তু উল্টো, সম্রাটের গুপ্তপুলিশ এবং চরেরা এটিকে রিপোর্ট করল সম্রাট এবং শাসনব্যবস্থার প্রতি 'ব্যঙ্গাত্মক বক্রোক্তি' বলে ফলে অনুষ্ঠানের আট দিন পরে সরকারের আদেশ এল এই ক্লাবটিকে কড়া নজরদারিতে রাখার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
এবং প্রাদেশিক গভর্নরকে ভর্ৎসনা করা হলো এই ধরনের দেশদ্রোহমূলক সমাবেশ করতে দেবার জন্য হেনরিখ মার্কস সত্যিসত্যিই পড়লেন চরম বিপদে

তার স্ত্রী হেনেরিয়েটার ওপর এসবের কোনো আছরই পড়েনি। সম্ভবত তিনি স্ত্রীকে এসব কথা জানাননি হেনেরিয়েটা মার্কস তার স্বামীর বুদ্ধিবৃত্তিক তৃষ্ণা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কৌতূহলী ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বল্পশিক্ষিতা একজন মহিলা, যার কাছে পরিবারই হচ্ছে প্রথম এবং শেষ কথা। তার সকল উদ্বেগ ছিল সন্তানদের ঘিরে এই উদ্বেগ এবং স্নেহ কখনো কখনো আতিশয্যের পর্যায়ে পৌঁছে যেত কার্ল মার্কস ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় মায়ের চিঠি পেতেন নিয়মিত। তবে সেগুলোর মধ্যে অল্প কয়েকটি মাত্র রক্ষিত হয়েছে। এক চিঠিতে মা লিখেছেন– 'আমি তোমাকে আবার মনে করিয়ে দিতে চাই কার্ল, কখনোই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং শৃঙ্খলাকে কম গুরুত্ব দেওয়া চলবে না। কারণ স্বাস্থ্য এবং প্রফুল্লতা নির্ভর করে এই দুইটি জিনিসের ওপর। আমি তোমাকে বার বার বলছি যে তোমার ঘরটাকে ঘন ঘন পরিষ্কার করতে হবে। প্রতিদিন না হলেও সপ্তাহে কয়েকবার অন্তত এটা করতেই হবে এর জন্য তুমি একটা নির্দিষ্ট সময় বের করে রাখবে। আর প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার তুমি ভালোভাবে সাবান এবং স্পঞ্জ দিয়ে নিজের শরীর পরিষ্কার করবে। তুমি কি ঘন ঘন কফি খাও? নিজে কফি বানাতে শিখেছ? তুমি তোমার ঘরের খুঁটিনাটি সবকিছু আমাকে লিখে জানাবে অবশ্যই।'

সন্তানকে নিয়ে তার মায়ের উদ্বেগের কথা হেনরিখও মনে করিয়ে দিয়েছেন কার্ল মার্কসকে– 'তুমি তোমার মায়ের স্বভাব জান জান তিনি তোমাকে নিয়ে কতটা উদ্বিগ্ন থাকেন সবসময়।'

খাঁচা ছেড়ে উড়ে যাওয়ার পর কার্ল মার্কস তার মাকে খুব কমই গুরুত্ব দিয়েছেন। কেবলমাত্র তার ইংল্যান্ডবাসের নিদারুণ অভাবের দিনগুলোতে তিনি মায়ের কাছে টাকার জন্য যোগাযোগ করতেন ঘন ঘন, কিন্তু বৃদ্ধার মন গলাতে তেমন একটা সক্ষম হননি

কার্ল মার্কস জন্মেছিলেন ট্রিয়ারের ব্রুকারগেজ এলাকার ৬৬৪ নম্বর বাড়ির দোতলার একটি ঘরে। তার ১৫ মাস বয়সের সময় পিতার নতুন বাড়িতে চলে যায় পরিবার। কাজেই এই বাড়িটি ঘিরে কার্লের তেমন কোনো স্মৃতি থাকার কথা নয় তবু ১৯২৮ সালে তার এই জন্মগৃহটি কিনে নেয় জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত নাৎসিরা এটিকে দখল করে রেখেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসিরা এই বাড়িটিকে ব্যবহার করেছে তাদের একটি পত্রিকা-অফিস হিসেবে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে এই হিটলার-বাহিনীর লুটপাটে ক্ষতবিক্ষত বাড়িটিকে পুনর্নির্মাণ করার জন্য কার্ল মার্কসের বিভিন্ন অনুরাগীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানায় পার্টি খুব একটা সাড়া

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মেলেনি। যেমন, ইংল্যান্ড থেকে ১৯৪৭ সালের ১৯ মার্চ একটি চিঠি আসে লিখেছিলেন ব্রিটিশ লেবার পার্টির আন্তর্জাতিক সম্পাদক ডেনিস হিলি। চিঠিতে লেখা হয়েছিল– 'প্রিয় কমরেড, ব্রিটিশ লেবার পার্টি সাংগঠনিকভাবে এই মুহূর্তে ট্রিয়ারে কার্ল মার্কসের জন্মগৃহ সংস্কারের জন্য কোনো টাকা পাঠাতে অপারগ। কারণ আমাদের পার্টি এখন লন্ডনে মহান কার্ল মার্কসের একটি বৃহৎ ভাস্কর্য নির্মাণের কাজে নিজেদের সমস্ত সম্পদ বিনিয়োগ করেছে

উল্লেখ্য, লন্ডনে ডেনিস হিলি-কথিত মার্কসের ভাস্কর্যটি খুঁজতে গেলে যে কেউ ব্যর্থ হবেন কারণ 'ব্রিটিশ লেবার পার্টি নিজেদের সমস্ত সম্পদ বিনিয়োগ করেছিল' তথাকথিত যে ভাস্কর্য নির্মাণের উদ্দেশ্যে, তা কখনোই নির্মিত হয়নি। তবে কার্ল মার্কসের জন্মগৃহটি সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে ট্রিয়ারের পুরনো সিনাগগের একশো গজ দূরত্বে এই বাড়িটিতে মার্কসের হাজার হাজার দেশি-বিদেশি অনুগামী আসা-যাওয়া করেন এখনও

কার্ল মার্কসের ছোটবেলা সম্পর্কে খুব অল্প তথ্যই জানা যায় ১৮৩০ সাল পর্যন্ত তাকে বাড়িতেই প্রাথমিক পাঠদান করা হয়েছে। এ বছর তাকে ভর্তি করা হয় ট্রিয়ার হাই স্কুলে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক হুগো ভিটেনবাক ছিলেন হেনরিখ মার্কসের বন্ধু এবং ক্যাসিনো ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। কার্ল মার্কস পরবর্তীতে তার স্কুলের সাথিদের 'গেঁয়ো' বলে অভিহিত করলেও সেই স্কুলের শিক্ষকরা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন উদারনৈতিক মানবতাবাদের অনুসারী তারা নিজেদের সর্বসাধ্য দিয়ে চেষ্টা করতেন এইসব 'গেঁয়ো'দের সুসভ্য করে তুলতে ১৮৩২ সালে বাক-স্বাধীনতার দাবিতে হামবাখ শহরে একটি মিছিল হয় মিছিলের পরে পুলিশ হানা দেয় ট্রিয়ার হাই স্কুলে সেখানে তারা খুঁজে পায় মত প্রকাশের স্বাধীনতার দাবি সম্বলিত ভয়ানক উস্কানিমূলক প্রচারপত্র গ্রেপ্তার করা হয় একজন ছাত্রকে। আর প্রধান শিক্ষক হুগো ভিটেনবাককে করা হয় নজরবন্দি দুই বছর পরে, ১৮৩৪ সালের জানুয়ারিতে ক্যাসিনো ক্লাবের সেই কুখ্যাত নৈশভোজের পরে স্কুলের অঙ্ক শিক্ষক এবং হিব্রু শিক্ষকের বিরুদ্ধে যথাক্রমে নাস্তিকতা এবং বস্তুবাদ প্রচারের অভিযোগ আনে পুলিশ। হুগো ভিটেনবাকের প্রভাব থেকে স্কুলের ছাত্রদের মুক্ত করার জন্য সহ-প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় মি. লোর নামের একজন বিষণ্ন চেহারার কট্টর প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিকে মি. লোরকে স্কুলে স্বাগত জানানোর অনুষ্ঠানে যোগ দেবার পরে হেনরিখ মার্কস পুত্রকে বললেন– 'হের ভিটেনবাকের পরিস্থিতি সত্যিই খুব খারাপ তার এই অবস্থা দেখে আমার কান্না আসছিল তার একমাত্র অপরাধ হচ্ছে সকলের প্রতি মমত্ববোধ আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছি যে তার প্রতি আমাদের পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে আমি একথাও বলেছি যে তুমি তাকে হৃদয় থেকে প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করে থাক।' কিন্তু পরবর্তীতে পুত্র যখন তার প্রধান শিক্ষকের প্রতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
অটুট শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে ১৮৩৫ সালে সেই হের লোরের বিদায়ী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে অস্বীকৃতি জানাল, তখন ঘাবড়ে গিয়ে হেনরিখ তাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন– 'তুমি যে তার সাথে বিদায়ী সাক্ষাৎ করতে যাওনি, এই ব্যাপারটিকে হের লোর খুব ভালো চোখে দেখছেন না।' সাথে যোগ করলেন এই কথাটাও যে– 'একমাত্র তুমি এবং ক্লেমেনস নামের ছেলেটি ছাড়া আর সকল ছাত্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। আমি অবশ্য হের লোরকে একটি নির্দোষ মিথ্যা কথা বলেছি যে– আমার সাথে তুমিও অনুষ্ঠানে গিয়েছিলে, কিন্তু আমাদের পৌঁছুতে দেরি হয়ে গিয়েছিল এই রকমই ছিলেন হেনরিখ রেগে গেলেও বিনম্র, অসুখী হলেও অনুগত।

অন্যদিকে, তার পুত্র সারাজীবনই ব্যাঘ্রসুলভ আচরণ অনুসরণ করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। পুঁজিবাদের কাছ থেকে মানবিক আচরণ এবং করুণা প্রত্যাশা করা যে নিষ্ফল, শ্রমিক শ্রেণিকে সেকথা মনে করিয়ে দিয়ে কার্ল মার্কস বলেছিলেন– 'ক্ষমতাবানদের দুর্বলতা দিয়ে নয়, সমাজ বদল ঘটে দুর্বলের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে' অনেকেই ভাবতে পারেন কার্ল মার্কস ছিলেন তার দৃঢ় মতবাদের শারীরিক মূর্ত রূপ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার মস্তিষ্ক যেমন ছিল অসাধারণ উর্বর; শরীর এবং শারীরিক কাঠামো ছিল ঠিক ততটাই দুর্বল। শ্রমিক শ্রেণিকে যেভাবে আহ্বান জানিয়েছেন, নিজেও ঠিক তেমনভাবেই নিজের দুর্বলতাকে নিংড়ে শক্তি খুঁজে বের করতেন তিনি।

এমনকি পরিপূর্ণ যৌবনে– যখন তিনি দারিদ্র্য, অনিদ্রা, পুষ্টিহীনতা, প্রচুর মদ্যপান, অনবরত ধূমপানের অভিশাপে শারীরিকভাবে ভেঙে পড়েননি, সেই বয়সেও তিনি ছিলেন খুবই ভঙ্গুর শরীরের একজন যুবক। ১৮৩৫ সালে বন ইউনিভার্সিটিতে সদ্য ভর্তি হওয়া পুত্রকে পিতা লিখলেন– 'আমার ধারণা, নয়টি লেকচারের কোর্স তোমার জন্য অনেক বেশি হয়ে যাবে। তোমার শরীর এবং মন এতটা ধকল সহ্য করতে পারবে না। তোমার মনের পুষ্টি বাড়াতে চাইলে শরীরের সুস্থতার ওপর নির্ভর করতেই হবে এই দুঃখ-ভারাক্রান্ত পৃথিবীতে একমাত্র সুস্থ শরীরই তোমার সবচাইতে বড় সহায় হতে পারে একজন চিররোগা পণ্ডিত হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্ভাগা মানুষ কাজেই, তোমার শরীর যতটা সইতে পারে, তার চেয়ে বেশি পড়াশোনার চাপ নিতে যেয়ো না।'

তখন বা পরবর্তী জীবনে কখনোই কার্ল মার্কস পিতার এই উপদেশে কান দেননি প্রতিনিয়তই রাত জেগে কঠোর পরিশ্রম করেছেন আর বিনিদ্র পরিশ্রমের রসদ জোগাড় করেছেন সস্তা বিয়ার গিলে এবং চুরুট ফুঁকে ফুঁকে।

উত্তরে কার্ল চিরাচরিত অকপটভাবে জানালেন যে তিনি আসলেই দুর্বল বোধ করছেন এর ফলে এল আরও উপদেশে পরিপূর্ণ আরেকটি চিঠি– 'যৌবনের উন্মাদনায় মানুষ যেসব ভুল ও অমিতাচার করে, সেসবের মাসুল তাকে অনেক বেশি গুনতে হয় পরবর্তীতে আমাদের সামনে এক দুঃখজনক উদাহরণ হচ্ছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

হের গুনস্টার একথা সত্য যে তিনি বড় কোনো অনাচার করেননি, কিন্তু মদ্যপান এবং অতিরিক্ত ধূমপান তার দুর্বল বুককে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে। তিনি বড়জোর আগামী গ্রীষ্ম পর্যন্ত বাঁচতে পারেন।'

তার মা সেইসাথে যোগ করে দিলেন আরও কিছু সুনির্দিষ্ট নীতিমালা– 'যা কিছু তোমার ক্ষতি করতে পারে, এমন সবকিছু থেকে তোমাকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। বেশি মাথা গরম করা চলবে না বেশি পরিমাণে ওয়াইন বা কফি পান করবে না মোটকথা উত্তেজক কোনো কিছু খাওয়া চলবে না তোমার ঝাল-মসলা কম খেতে হবে ধূমপান করবে না একেবারেই। রাত জাগবে না, সকালে তাড়াতাড়ি উঠবে ঘুম থেকে। সতর্ক থাকবে যাতে কোনোভাবেই তোমার ঠান্ডা লাগতে না পারে সেইসাথে আরেকটা কথা। প্রিয় কার্ল, পরিপূর্ণ সুস্থতা এবং শক্তি ফিরে পাওয়ার আগে তোমার পক্ষে নাচের আসরে না যাওয়াই ভালো

বয়স আঠারো বছর পূর্ণ হলে তখন প্রত্যেককেই বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে হতো কিন্তু কার্ল মার্কস রেহাই পেয়ে গেলেন তার দুর্বল ফুসফুসের জন্য। বুকের খাঁচাকে তিনি আগেই দুর্বল করে ফেলেছিলেন মাত্রাতিরিক্ত ধূমপানের কারণে তারপরেও এই সন্দেহ উত্থাপিত হয়েছে যে পিতার পরামর্শেই তিনি সামরিক কাজের তালিকা থেকে নিজের নাম কাটাতে রোগের বাহানা করেছিলেন। তার পিতা এই সময়ের চিঠিতে লিখলেন– 'প্রিয় কার্ল, ইচ্ছা করলে তুমি ওখানকার কোনো সুপরিচিত ডাক্তারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে পার। তবে সত্যিসত্যিই রোগ বাধানোর জন্য বেশি বেশি ধূমপান কোরো না যেন!'

এই কথিত অসুখ তার ছাত্রজীবনের উদ্দাম আমোদ-প্রমোদকে বাধা দিতে পারেনি। বছর শেষে বন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দেওয়া রিপোর্টে লেখা ছিল– 'তার অ্যাকাডেমিক অর্জন অর্থাৎ পড়াশোনা প্রশংসনীয়। তার অধ্যবসায় এবং মনোযোগ অসাধারণ তবে নোট আকারে এই তথ্যটিও লেখা ছিল যে– 'সে হইচই এবং মাতলামির মাধ্যমে এলাকার শান্তিবিনষ্টির অপরাধে একটি রাত হাজতবাস করেছে কোলোন শহরে সে বেআইনি অস্ত্র বহনের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে এই অভিযোগের তদন্ত এখনও শেষ হয়নি তবে কোনো নিষিদ্ধ গোষ্ঠীর সাথে তার জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়নি

আসলে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের কাছে পুরো তথ্য ছিল না। কার্ল মার্কস যে আড্ডাটিতে যোগ দিতেন, সেটির নাম ছিল পোয়েটস ক্লাব এটি কোনো নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছিল না বটে, তবে প্রকৃতপক্ষে এই ক্লাব কবিতার মতো নিরীহ ছিল না মোটেই। এখানে কবিতা এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের আড়ালে অনেক মারাত্মক বিষয় নিয়ে আলোচনা চলত। পোয়েটস ক্লাবে সন্তানের যোগ দেওয়ার খবরে খুশি হয়েছিলেন হেনরিখ মার্কসও তিনি ভাবলেন, তার পুত্র কবিতা ও নন্দনতত্ত্বের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বিতর্কের মাধ্যমে মানসিকভাবে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। চিঠিতে লিখলেন– 'তোমাদের ছোট চক্রটিকে আমার কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হচ্ছে। অন্তত বিয়ারের দোকানের আড্ডার চাইতে বা শুঁড়িখানার জমায়েতের চাইতে এটি শতগুণে উত্তম

তবে শুঁড়িখানার জমায়েতে কার্ল মার্কস ততদিনে মোটেই আর আগন্তুক নয়। কার্ল তখন ট্রিয়ার ট্রাভার্ন ক্লাবের সহ-সভাপতি এই ক্লাবটি গঠিত ট্রিয়ার থেকে এই বন শহরে পড়তে আসা প্রায় ত্রিশ জন ছাত্র নিয়ে এদের প্রধান লক্ষ্য ছিল দ্রুত মাতাল হওয়া, মাতলামি করা এবং সেই অবস্থায় বিভিন্ন হাঙ্গামা করা। সম্ভব হলে দাঙ্গা বাধানো। এই রকম হাঙ্গামা করার সময়ই এক রাতে কার্ল মার্কসকে একটি রাত ডিটেনশনে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু এতে তাকে বা তার সঙ্গীদের মোটেই দমানো যায়নি ১৮৩৬ সাল জুড়ে এই ট্রিয়ার গ্যাং-এর সাথে বরুসিয়া থেকে আসা অভিজাত পরিবারের সন্তানদের নিয়ে গঠিত আধা-সামরিক গ্রুপের কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়। একবার মারামারিতে বিপর্যয়ের পর কার্ল মার্কসের দলকে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে প্রুসিয়ার অভিজাত শ্রেণির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে হয়েছিল এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যই কার্ল মার্কসের পিস্তল কেনা। কোলোন শহরে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন তিনি এই অবৈধ অস্ত্রসহ। কোলোনের একজন বিচারকের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখলেন হেনরিখ মার্কস। তার অনুরোধের প্রেক্ষিতেই কার্লকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কিন্তু ঠিক দুইমাস পরেই আবার দুই গ্রুপের সংঘর্ষ এবার কার্ল মার্কস তার প্রতিপক্ষের একজনকে ডুয়েলের আহ্বান জানিয়ে বসেন একজন প্রশিক্ষিত সৈনিকের বিরুদ্ধে ডুয়েলে দাঁড়িয়েছে চোখে কম দেখা, কখনো অস্ত্র ব্যবহার না-করা দুর্বল একজন তরুণ ফলাফল তো চোখ বুজেই বলে দেওয়া যায় কিন্তু কার্লের সৌভাগ্য যে প্রতিপক্ষের ছোড়া বুলেট তার বাম চোখের একটু ওপরে ছোট্ট একটি ক্ষত সৃষ্টির বেশি কিছু করেনি। তার বাবা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ এবং হতাশ হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন– 'ডুয়েলে যোগ দেওয়া কি তখন দর্শনের জন্য খুব দরকারি ছিল? তোমার এই প্রবৃত্তিকে বাড়তে দিয়ো না তুমি যদি এটিকে তোমার প্রবৃত্তি বলতে না চাও, জেদই বলো, তাহলেও এটিকে তোমার মনের মধ্যে শিকড় গাড়তে দিয়ো না এই রকম আচরণের কারণে জীবন আমাদের সবচাইতে সুন্দর যে আশাটি উপহার দেয়, তা থেকে তোমাকে এবং তোমার মা-বাবাকে বঞ্চিত হতে হবে।'

এক বছর বন্য উন্মত্ততায় কাটানোর পরে বন ইউনিভার্সিটি থেকে ছেলেকে বার্লিনে ভর্তি করে দিয়ে হেনরিখ মার্কস কিছুটা হাঁফ ছাড়লেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ অনেকটা ভালো ছিল। কার্ল মার্কসের দশ বছর পূর্বে এখানে পড়াশোনা করেছেন আরেকজন বিখ্যাত দার্শনিক লুডভিগ ফয়েরবাখ তিনি লিখেছেন– 'বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে মদ্যপানের পর হৈ-হুল্লোর, ডুয়েলে লড়া বা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে মারামারি করার কোনো সুযোগ নেই প্রুসিয়ার অন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কোনো ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনার জন্য এত সুন্দর পরিবেশ নেই এটিকে যদি বিদ্যামন্দির বলা হয়, তাহলে এর তুলনায় অন্য ইউনিভার্সিটিগুলোকে বড়জোর ছাত্রসমাবেশ বলা যেতে পারে

হেনরিখ মার্কস ছেলেকে এখানে পাঠাতে পেরে বেশ খুশিই হয়েছিলেন তার ধারণা ছিল পুত্র এবার আইন বিষয়ে লেখাপড়ায় পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারবে কিন্তু সেই আশার গুড়েও বালি কার্ল মার্কস তখন প্রেমে পড়ে গেছেন

০৩.

কার্ল মার্কস তার স্কুলজীবনের একজন মাত্র বন্ধুর সঙ্গে সারাজীবন যোগাযোগ রক্ষা করে গেছেন সেই বন্ধুর নাম এডগার ভন ভেস্টফালেন নম্র ভদ্র এডগার ছিলেন শিল্পসাহিত্যের খুবই ভক্ত আর মনে মনে তিনি সবসময়েই বিপ্লবী ভাবধারা পোষণ করতেন তবে মার্কস যে তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে গেছেন, তার কারণ সম্ভবত এডগার নন, বরং তার বোন– অপূর্ব এক নারী, জোহানা বার্থা জুলিয়ে জেনি ভন ভেস্টফালেন আমাদের কাছে তিনি জেনি নামেই পরিচিত এই জেনিই পরবর্তীতে পরিণত হন প্রথম এবং একমাত্র মিসেস মার্কস-এ

জেনি ছিলেন সত্যিকারের আকর্ষণীয়া যুবতি কার্ল মার্কস যে কয়বার ট্রিয়ার শহরে গেছেন, সেগুলো সবই জেনির সান্নিধ্যের আশাতেই যাওয়া জেনি ছিলেন ট্রিয়ার শহরের সকল যুবক-তরুণের স্বপ্নকন্যা তার মতো একজন যুবতি, যে কিনা প্রুসিয়ার শাসকশ্রেণির বংশধর, ব্যারন লুডভিগ ভন ভেস্টফালেনের কন্যা, সমাজের সর্বোচ্চ অভিজাত স্তরে যাদের অবস্থান, যার বিয়ে বা প্রেম হবার কথা অভিজাত ও ধনীবংশের কোনো ঝকঝকে পুরুষের সাথে, সেই জেনি প্রেমে পড়লেন তার চেয়ে বয়সে চার বছরের ছোট, উঠতি বুর্জোয়া পরিবারের অপদার্থ এক তরুণের আপাতদৃষ্টিতে এই ঘটনাটিকে অসম্ভবই মনে হবে। তবে জেনি ছিলেন সত্যিকারের বুদ্ধিমতী ও মুক্তমনা তরুণী, যার কাছে কার্ল মার্কসের বুদ্ধিবৃত্তিক আকর্ষণ ছিল অপ্রতিরোধ্য রাজকীয় সেনাদলের একজন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ছিলেন জেনির ঘোষিত ফিঁয়াসে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে জেনি ১৮৩৬ সালের গ্রীষ্মের ছুটির সময় কার্ল মার্কসের সাথে বিয়ের বাগদান গোপনে সম্পন্ন করলেন জেনিকে পেয়ে মার্কস এতটাই আপ্লুত হয়েছিলেন যে নিজের পরিবারের কাছে বড়াই করে এই ঘটনা জানাতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করলেন না তবে জেনির পরিবারের কাছে এই তথ্য গোপন রাখা হয়েছিল প্রায় এক বছর

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে এই গোপনীয়তার প্রয়োজন ছিল খুব ব্যারন লুডভিগ ভন ভেস্টফালেন নিজে ছিলেন প্রুসিয়া রাজকীয় প্রাদেশিক সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা পিতা-মাতা দুইদিক থেকেই তিনি ছিলেন অভিজাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পরিবারের উত্তরাধিকারী। তার পিতা ছিলেন বিখ্যাত 'সাত বছরের যুদ্ধ'কালীন জেনারেল চিফ অব স্টাফ আর মা ছিলেন স্কটিশ আর্ল অব আর্জিলের পরিবারের কন্যা। কার্ল মার্কসের পারিবারিক ঐতিহ্য বলতে ছিল ইহুদি সিনাগগে কয়েক পুরুষের পুরুতগিরি ভন ভেস্টফালেন তার মেয়েকে এই রকম পরিবারের একটি তরুণের হাতে সমর্পণ করতে অনিচ্ছুক হবেন, এমনটাই ধরে নেওয়া স্বাভাবিক

তবে মুদ্রার আরেকটা পিঠও ছিল ব্যারন মোটেও উন্নাসিক কিংবা প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না তার প্রথম স্ত্রী ছিলেন উচ্চবংশীয়া রমণী। তার গর্ভে চার সন্তানের জন্ম হয়েছিল প্রথম সন্তান ফার্ডিনান্ড পরবর্তীতে প্রুসিয়া সরকারের মন্ত্রিত্ব পেয়েছিলেন এবং নিষ্ঠুরতার জন্য যথেষ্ট কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন কিন্তু ব্যারনের দ্বিতীয় স্ত্রী, জেনি এবং এডগারের মা কারোলিন হুবেল ছিলেন মধ্যবিত্ত জার্মান পরিবারের মেয়ে নিজের বংশমর্যাদা এবং পদের চাইতে ব্যারন পছন্দ করতেন স্বাভাবিক জীবন যাপনের তিনি ছিলেন সংস্কৃতিবান, উদারনৈতিক মানুষ অন্য কারো ক্ষতি করার প্রবণতা বা প্রতিহিংসাপরায়ণতা তার মধ্যে ছিল না একটি ক্যাথলিক শহরের প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মের লোক হওয়ায় নিজেকে বরং একটু বহিরাগতই ভাবতেন তিনি। দরিদ্র মানুষের প্রতি তার একধরনের সমবেদনাও ছিল। তিনি একবার অফিসিয়াল রিপোর্টে ট্রিয়ারের নিম্নবিত্ত এবং বিত্তহীন মানুষের দুর্দশার কথা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছিলেন। যদিও সেটিতে দারিদ্র্যের কারণ এবং প্রতিকার সম্পর্কে কোনো মতামত ছিল না। তিনি দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তবে নিজে ধনী বলে তার কোনো গ্লানি ছিল না

বরং হেনরিখ মার্কসের সাথে তার অনেকটাই মিল ছিল। ১৮১৬ সালে ভন ভেস্টফালেন ট্রিয়ারে পোস্টিং নিয়ে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই দুজনের পরিচয় ঘটে দেখা গেল দুজনের চিন্তাধারাতে অনেক মিল রয়েছে। তারা দুজনেই ধ্রুপদী সাহিত্যের ভক্ত। রাজনীতিতে সম্রাটের আনুগত্যের প্রশ্নে কট্টর হলেও দুজনেই চাইতেন কিছু পরিমাণ সংস্কারের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থাকে আরও বেশি সহনশীল করে তোলা দরকার

তবে দুই গৃহিণীর মধ্যে কোনো মিলই ছিল না। ক্যারোলিন ভন ভেস্টফালেন ছিলেন খুবই প্রাণবন্ত এবং অতিথিপরায়ণ মহিলা প্রায়শই তিনি বাড়িতে কবিতাপাঠ আর সংগীতের আসর বসাতেন। অন্যদিকে হেনেরিয়েটা মার্কস ছিলেন সংকীর্ণ জগতের মানুষ, সামাজিকতায় অনভ্যস্ত মার্কস পরিবারের বাচ্চাদের কাছে ভন ভেস্টফালেনদের বাড়িটা ছিল আনন্দ এবং উল্লাসে ভরা প্রায় এক স্বর্গীয় জগৎ কার্লের বড় বোন সোফির সাথে জেনির ভাব হয়েছিল পাঁচ বছর বয়সে পাঁচ বছরের জেনি প্রথম তার ভবিষ্যৎ স্বামীকে দেখেছিল কোলের শিশু হিসেবে। জেনির ভাই এডগার ছিল কার্লের চাইতে এক বছরের বড়। সেই ভাইটির মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
জেনিও কালো চোখের এই শিশুর ভক্ত হয়ে গেল। সেই আবেশ থেকে সে আর কখনোই নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি।

ব্যারন নিজেও মেধাবী কিশোর কার্লকে যথেষ্ট পছন্দ করতেন। কার্লের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা এবং জ্ঞানের প্রতি বিপুল তৃষ্ণা তাকে আকৃষ্ট করেছিল। নিজের ছেলে এডগার ছিল কার্লের তুলনায় নিতান্তই ভোঁতা। সময় পেলে কার্লকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে বেরুতেন ব্যারন পথ চলতে চলতে তাকে আবৃতি করে শোনাতেন হোমার এবং শেক্সপিয়ার থেকে লম্বা লম্বা পরিচ্ছদ পরবর্তী জীবনে কার্ল মার্কস নিজেও শেক্সপিয়ার পড়েছিলেন হৃদয় দিয়ে। তিনি তার রচনায় অহরহ ব্যবহার করতেন শেক্সপিয়ারের উদ্ধৃতি এবং অ্যানালগ। 'শেক্সপিয়ারের প্রতি কার্ল মার্কসের শ্রদ্ধা ছিল প্রশ্নাতীত তিনি শেক্সপিয়ারের সমস্ত রচনা পাঠ করেছিলেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। এমনকি তার নাটকের সবচেয়ে তুচ্ছ চরিত্রটিও তিনি বর্ণনা করতে পারতেন অক্লেশে।' পরবর্তীতে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একথা বলেছিলেন কার্ল মার্কসের জামাই পল লাফার্গ– 'মার্কসের পুরো পরিবারই ছিল এই ইংরেজ নাট্যকারের ভক্ত। তার তিন কন্যা মুখস্ত বলতে পারত শেক্সপিয়ারের অনেক রচনা মার্কস যখন নিজের ইংরেজি ভাষাজ্ঞানকে নিখুঁত করার চেষ্টা করছিলেন, তখন তিনি শেক্সপিয়ারের রচনাসমগ্রকেই মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন।'

মার্কসের ওপর শেক্সপিয়ারের প্রভাব আমৃত্যু বজায় ছিল। বলা যায় দিনের পর দিন বেড়েই চলছিল বিয়ের ১৩ বছর পরেও কার্ল মার্কস তার স্ত্রীর কাছে যখন প্রেমপত্র লেখেন, সেখানেও ছত্রে ছত্রে শেক্সপিয়ারের উপস্থিতি–

> তুমি দাঁড়িয়ে আছ আমার সামনে, জীবনের সমান উচ্চতা তোমার, আমি তোমাকে দুই হাতের মধ্যে তুলে নিয়েছি, চুমু দিচ্ছি তোমার মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত, আমি তোমার সামনে হাঁটু ভেঙে বসে চিৎকার করে বলছি: 'ম্যাডাম আমি তোমাকে ভালোবাসি'। এবং ভালোবাসি তোমাকে, এমন ভালোবাসা যা 'ভেনিসের মুর' কোনোদিন অনুভবও করতে সক্ষম হবে না। অনুভব করতে পারবে না আমার সেইসব বিষাক্ত-জিভের শত্রুরা। সেই গর্দভরা কোনোদিনই আয়ত্ত করতে পারবে না এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, যা তাদের দেখিয়ে দেবে একদিকে 'উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্ক', অন্যদিকে তোমার পায়ের কাছে লুটিয়ে থাকা আমি। দেখতে পেলে তারা ছবির নিচে লিখে দিত 'লুক টু দিস পিকচার অ্যান্ড টু দ্যাট'।

জেনিকে আলাদা করে মনে করিয়ে দেবার কোনো প্রয়োজন ছিল না যে শেষ বাক্যটি 'হ্যামলেট' থেকে নেয়া।

তাহলে কেন সেই সময় মার্কস এবং জেনি তাদের পরিবারের কাছে বিয়ের ব্যাপারটা গোপন রেখেছিলেন? সম্ভবত কার্ল মার্কস ধারণা করেছিলেন যে দুজনের বয়সের ব্যবধানটি তাদের বিপক্ষে যাবে সেই সময়েও বরের চাইতে কনের বয়স বেশি হওয়াকে অনুমোদন করা হতো না প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় হিসেবেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
দেখা হতো এই ব্যাপারটি। সেইসঙ্গে এই ভীতিও ছিল যে, তার প্রতি জেনির বাবার সহানুভূতি সত্ত্বেও তিনি তার প্রিয় কন্যাকে এমন একজন 'জিনিয়াস কিন্তু সংশয়বাদী' তরুণের হাতে সমর্পণ করতে রাজি হবেন না

জেনি ভন ভেস্টফালেন ছাড়াও তরুণ মার্কসের প্রবল আবেগ ও অনুরাগ ছিল আরেকজন ব্যক্তির প্রতি তিনি দার্শনিক জি.ডব্লিউ.এফ. হেগেল। তখন প্রয়াত পরবর্তীতে অবশ্য এই মুগ্ধতা কেটে গিয়েছিল এমনকি মার্কস অনেক সমালোচনা করেছেন হেগেলের কিন্তু এই সমালোচনা ছিল গভীর অধ্যয়ন এবং পর্যালোচনার ফলাফল।

'হেগেলের দ্বান্দ্বিকতার একটি দিকের আমি সমালোচনা করেছি সেটি হচ্ছে তার ভাববাদী রহস্যময়তা এই সমালোচনা আমি করেছি আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে, যখন হেগেলের অনুসারী হয়ে থাকাটাই ছিল ফ্যাশন।' মার্কস লিখেছিলেন ১৮৭৩ সালে 'ক্যাপিট্যাল' প্রথম খণ্ড লেখার সময় যারা হেগেলের বালসুলভ সমালোচনায় মেতে উঠেছিলেন, মার্কস কড়া ভাষায় তাদের তিরস্কার করেন এবং প্রমাণ করে দেন যে যারা বর্তমান ফ্যাশন অনুযায়ী হেগেলকে তাচ্ছিল্য দেখাতে চান, তারা হেগেলের চিন্তা এবং দার্শনিক যোগ্যতার তুলনায় নিতান্তই ক্ষুদ্র মাপের মার্কস কারো বিরোধিতা করছেন, আবার একই সাথে উচ্চ প্রশংসা করছেন, এমন ঘটনা খুবই বিরল। কারণ তিনি যাদের বিরোধিতা করতেন, তাদের একেবারে নিচে নামিয়ে দিতেন তীক্ষ্ণ যুক্তি এবং বিষমাখা ভাষার দ্বিধাহীন ব্যবহারের মাধ্যমে

হেগেলের মতো আরও একজন ব্যক্তিকে মার্কস ছাড় দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন কবি হাইনরিখ হাইনে মার্কস বিশ্বাস করতেন যে মহৎ কবিদের সীমাবদ্ধতাগুলোকে এড়িয়ে যেতে হবে মহৎ দার্শনিকদের সম্বন্ধেও তিনি একই ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু দ্বিতীয় সারির কবি-দার্শনিক, মিডিওকার লেখক এবং নিজের ঢাক নিজে পেটানো ঠাটসর্বস্ব গর্দভদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন প্রচণ্ডভাবে খড়্গহস্ত এই কারণেই যে মুহূর্তে হেগেল আক্রান্ত হয়েছেন অমেধাবী চিন্তকদের দ্বারা, তাৎক্ষণিকভাবেই মার্কস বেছে নিয়েছেন হেগেলের সপক্ষে দাঁড়ানোর ব্রত মার্কস সবসময়ই স্বীকার করেছেন যে, হেগেলের কাছ থেকে দ্বান্দ্বিকতার সূত্র গ্রহণ করেছেন, আর ছেঁটে ফেলেছেন তার ভাববাদী রহস্যময়তাকে তিনি যেন একটি ভাঙাচোরা গির্জা কিনে নিয়ে তাকে রূপ দিয়েছেন সব মানুষের ব্যবহার-উপযোগী একটি ধর্মনিরপেক্ষ দালানের বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় ১৮ বছর বয়সের তরুণ কার্ল মার্কস একটি কবিতাও লিখেছিলেন 'অন হেগেল' নামে সেই কবিতাটিতেই হেগেলের সমালোচনা করেছিলেন তিনি তার লেখা এই রকম কিছু কবিতা একত্রিত করে পিতার জন্মদিনে একটি স্বরচিত কবিতার খাতা পিতাকে উপহার দিয়েছিলেন কার্ল

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মার্কস খাতার মলাটে লেখা ছিল– 'আমার পিতার জন্মদিনে নিবেদিত তার প্রতি আমার চিরস্থায়ী ভালোবাসার ক্ষুদ্র চিহ্ন' পিতা এটি দেখে খুশি হয়েছিলেন যে তার সন্তান হেগেলের চিন্তার সংক্রমণ থেকে মুক্ত। তিনি মনে করতেন হেগেলের অনুসারীরা কথাকে কেবল প্যাঁচাতেই থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার থেকে আর কোনো অন্তঃসার বের করা অসম্ভব না হয়ে পড়ে

অবশ্য কার্ল মার্কসের মতো তীব্র কৌতূহলী একজন তরুণের পক্ষে বেশিদিন হেগেলকে ছেড়ে থাকা সম্ভব হয়নি হেগেল ১৮১৮ সাল থেকে শুরু করে ১৮৩১ সালে তার মৃত্যু পর্যন্ত বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের প্রধান ছিলেন তারও পাঁচ বছর পরে মার্কস পড়তে এলেন বার্লিনে। তখনো হেগেলের অনুসারীদের মধ্যে ঠান্ডাযুদ্ধ চলছে এটি নির্ণয় করা নিয়ে যে কারা তার আসল উত্তরাধিকারী তরুণ বয়সে হেগেল ছিলেন ফরাসি বিপ্লবের সমর্থক। পরবর্তীতে মাঝবয়সে এসে, বেশিরভাগ র‍্যাডিক্যাল চিন্তার মানুষদের ক্ষেত্রে যা ঘটে, হেগেলের ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছিল। নিজেকে সমাজের জন্য অস্বস্তিকর করে রাখতে চান না তারা। তাদের মতো হেগেলও প্রচলিত বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন এই সিদ্ধান্তে এসে যে, একজন পরিণত চিন্তার মানুষের উচিত 'পৃথিবীকে যেমনটি দেখা যাচ্ছে, সেটাকেই যৌক্তিক বলে মেনে নেওয়া।' এই পৃথিবী, বিশেষত প্রুসিয়া হচ্ছে তার প্রকল্পিত 'ডিভাইন স্পিরিট' বা ভাবের (তিনি এটাকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'দি জিস্ট') চূড়ান্ত এবং পরিপূর্ণ রূপ অতএব এটা নিয়ে আর বাড়তি কোনো আলোচনার অবকাশ নাই দর্শনের বা দার্শনিকের।

স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের যুক্তি শাসক শ্রেণির কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য এবং জনপ্রিয় হবে। প্রুসিয়ার শাসকরা হেগেলের এই যুক্তি ব্যাপকভাবে প্রচার করে একথাই জনগণকে বোঝাতে চাইছিল যে, তাদের প্রচলিত শাসনব্যবস্থা কেবলমাত্র অপরিহার্যই নয়, বরং অপরিবর্তনীয় এই ব্যবস্থাকে আর উন্নত করারও কোনো অবকাশ নেই কারণ হেগেলের মতো মহান দার্শনিকের মত অনুসারে– প্রুসিয়াই হচ্ছে ডিভাইন স্পিরিটের চূড়ান্ত এবং পরিপূর্ণ রূপ। এটাই 'দি জিস্ট' হেগেল লিখেছিলেন– 'যা কিছু বাস্তব, তা যৌক্তিক।' প্রুসিয়া রাষ্ট্র হিসেবে সন্দেহাতীতভাবে বাস্তব, অতএব যৌক্তিক। শাসকশ্রেণি হেগেলের বাক্যের প্রথম অংশটি ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিল কিন্তু তরুণ হেগেলপন্থিরা জোর দিতেন বাক্যের শেষের অংশের প্রতি। সেখানে বলা হয়েছে– 'যা কিছু যৌক্তিক, তা বাস্তব তরুণ হেগেলপন্থিদের মতে– প্রুসিয়া একটি একনায়কতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, যা প্রধানত টিকে আছে সেন্সর আর গুপ্তপুলিশের সাহায্যে, সত্যিকারের রাষ্ট্র হিসেবে তা অযৌক্তিক, অতএব তা অবাস্তব। এটি বড়জোর একটি ভৌতিক বর্ণালী কেউ সাহস করে হাত ছোঁয়ালেই উবে যাবে। তাই এই রকম রাষ্ট্রব্যবস্থার টিকে থাকার কোনো অধিকার নেই

দানবীর পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র হিসেবে প্রতিভাবান মার্কসের অবস্থান ছিল যথারীতি প্রথম সারিতে। এক বছর ধরে তিনি নিজেকে দর্শনের প্রলোভন থেকে সরিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। নিজেকে বুঝিয়েছেন যে তিনি কেবলমাত্র আইন পড়ার জনই এখানে এসেছেন। বুঝিয়েছেন, তিনি তো ইতোমধ্যেই হেগেলের চিন্তাধারাকে পরিত্যাগ করেছেন। উচ্ছ্বাসভরা কবিতা লেখাও ছেড়ে দিতে যাচ্ছেন। কিন্তু আসলে কোনোটাই তার পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। একটা বছর ধরে নিজের মধ্যে চলেছে অবিরাম বোঝাপড়ার দ্বন্দ্ব, নিজের সাথে নিজের ঝগড়া

কবি ডব্লিউ বি ইয়েটস লিখেছিলেন– 'অন্যের সাথে ঝগড়া বা তর্ক থেকে জন্ম নেয় রেটোরিক, অলঙ্কারশাস্ত্র, আর নিজের সাথে ঝগড়া থেকে জন্ম নেয় কবিতা।' মার্কস শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন তিনি আইনও ছাড়বেন না, দর্শনও ছাড়বেন না। পরিকল্পিত হলো ৩০০ পৃষ্ঠার একটি লেখা– 'আইনশাস্ত্রের দর্শন' আইনশাস্ত্র যেমনটি আছে, আর যেমনটি হওয়া উচিত– এই দুইয়ের পার্থক্য তুলে ধরা হবে রচনাটিতে।

রচনাটি শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি। তবে এটার জন্য বিস্তর পড়াশোনা করেছিলেন মার্কস তবে এই পরিশ্রম পুরোপুরি ব্যর্থ হয়নি। মার্কস বলেছেন– 'এই কাজের সময় আমি যেসব বই পড়েছি, সেগুলোর সারমর্ম বের করে রাখার অভ্যাস তৈরি হয়েছে এই অভ্যাস সারাজীবন বজায় ছিল। 'আইনশাস্ত্রের দর্শন' লেখার জন্য তিনি যে কী পরিমাণ পরিশ্রম করেছিলেন, তা ভাবলে অবাক হতে হয় শুধু লিখলেই তো হবে না, বিষয়ের সাথে সাথে রচনাটিও হতে হবে শিল্পমণ্ডিত এই সময়টিতে তিনি পড়েছিলেন জোহান জোয়াকিম ভিঙ্কেলমানের 'হিস্টরি অব আর্ট'। নিজে অনুবাদ করে পড়েছিলেন তাসিটাস-এর 'জার্মানিয়া' এবং ওভিদের 'ত্রিস্তিয়া' এবং একই সাথে 'আমি শুরু করেছিলাম ইংরেজি এবং ইতালিয়ান ভাষা শিখতে; অবশ্যই ব্যাকরণ না জেনেই পরবর্তী সেমিস্টারে, যখন তার মগ্ন থাকার কথা সিভিল এবং ক্রিমিনাল আইনের ধারা-উপধারা নিয়ে, সেই সময়ে তিনি ব্যস্ত এরিস্টটলের 'কাব্যতত্ত্ব' অনুবাদে। পড়ছেন ফ্রান্সিস বেকন। আবার খুবই আনন্দ পাচ্ছেন রেইমারের বইটা পাঠ করে যেটি লেখা হয়েছে প্রাণীদের সহজাত নন্দন-আচরণ (আর্টিস্টিক ইনস্টিংক্ট) নিয়ে।

সন্দেহ নাই যে এসবই মস্তিষ্কের জন্য খুবই উপকারী, কিন্তু তিনি কখনোই তার 'ম্যাগনাম ওপাস' থেকে রেহাই পাননি ৩০০ পৃষ্ঠার পরিকল্পিত রচনা পরিত্যক্ত হলে তিনি শুরু করলেন কবিতা লেখা একই সময় হাত দিলেন একটি উপন্যাস রচনায়– 'স্করপিয়ন অ্যান্ড ফেলিক্স' কবিতা লেখা তো শুরু হয়েছিল অনেক আগেই কিন্তু নিজের লেখাতে নিজে কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবশেষে কার্ল মার্কস সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন বিসর্জন দিলেন 'অকস্মাৎ যেন একটি জাদুর ছোঁয়া অনুভব করলাম– সেই জাদুর ছোঁয়া আমার কাছে এসেছিল তীব্র এক আঘাতের চেহারা নিয়ে সেই প্রথম আমি অনুভব করতে পারলাম সত্যিকারের কবিতার অবয়ব এবং অন্তঃস্তল তার সাথে মিলিয়ে দেখলে আমার রচনাগুলো নিতান্তই পঙ্গু। তারা চিৎকার করে বলছে সত্যিকারের সাহিত্যের তুলনায় আমরা কিছুই না।' একের পর এক নির্ঘুম রাত এবং অনেক চাপা কান্নার পরে আবিষ্কৃত হয়েছিল এই সত্যটি 'একটা পর্দা নেমে এল, আমার আরাধ্যা দেবী দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেন, আর নতুন এক দেবতাকে অভিষিক্ত করতে হলো সেখানে।'

এর পরপরই শারীরিক-মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হলেন মার্কস। ডাক্তারের পরামর্শে তাকে দীর্ঘ বিশ্রামে যেতে হলো গ্রামে স্প্রি নদীর ধারে বার্লিনের ঠিক বাইরেই স্ট্রালু গ্রামে একটি বাসা ভাড়া নিয়ে থাকলেন বেশ অনেকগুলো দিন। কিন্তু সেখানেও হেগেল-দর্শন এবং সৃজনশীল সাহিত্য রচনায় অপারগের কষ্ট তাকে অস্থির করে রেখেছিল। তিনি সেই দিনগুলোর কথা মনে রেখেছিলেন– 'এই বিরক্তির কারণে আমি অনেকদিন পর্যন্ত কোনো বিষয়ে চিন্তা পর্যন্ত করতে পারতাম না আমি কখনো কখনো পাগলের মতো স্প্রি নদীর পাশের বাগানগুলোর মধ্য দিয়ে কাদা মাখা পথ দিয়ে ছুটাছুটি করতাম বিরক্তির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি বাড়িওয়ালার সঙ্গে শিকারে গিয়েছি, কখনো বা ছুটে গেছি বার্লিন শহরে গলি গলিতে বাউণ্ডুলেদের সাথে মিলে অর্থহীন স্থূল হুল্লোড়ে মেতে উঠতে।'

উল্লেখ্য, নিজের আবিষ্কৃত সত্যের মুখোমুখি হবার মুহূর্তটিতে হেগেল নিজেও ঠিক এমন ধরনেরই শারীরিক-মানসিক ভারসাম্যহীনতার শিকার হয়েছিলেন কিছুদিনের জন্য

নিয়মিত দীর্ঘ হাঁটা, ঠিক সময়ে খাওয়া-দাওয়া করা, রাতে বেশিক্ষণ না জেগে তাড়াতাড়ি ঘুমানো– এইসবের মাধ্যমে মার্কস আরোগ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন এই সময় তিনি আবার হেগেল পাঠ করলেন আদ্যোপান্ত। এর মধ্যে তিনি বার্লিনের ডক্টরস ক্লাবের সন্ধান পান কিছু তরুণ হেগেলিয়ান মিলে এই সংগঠন তৈরি করেছিলেন শহরের হিপ্পেল ক্যাফে নামক একটি পানশালায় তারা মিলিত হতেন মূলত পরস্পরের বিরুদ্ধে তীব্র বিতর্কে মেতে ওঠার জন্যই এখানেই মার্কসের সঙ্গে পরিচয় ঘটে ধর্মতত্ত্বের প্রভাষক ব্রুনো বাউয়ার এবং র‍্যাডিক্যাল দার্শনিক আর্নল্ড রুগের সঙ্গে এরা দুজনেই পরবর্তীতে মার্কসের বুদ্ধিবৃত্তিক সঙ্গী হয়েছিলেন; আবার কয়েক বছর পরে এরা দুজনেই শপথ নিয়েছিলেন আমৃত্যু মার্কসের বিরোধিতা করার

১৮৩৭ সালের ১০ নভেম্বর রাতে কার্ল মার্কস তার পিতার কাছে লম্বা একটি চিঠি লিখলেন লিখলেন তার বুদ্ধিবৃত্তিক পথচলার কথা যা তাকে আমূল বদলে দিয়েছে 'মানুষের জীবনে কখনো কখনো এমন মুহূর্ত আসে'– এভাবেই শুরু

দানবীর পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল চিঠি– 'যাকে মনে হয় এতদিনের পথচলার সমাপ্তিরেখা কিন্তু সেটাই আবার একটি নতুন পথের শুরু এই ক্রান্তিকালটিতে আমরা বাধ্য হই ঈগলের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে আমাদের সঠিক অবস্থানটিকে পর্যবেক্ষণ করতে বস্তুত পৃথিবীর ইতিহাস এভাবেই নিজের পরিক্রমাকে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং সমৃদ্ধ করেছে নিজেকে উনিশ বছর বয়সেই তিনি নিজের গন্তব্য নির্ধারণ করে নিয়েছেন। তার গন্তব্য পিতার স্বপ্নের সাথে মিলবে না কোনো বিনয়ের ভান না করে সেটি তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন পিতাকে। যদিও একই চিঠিতে পিতা-মাতার হৃদয়কে তিনি বলছেন সন্তানের জন্য 'পবিত্রতম আশ্রয়', বলছেন যে পিতা-মাতা হচ্ছেন 'সবচাইতে ক্ষমাশীল বিচারক', 'সবচাইতে আন্তরিক সহানুভূতির আধার', 'পিতা-মাতা হচ্ছেন সেই ভালোবাসার সূর্য যার উষ্ণতা অনুভব করা যায় হৃদয়ের সবচাইতে গভীরতম প্রদেশে

তার চিঠির আন্তরিক অলঙ্কারবহুল স্তুতি পিতাকে কোনো সান্ত্বনাই দিতে পারেনি। হেনরিখ তার পুত্রের এই বুদ্ধিবৃত্তিক অভিযাত্রার বিবরণ পাঠ করে বরং অনেক বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। পরিবারে একজন হেগেলপন্থির উপস্থিতি বড়ই লজ্জাকর ব্যাপার। তার ওপর পুত্র দর্শনশাস্ত্র নিয়ে মেতে আছে, যখন তার দায়িত্ব আইনশাস্ত্রে ডিগ্রি অর্জন করে একটি আকর্ষণীয় পেশায় প্রবেশ করা বাবা-মায়ের দীর্ঘ সংগ্রামের কথা তার বিবেচনাতেই নেই? ঈশ্বর তাকে যে মেধা দিয়ে আশীর্বাদসিক্ত করেছেন, তার বিনিময়ে ঈশ্বরের প্রতি তার কি কোনো কর্তব্য নেই? তার কি দায়িত্ব নেই সেই মেয়েটির প্রতি সুবিচার করা যে তার হবু স্ত্রী? সেই তরুণী বিশাল আত্মত্যাগ করেছে কার্লের মেধা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে। সে কি নিজের রাজকীয় অবস্থান ত্যাগ করেছে এইরকম একজন অনিশ্চিত গন্তব্যের তরুণের জন্য? কার্ল যদি তার চিন্তাপীড়িতা বদমেজাজি মা এবং অসুস্থ বাবার কথা বিবেচনাতে না-ও আনতে চায়, তবু তাকে অবশ্যই জেনির জন্য একটি সুন্দর নিশ্চিত জীবন এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণ করার দায়িত্ব নিতেই হবে

চিঠি লেখার সময়, অর্থাৎ ১৮৩৭ সালের ডিসেম্বরে পিতা হেনরিখ মারাত্মক অসুস্থ যক্ষ্মায় আক্রান্ত। পিতা এই চিঠি পেয়ে অনেক উপদেশ দিয়ে একের পর এক চিঠি লিখেছেন। মার্কসের কাছ থেকে সেগুলোর উত্তর পাওয়া যেত না। পিতার স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বেগের প্রকাশ কোনো চিঠিতেই নেই ইউনিভার্সিটি ছুটির সময়ও তার ট্রিয়ারে আসার সময় হয় না। ভাই-বোনদের অস্তিত্বই যেন নাই তার মনে এমনকি জেনির জন্যও ট্রিয়ারে ছুটে আসে না প্রেমিক মার্কস। ১৮৩৮ সালে ইস্টারের ছুটির সময় তাকে ট্রিয়ারে আসার জন্য করুণ মিনতি জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন পিতা-মাতা সেই মিনতিতেও কোনোই কর্ণপাত ছিল না পুত্রের

হেনরিখ মার্কস মারা গেলেন ৫৭ বছর বয়সে, ১৮৩৮ সালের ১০ মে তারিখে কার্ল তার পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতেও ট্রিয়ারে আসেনি এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ব্যাপারে তার বক্তব্য ছিল– বার্লিন থেকে ট্রিয়ারে যাওয়া খুব লম্বা এবং সময়-সাপেক্ষ সফর তাছাড়া এই সময় পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদানের চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজে পুত্র এখন ব্যস্ত।

০৪.

বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে পড়ার তিন বছর কার্ল মার্কসকে খুব কমই দেখা গেছে ক্লাসরুমে। এই সময়কার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল সবসময়ই তার ঋণ নেওয়া। পিতার মৃত্যুর পরে মাসিক নিয়মিত টাকা আসা বন্ধ হয়ে যায়। তবে একটা স্বস্তির বিষয়ও ছিল তাকে তার পড়াশুনা নিয়ে চাপাচাপি করার কেউ ছিল না। ব্রুনো বাউয়ার তখন তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। ব্রুনোর কথা হচ্ছে– 'অর্থ উপার্জনের জন্য পড়াশুনা করা কিংবা প্র্যাকটিস করার মতো বোকামি আর হতে পারে না। বর্তমান সময়ে তত্ত্বচর্চাই হচ্ছে সবচেয়ে ব্যবহারিক বিষয় আমাদের জাতির কোনো ধারণাই নেই যে থিওরি একসময় কত বিশাল প্র্যাকটিক্যালের অবয়ব গ্রহণ করবে।' তরুণ হেগেলপন্থিদের দায়িত্ব ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনুপ্রবেশ করা এবং তাদের নতুন অর্জিত জ্ঞানকে সেসব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা। মার্কস নিজে একটি ডক্টরেট থিসিসের জন্য কাজ শুরু করলেন এই আশা নিয়ে যে ডক্টরেট ডিগ্রি তাকে ইউনিভার্সিটির শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে সাহায্য করবে। বিষয় হিসেবে তিনি বেছে নিলেন 'ডেমোক্রিটিয়ান এবং এপিকিউরিয়ান দর্শনের পার্থক্য'।

ডক্টরাল থিসিসের জন্য তিনি উপযুক্ত সময়টিকেই বেছে নিয়েছিলেন, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন হেগেলপন্থিদের বেশ প্রভাব ছিল। কিন্তু মার্কসের দুর্ভাগ্য যে সেই প্রভাব খুব তাড়াতাড়ি মিলিয়ে গেল। আইন অনুষদের সর্বশেষ হেগেলপন্থি অধ্যাপক এডওয়ার্ড গেনস-এর আকস্মিক মৃত্যু হলো ১৮৩৯ সালে এবং তার স্থলাভিষিক্ত হলেন কট্টর প্রতিক্রিয়াশীল জুলিয়াস স্টোহল। ব্রুনো বাউয়ার নিজেও ধর্মতত্ত্ব বিভাগ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৩৬ সালেও ব্রুনো তীব্র আবেগের সাথে দাবি করতেন যে ধর্মকে সবধরনের দার্শনিক সমালোচনার ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এসে তিনি নিজের নাস্তিকতা প্রচার করতে শুরু করেছিলেন সর্বসমক্ষে। কাজেই তাকে বার্লিন ত্যাগ করতে হলো। তিনি মার্কসকে তাগাদা দিলেন তার থিসিসটি বন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে সেখানে চলে আসতে উল্লেখ্য সেখানে আগে থেকেই অবস্থান ও শিক্ষকতা করছেন ফয়েরবাখ একজন হেগেলপন্থি এইসময় ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে– 'যদি মার্কস, ব্রুনো বাউয়ার এবং ফয়েরবাখ একত্রিত হয়ে ধর্মতাত্ত্বিক-দার্শনিক পর্যালোচনা শুরু করেন, তাহলে বেচারা ঈশ্বরকে তার ফেরেশতা-অনুচরদের নিয়ে স্বর্গ ছেড়ে পালাতে হবে।' সৌভাগ্যের বিষয় যে প্রুসিয়ার উচ্চ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
রাজপদে ঈশ্বরের কিছু বন্ধু ছিলেন, ফলে তাঁকে আর স্বর্গ থেকে পালাতে হলো না বরং ১৮৪০ সালে সম্রাট ৪র্থ ফ্রেডরিক ভিলহেল্ম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েই সেন্সরের প্রকোপ বাড়িয়ে দিলেন, যে কোনো প্রকাশনা কঠিন হয়ে দাঁড়াল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যেটুকু স্বায়ত্তশাসন অবশিষ্ট ছিল, সেটুকুও কেড়ে নেওয়া হলো

বার্লিনে আটকে পড়া অনাহূত মার্কস আর ইউনিভার্সিটির ক্লাসে যাওয়ার কথাই ভাবতেন না। সারাটা দিন তার কাটত ভাড়া বাসায় পড়া, লেখালেখি আর একনাগাড়ে ধূমপান করে। রাতে যেতেন ডক্টরস ক্লাবে, যেখানে অবশিষ্ট হেগেলপন্থিরা নিজেদের মনোবল ধরে রাখার জন্য সমবেত হতেন নিয়মিত যদিও তার থিসিসের শিরোনামটি ছিল খুবই নিরীহ এবং নির্দোষ, তবু মার্কস এটিকে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেওয়ার কথা মন থেকে মুছে ফেলেছিলেন কারণ তার থিসিসের প্রাথমিক পরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল এফ ডব্লিউ ভন শেলিং নামক এক পোড়-খাওয়া হেগেলবিরোধী অধ্যাপককে নতুন সম্রাট নিজের উদ্যোগে শেলিংকে ১৮৪১ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন ছাত্রদের 'মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর' এমন সব চিন্তাধারার মূল উৎপাটন করার জন্য। অথচ মার্কস তার থিসিসে ইতোমধ্যেই উদ্ধৃত করে রেখেছেন শেলিং-এর নিজের লেখা একটি প্রবন্ধের অংশ, যেটি ভদ্রলোক লিখেছিলেন ৪০ বছর আগে শিলিং সেই প্রবন্ধে লিখেছিলেন– 'সময় এসেছে মানব জাতির উন্নতির জন্য চিন্তার স্বাধীনতার দাবি সর্বশক্তি দিয়ে উত্থাপন করার।' মার্কস এই উদ্ধৃতির নিচে লিখেছেন– 'যদি ১৭৯৫ সালেই সেই সময়টি এসে গিয়ে থাকে, তাহলে ১৮৪১ সালে কী করা দরকার?'

অধ্যাপক শেলিং এই প্রশ্নের উত্তর দেবার সুযোগ পাননি। কারণ মার্কস বার্লিনের পরিবর্তে তার থিসিস জমা দিলেন ইয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। থিসিসের সাথে মার্কসকে বন বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগকালীন ছাড়পত্রটিও জমা দিতে হয়েছিল সেইসঙ্গে জমা দিতে হয়েছিল বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজকীয় প্রতিনিধির ছাড়পত্রও এটিতে লেখা ছিল 'শৃঙ্খলার বিবেচনায় কার্ল মার্কসের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তবে সে নিজে কয়েকবার বিভিন্ন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে

ইয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ডিন ড. কার্ল ফ্রেডরিখ বাখমান দুই ছাড়পত্রে উল্লিখিত দোষ-ত্রুটিগুলো অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত নিলেন, কারণ তার কাছে থিসিসটিকে মনে হয়েছে 'অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত, যুক্তি ও বিশ্লেষণের প্রভায় উজ্জ্বল এবং মৌলিক চিন্তার স্ফুরণ।' কাজেই তিনি মনে করেন যে এই প্রার্থী ডক্টরেট ডিগ্রি লাভের জন্য বিশেষভাবে যোগ্য হয়ে গেল ইয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে থিসিস জমা দেবার নয় দিন পরেই ১৮৪১ সালের ১৫ এপ্রিল কার্ল মার্কস পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হের ডক্টর কার্ল মার্কস এখন পৃথিবীর সামনে নিজেকে মেলে ধরবার জন্য প্রস্তুত কিন্তু কার্যত দেখা গেল পরবর্তী একটি বছর তিনি বন, ট্রিয়ার এবং বার্লিনে লক্ষ্যহীনভাবে ছুটোছুটি করছেন। যেন সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না এরপর ঠিক কী করতে চান তিনি মার্কস তার থিসিস উৎসর্গ করেছিলেন তার 'প্রিয় পিতৃতুল্য বন্ধু লুডভিগ ভন ভেস্টফালেন'কে 'সন্তানসুলভ ভালোবাসার স্মারক হিসেবে।' এক বছরে যতবার তিনি ট্রিয়ারে গেছেন, দৃশ্যত নিজের পিতা-মাতাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে যতটুকু সম্ভব সেবা করেছেন অসুস্থ ব্যারনকে। (তিনি মারা যান ১৮৪২ সালের মার্চ মাসে)। আর সময় দিয়েছেন ধৈর্যের প্রতিমূর্তি জেনিকে। দীর্ঘ অদর্শন সত্ত্বেও তার 'প্রিয় ছোট্ট আদিম শূকর'-এর প্রতি জেনির ভালোবাসার তীব্রতা একবিন্দুও কমেনি জেনির চিঠিতে পাওয়া যায় এই তীব্র ভালোবাসার পরিচয়– 'আমার ছোট্ট হৃদয়টা তোমার প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসায় এবং তোমার জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষায় উপচে পড়ছে। আমি অবশ্যই তোমাকে বিয়ে করতে পারব এটা নিশ্চিত, তাই না?'

অবশ্যই কার্ল মার্কস সম্পূর্ণ একমত। তিনি নিজেও তো উদগ্রীব জেনিকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার জন্য কিন্তু সেই মুহূর্তেই তা সম্ভব ছিল না। একটি সম্মানজনক পেশায় যোগ দেওয়া পর্যন্ত বিয়েটা স্থগিত রাখতে হবে। কারণ মার্কসের তখন কোনো উপার্জন নেই। বাবার মৃত্যুর সাথে সাথে মা তার মাসিক বরাদ্দ তো বন্ধ করেছেনই, উপরন্তু হেনরিখ মার্কসের এস্টেটে সন্তান হিসেবে কার্লের যে অংশ আছে, সেটিতেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছেন।

১৮৪১-এর গ্রীষ্ম কাটাতে মার্কস গেলেন বন-এ ব্রুনো বাউয়ারের কাছে সেখানে এই দুই অশ্রদ্ধেয় যুবক এমন সব কাজ করলেন, যা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বন-এর ভদ্রলোকরা তারা দিন-রাত মাতলামি করতেন, চার্চে গিয়ে সারমন শুনতে শুনতে হো হো করে হেসে উঠে সবাইকে চমকে দিতেন, জনাকীর্ণ রাস্তায় গাধার পিঠে বসে তাকে ছোটাতেন বেদম জোরে এই সময়ে তারা ছদ্মনামে কাগজে একটি প্রবন্ধ লিখলেন 'খ্রিষ্টবিরোধী এবং নাস্তিক হেগেলের বিরুদ্ধে বিচারের শেষ ধাপ' শিরোনামে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে এটি একটি নিরীহ প্রবন্ধ, যা লিখেছেন একজন ধর্মভীরু মানুষ। কিন্তু অচিরেই এর অন্তর্নিহিত মর্ম পাঠকের কাছে পরিষ্কার আঘাত হিসেবে গণ্য হলো। সেই সঙ্গে সকলেই জেনে গেল যে এই রচনার প্রকৃত লেখক কারা ফলে ব্রুনো বাউয়ার বহিষ্কৃত হলেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং শিক্ষক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের যে ইচ্ছা মার্কস পোষণ করছিলেন মনে মনে, সেই রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল চিরদিনের জন্য

১৮৪২ সালের মার্চ মাসে মার্কস চিঠি লিখলেন র‍্যাডিক্যাল হেগেলপন্থি দার্শনিক আর্নল্ড রুগের কাছে– 'অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমি কোলোন চলে যাব। বন-এর প্রফেসরদের সাহচর্য আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে এদের কথাবার্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ভোঁদড়ের মতো, আর এরা সব পড়াশুনা করে শুধুমাত্র চিন্তার পৃথিবীতে কানাগলি খুঁজে বের করার জন্য

মাসখানেক পরেই আবার বদলে গেল তার সিদ্ধান্ত এবার লিখলেন– 'আমি কোলোন শহরে বসবাস করার সিদ্ধান্ত বাতিল করেছি শহরটা আমার কাছে খুব কোলাহলময় মনে হয় তাছাড়া আমাদের সবার বিভিন্ন জায়গায় ছিটকে পড়াটা দর্শনের জন্য শুভ হবে বলে মনে হয় না। আমি আপাতত বন শহরেই থাকব বলে মনস্থ করেছি। পূত-পবিত্র হৃদয়ের মানুষরা যার ওপরে রাগ ঝাড়তে পারে, এমন অন্তত একজন লোকের এই শহরে অবস্থান না করাটা হবে খুবই দুঃখজনক

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোলোনের প্রলোভন এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না।

কোলোন ছিল সেই সময় রাইনল্যান্ডের সবচাইতে ধনী এবং বৃহত্তম শহর। রাজনৈতিক এবং শিল্পের দিক থেকে এটাই ছিল প্রুসিয়ার সবচাইতে অগ্রসর প্রদেশ এখানকার ব্যাংকার এবং ব্যবসায়ীরা পুরনো রাজতন্ত্র এবং আমলাতান্ত্রিক দমননীতির পরিবর্তে কামনা করছিল নতুন অর্থনীতির সাথে তাল মেলাতে পারে, এমন একটি সরকারপদ্ধতি কোলোনে তখন নতুন হলেও পুঁজিবাদ বিস্তৃত হতে শুরু করেছে শহরের সর্বত্রই মানুষের আলোচনার বিষয় হচ্ছে গণতন্ত্র, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং ঐক্যবদ্ধ জার্মানি। এই রকম শহর এই রকম পরিস্থিতিতে ভিন্ন চিন্তার বুদ্ধিজীবীদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই রকম শহরেই মেলবন্ধন ঘটে 'জ্ঞানের ধনী'র সাথে 'ধনের ধনী'র। এই কোলোন শহরে সেই মেলবন্ধনের ফলাফল হিসেবে ১৮৪২ সালের শরৎকালে আত্মপ্রকাশ করল 'রেইনেস জেটুং' (রাইন সংবাদপত্র)। শহরের একদল ধনী কারখানা-মালিক এবং অর্থ সরবরাহকারী (যাদের মধ্যে ছিলেন কোলোনের চেম্বার অব কমার্সের সভাপতিও) মিলে প্রকাশ করলেন সংবাদপত্রটি

এটি প্রায় নিশ্চিতই ছিল যে কার্ল মার্কস এই পত্রিকায় লিখতে শুরু করবেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই পত্রিকার প্রধান লেখক হিসেবে আবির্ভূত হবেন। অচিরেই তিনি নন-ফিকশন লেখক-জগতে জিনিয়াস হিসেবে চিহ্নিত হলেন। মার্কসবাদকে অনেক সময় উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইতিহাসের অমোঘ পরিণতিবাদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। তবে আমরা জানি যে ব্যক্তি জীবনে আকস্মিক ঘটনা-দুর্ঘটনার ভূমিকাও কম নয় কী ঘটত যদি ব্রুনো বাউয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত না হতেন? কী ঘটত যদি মার্কস নিজে তার ইচ্ছা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবার যোগ্যতা তার তো অন্য যে কোনো ব্যক্তির তুলনায় বেশি ছিল। কিন্তু এই একমাত্র 'জীবিত দার্শনিক'কে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ গ্রহণ করল না। এটি একটি দুর্ঘটনাই। যদি মার্কস তার প্রবহমান জ্ঞান ও মেধাকে সাংবাদিকতার মাধ্যমে প্রকাশ করতে বাধ্য না হতেন, তাহলে কি আমরা পেতাম বিশ্বকাঁপানো কার্ল মার্কসকে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মার্কসের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং কথাবার্তা বলার পরে এই একই রকম অনুভূতি হতো প্রায় সবারই। প্রত্যেকেই মনে করত তাদের সময়কালের সবচেয়ে মেধাবী যুবকটির সান্নিধ্যে রয়েছে তারা বার্লিন ডক্টরস ক্লাব কিংবা কোলোন সার্কেলে এমন অনেকেই ছিলেন যারা বয়সে মার্কসের চাইতে দশ বছরের বড়। কিন্তু মার্কসকে তারা এমন মর্যাদা এবং ভক্তির চোখে দেখতেন যা সচরাচর কনিষ্ঠরা দেখে থাকে তাদের বয়ঃজ্যেষ্ঠদের মার্কস বার্লিন ছেড়ে চলে যাওয়ার কয়েকমাস পরে এঙ্গেলস সেখানে এসেছিলেন মিলিটারি সার্ভিসের অংশ হিসেবে তিনি এসে দেখলেন যে মার্কস ইতোমধ্যেই বার্লিনে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়ে গেছেন

মার্কসের বুদ্ধির দীপ্তির পাশাপাশি ততদিনে বিখ্যাত হয়ে গেছে তার চুল-দাড়িও গুস্তাভ মেভিসেন নামক কোলোনের একজন বড় ব্যবসায়ী ১৮৪২ সালে লিখেছেন– 'ট্রিয়ারের কার্ল মার্কস ২৪ বছরের একজন ক্ষমতাবান যুবক। ঘন কালো চুল তার ছড়িয়ে আছে মাথাজুড়ে, গালে, বাহুতে, নাকে এবং কানে। তিনি ছিলেন আধিপত্যপ্রবণ, উচ্চণ্ড, আবেগী আর লাগামহীন আত্মবিশ্বাসী একজন মানুষ

প্যারিসে মার্কসের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন কবি গেওর্গে হেরভেগ। তার পর্যবেক্ষণ হচ্ছে– 'কালো ভেলভেটের মতো চুল ঢেকে রেখেছে তার কপালের একটি বড় অংশ পৃথিবীর সর্বশেষ জ্ঞানসাধক হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি পুরোপুরি তৈরি।'

পাভেল আনেনকভ মার্কসের সংস্পর্শে প্রথম আসেন ১৮৪৬ সালে। তিনি লিখেছেন– 'তাকে প্রথম দেখাতেই অসাধারণ মানুষ মনে হয়। মাথাভর্তি ঘন কালো চুল, হাত দুটোও রোমশ। তিনি এমন একজন মানুষ যার যোগ্যতা এবং ক্ষমতা রয়েছে অন্যের শ্রদ্ধা পাওয়ার

ফ্রিডরিখ লেসনার বলছেন– 'তার ভুঁরু ছিল উঁচু এবং সুন্দর আর চুল ছিল ঘন এবং আলকাতরার মতো কালো। তিনি ছিলেন জন্মগত নেতা।'

একই রকম অনুভূতির কথা লিখেছেন কার্ল সারগে, ভিলহেল্ম লেবক্নিখট, গটফ্রিড কিঙ্কেল

কার্ল মার্কস বক্তা হিসেবে ঐ সময়টিতে মোটেই অসাধারণ ছিলেন না। বরং 'স' ও 'জ' উচ্চারণে তার কিছুটা সমস্যাই ছিল, আর কথা বলতেন কিছুটা কর্কশ রাইনল্যান্ডের অ্যাকসেন্টে কিন্তু আলোচনায় তার উপস্থিতিই ছিল উৎসাহী অথবা ভীত হয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট। ইতিহাসবিদ কার্ল ফ্রেডরিখ কোপেন ছিলেন ডক্টরস ক্লাবে মার্কসের সঙ্গীদের একজন তিনি স্বীকার করেছেন যে মার্কসের উপস্থিতিতে নিজেকে তার প্যারালাইজড মনে হতো তিনি যে আইডিয়া নিয়েই কাজ করতে শুরু করতেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই উপলব্ধি করতেন যে এটি তার নিজের নয়, মার্কসের মার্কস ছিলেন নতুন নতুন আইডিয়ার ভাণ্ডার নতুন নতুন আইডিয়া তৈরির একটা কারখানাও বটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আকস্মিকতা হয়তো তাঁর ভাগ্যকে নির্ধারণ করে দিয়েছে। কিন্তু এটা সেই ধরনের আকস্মিকতা, মার্কস নিজেও যাকে মনে মনে খুঁজছিলেন। সাংবাদিকতা তার যুদ্ধের অন্য একটি ফ্রন্ট হিসেবে আবির্ভূত হলো হেগেল তার কাজ করে গেছেন, বার্লিন থেকে চলে আসার আগেই মার্কস 'ভাববাদ থেকে বস্তুবাদে' এবং 'বিমূর্ত থেকে প্রকৃত বাস্তবতায়' উত্তরিত হচ্ছিলেন। তিনি ১৮৪২ সালে লিখলেন– 'প্রত্যেক শুদ্ধ দর্শনই প্রকৃতপক্ষে তার সময়ের বুদ্ধিবৃত্তিক নির্যাস তবে কখনো কখনো এমন সময় আসে যখন দর্শনকে তার বিষয় নিয়ে একাকী বাস করলে চলে না, তখন তাকে বহিরঙ্গের অবয়ব নিয়ে প্রকৃত বাস্তবের কাছে নেমে আসতে হয়, বাস্তবের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং আদানপ্রদানের মাধ্যমে নিজের সত্যতা যাচাই করে নিতে হয়।' তিনি জার্মান লিবারেলদের তীব্র ব্যঙ্গ করলেন এই বলে যে তারা স্বাধীনতাকে কল্পনার আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডলী বলে ভাবেন, বাস্তবে স্বাধীনতা কী জিনিস সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই।'

মার্কস তার প্রথম সাংবাদিক-নিবন্ধ লিখলেন ১৮৪২ সালের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে সেই সময় তিনি ট্রিয়ারে ছিলেন মরণাপন্ন শ্বশুর ব্যারন ভন ভেস্টফালেনের পাশে। রচনাটি তিনি পাঠিয়ে দিলেন ড্রেসডেনে আর্নল্ড রুগে-র কাছে একটি হেগেলপন্থি পত্রিকায় ছাপার জন্য এই ছিল সম্রাট চতুর্থ ফ্রেডরিখের নব্য সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে ক্ষুরধার যুক্তিপূর্ণ রচনা। লেখাটি প্রকাশের অপরাধে সঙ্গে সঙ্গেই পত্রিকাটি নিষিদ্ধ হলো।

সাংবাদিক-জীবনের শুরুতেই মার্কস নতুন একটি শত্রু অর্জন করলেন। সেটি হচ্ছে 'স্যাক্সন সেন্সরশিপ' এবার তিনি কোলোনের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। সেখানে ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হতে শুরু করেছে 'রাইনের সংবাদপত্র', আর তার সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন মার্কসের সেই বার্লিন ডক্টরস ক্লাবের সতীর্থ অ্যাডলফ রুটেনবার্গ অ্যাডলফ আবার ছিলেন ব্রুনো বাউয়ারের শ্যালক। তবে পত্রিকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন মোজেস হেস নামক একজন ধনী পরিবারের তরুণ সোস্যালিস্ট এই মোজেস হেসও পরবর্তীকালে আরও অনেকের মতো মার্কসের ভয়ংকর শত্রুতে পরিণত হয়েছিলেন। তবে এই সময়টাতে তিনি ছিলেন কার্ল মার্কসের প্রচণ্ড গুণমুগ্ধ এতটাই গুণমুগ্ধ যে তিনি মনে করতেন তাদের সময়কালে মার্কস হচ্ছেন পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতিভাবান মানুষ। মোজেস হেস ১৯৪১ সালে তার বন্ধু আউয়েরবাখের কাছে চিঠিতে মার্কস সম্বন্ধে লিখছেন– 'তিনি হলেন মহত্তম– সম্ভবত বর্তমানে জীবিতদের মধ্যে একমাত্র খাঁটি দার্শনিক তার মধ্যে সূক্ষ্মতম রসবোধ এবং গভীরতম দার্শনিক ওজস্বিতার সমাহার ঘটেছে। ধারণা করে দেখ একাধারে রুশো, ভলতেয়ার, হলবাখ লেসিং, হাইনে আর হেগেলের সংমিশ্রণ– আমি বলছি সম্মিলন, কোনো যান্ত্রিক মিশ্রণ নয়– তা হলেই অনুমান করতে পারবে ডক্টর মার্কসকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'রাইনের সংবাদপত্র' পত্রিকায় কাজ শুরু করার পরে মার্কসের সহকর্মীরা খেয়াল করলেন তার প্রচণ্ড বুদ্ধিমত্তা ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়ে তাকে মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক করে তোলে তার খেয়ালিপনা অন্য সহকর্মীরা প্রশ্রয়ের চোখেই দেখতেন। তার সহকর্মী কার্ল হেইনজেন মার্কসের এইসব অমনস্কতা খুব পছন্দ করতেন। দেখা যেত সকালে কোনো কফিশপে বসে মার্কস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে একটি পত্রিকা পড়ছেন, হঠাৎ তিনি লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটলেন আরেক টেবিলের দিকে অন্য একটি পত্রিকা দেখতে ব্যাপারটি আরও মজাদার হয়ে দাঁড়াত যখন মার্কস সেন্সর অফিসারের কাছে যেতেন অফিসার যে লেখাটি ছাপা যাবে না বলে চিহ্ন দিয়ে এসেছেন, সেই পেপার কাটিং তিনি পকেটে করে নিয়ে যেতেন। সেন্সর অফিসারের সাথে তর্ক করতে করতে তিনি পকেট থেকে যখন কাটিংটা বের করলেন দেখা গেল সেটি অন্য একটি লেখা। অথবা এমনও হয়েছে, তিনি কোনো লেখাই সঙ্গে নিয়ে যাননি তখন পকেট থেকে রুমাল ছাড়া আর কিছুই বেরুত না

যারা মদ্যপ হিসেবে শক্তিমান ছিলেন, তাদের কাছে মার্কসের সঙ্গ বেশ মজার ছিল একবার কয়েক বোতল মদ সাবাড় করার পরে হেইনজেনকে যেতে হয়েছিল মার্কসকে বাড়ি পৌঁছে দিতে বর্ণনাটি নিজেই দিয়েছেন হেইনজেন– 'আমরা বাড়ির মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দরজা লক করে দিলেন, চাবি লুকিয়ে ফেললেন, আর আমার দিকে তাকিয়ে এমন একটা হাসি দিলেন যেন আমি এখন তার বন্দী আমাকে বললেন তার সঙ্গে পড়ার ঘরে যেতে। আমি স্টাডিতে ঢুকে সোফায় বসে আগ্রহের সাথে দেখতে লাগলাম এই খেয়ালি জিনিয়াস এখন কী করেন তিনি তৎক্ষণাৎ আমার উপস্থিতির কথা ভুলে গেলেন, চেয়ারে বসে মাথা হেলিয়ে দিলেন পেছনে, আর গাইতে লাগলেন একটা গানের কলি– 'পুওর লেফটেন্যান্ট! পুওর লেফটেন্যান্ট! পুওর লেফটেন্যান্ট!'

পুওর লেফটেন্যান্টের জন্য একটানা অনেকক্ষণ শোকপ্রকাশের পরে তিনি উঠে দাঁড়াতে গেলেন, আমার দিকে তার চোখ পড়ল এবং তিনি যেন নতুন করে আবিষ্কার করলেন ঘরে আমার অস্তিত্ব তিনি আমার দিকে ঝুঁকে এলেন, বোঝাতে চাইলেন যে আমি এখন পুরোপুরি তার অধীন। মুখে একটুকরো শয়তানি হাসি ঝুলিয়ে আমাকে আক্রমণ করলেন হাত-পায়ে ছোট ছোট আঘাতের দ্বারা। আমি অনুরোধ করলাম এমনটি না করতে, কারণ আমি চাই না যে আমাকেও একই ভূমিকা পালন করতে হোক কিন্তু তিনি থামলেন না তখন বাধ্য হয়েই তাকে আমার আছড়ে ফেলতে হলো মেঝেতে। আমি নিজেই অবশ্য তাকে হাত ধরে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলাম এবং বললাম যে তার সান্নিধ্য এখন আমার কাছে বিরক্তিকর ঠেকছে; তিনি সদর দরজাটা খুলে দিলে আমি চলে যেতে চাই। তিনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন– তাহলে যাও শক্তিমান যুবক! বললেন বটে, কিন্তু চাবিটা আমাকে দিলেন না ফাউস্ট থেকে আউড়াতে শুরু করলেন– 'ভেতরে কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
একজন আছে, যে বন্দী'। যদিও মেফিস্টোফেলিসের অনুকরণ হাস্যকর মনে হচ্ছিল, তবু তিনি তার ডায়লগ চালিয়ে গেলেন। আমি তাকে শেষবারের মতো সতর্ক করলাম এই বলে যে যদি তিনি তালা খুলে না দেন, তাহলে আমি দরজা ভেঙে বেরিয়ে যাব। সেক্ষেত্রে বাড়িওয়ালা তার কাছ থেকেই ক্ষতিপূরণ নেবে। তিনি আমার কথা যেন শুনতেই পেলেন না আমি তখন নিচে নেমে এলাম, দরজা ভেঙে রাস্তায় বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে বললাম যে তিনি যেন নেমে এসে দরজা বন্ধ করেন, নইলে চোর ঢুকে তার সবকিছু নিয়ে যাবে

আমি তার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে গেছি দেখে তিনি যেন বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলেন। পানিতে ভেজা শুয়োরের মতো জানালায় হেলান দিয়ে আমার দিকে কুঁতকুঁতে চোখে তাকিয়ে থাকলেন

কয়েক বছর পরেই এই সখ্য মুছে যায় মার্কস পরবর্তীতে হেইনজেনকে আখ্যা দেন 'অসভ্য ফিলিস্টিন' এবং 'অহংসর্বস্ব অবিশ্বস্ত পশু'। তার সঙ্গী হয়েছিলেন এঙ্গেলসও তিনি হেইনজেনকে উপাধি দিলেন 'শতাব্দীর সবচেয়ে বড় স্টুপিড' এবং হুমকি দিলেন ঘুষি মেরে তার কানের পর্দা ফাটিয়ে দেবার। হেইনজেন পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। কিন্তু তিনি মার্কসের বিরুদ্ধে তার বিদ্বেষ পুষে রেখেছেন আজীবন। ১৮৬০ সালেও তিনি মার্কস সম্পর্কে লিখলেন– 'মার্কস হচ্ছেন বেড়াল এবং বনমানুষের শঙ্কর প্রজাতি, একজন সোফিস্ট, কেবলমাত্র একজন দ্বান্দিক, মিথ্যাবাদী। ষড়যন্ত্র করা ছাড়া আর কিছুই জানেন না লোকে তাকে মনে রাখে কেবলমাত্র তার নোংরা হলদেটে গায়ের রঙের জন্য, কালো শয়তানি চুল-দাড়ির জন্য, কুঁতকুঁতে দুই চোখে শয়তানি আগুনের আভার জন্য। তার থ্যাবড়া নাক, অস্বাভাবিক মোটা নিচের ঠোঁট, তার প্রকাণ্ড মাথা এই কথাটাই বলে যে লোকটার কোনো গুণই নেই শয়তানি ছাড়া। লোকে তাকে চেনে সবসময় নোংরা কাপড়ে ঢাকা শরীর দেখে।'

মার্কসকে অনেকেই 'বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ত্রাসী' বলেছেন। বিশেষ করে যারা তার গালিগালাজের শিকার হয়েছেন। কার্ল হেইনজেনকে আক্রমণ করে ১৮৪৭ সালে তিনি তিরিশ পৃষ্ঠার একটি পূর্ণাঙ্গ দলিলই রচনা করে ফেলেছিলেন। মার্কসের অনুরাগীরা তার এই গুণের খুবই কদর করতেন। তাদের মতে মার্কসের এই অস্ত্র এবং তা চালানোর দক্ষতা রোমানদের 'স্টাইলাস' এর কথা মনে করিয়ে দেয়। তার হাতে যেন থাকত একটা ইস্পাতের তৈরি চোখা পেন্সিল যা একই সাথে ব্যবহৃত হতো লেখার জন্য এবং প্রতিপক্ষের বুক ছ্যাঁদা করে দেবার জন্য। তার চরিত্রে কাপুরুষতার কোনো চিহ্ন ছিল না তিনি যে কোনো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তার যুক্তি, দ্বান্দিকতা এবং জ্ঞানের প্রাবল্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন এই কারণেই জীবনের বিশাল অংশ তাকে কাটাতে হয়েছে প্রবাসে এবং রাজনৈতিক নিঃসঙ্গতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'রাইন সংবাদপত্রে' কার্ল মার্কসের প্রথম রচনাটিও ছিল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়ে তার লেখার গভীরতা সম্পর্কে দ্বিমত প্রকাশ করার অবকাশ ছিল না কারোই অচিরেই তিনি কর্মী থেকে পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে নিয়োগ পেলেন সেই সময় পত্রিকাটির সার্কুলেশন এবং জনপ্রিয়তা যে ক্রমাগত বেড়ে চলেছিল, তার কারণ হিসেবে সহকর্মীরা মার্কসের যোগ্যতাকে স্বীকার করেছেন। মার্কস এই সময়কালের মধ্যে বেশ কয়েকটি অনুসন্ধানী আর্টিকেল লিখেছেন পত্রিকায় 'রাইনের ৬ষ্ঠ প্রতিনিধিসভায় বিতর্ক' শিরোনামে একটি বিশ্লেষণাত্মক লেখা লিখতেন নিয়মিত এই সিরিজের তৃতীয় আর্টিকেলে বনসম্পদ আহরণ বিষয়ক আইন নিয়ে সংসদে যে বিতর্ক হয়েছিল, সেই বিতর্ক বিশ্লেষণ করে মার্কস বনমালিকদের নৃশংসতা এবং অত্যাচারের বিবরণ তুলে ধরেছিলেন পাশাপাশি তাকে প্রতিদিনই লড়তে হতো সেন্সরের সাথে। এই পত্রিকার আবাসিক সেন্সরকর্তা হিসেবে সরকার নিয়োগ দিয়েছিল লরেঞ্জ ডোলেসাল নামের একজন ব্যক্তিকে তিনি একবার পত্রিকায় দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র বিজ্ঞাপন ছাপার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন এই যুক্তিতে যে 'ডিভাইন' বিষয় নিয়ে কখনো 'কমেডি' করা যাবে না।

প্রত্যেক সন্ধ্যায় লরেঞ্জের কাছে পত্রিকার প্রুফ পৌঁছে দিতে হতো তিনি কোনো আর্টিকেল বুঝতে না পারলেই (বেশিরভাগ লেখাই তার বোধগম্য হতো না) তাতে পেন্সিলের নীল দাগ দিয়ে দিতেন। মার্কসকে তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে লরেঞ্জকে বোঝাতে হতো যে আর্টিকেলগুলো মোটেই বিপজ্জনক নয়। ততক্ষণ বেচারা প্রেসকর্মীদের অপেক্ষা করতে হতো

কার্ল মার্কসের মতো ব্যক্তির সাথে এমন আচরণ করে পার পেয়ে যাবেন লরেঞ্জ, এমনটি তো হতে পারে না মার্কস শোধ তুললেন একদিন সেই গল্পটি শুনিয়েছেন তখনকার বামপন্থি সাংবাদিক ভিলহেল্ম ব্লস।

এক সন্ধ্যায় প্রাদেশিক গভর্নর একটি গ্র্যান্ড বলনাচের আয়োজন করেছিলেন সেখানে সেন্সরকর্তা লরেঞ্জও নিমন্ত্রিত তার স্ত্রী এবং বিবাহযোগ্যা তরুণী কন্যাসহ এইরকম এক-একটি বলনাচের আসরের জন্য তরুণীদের পাশাপাশি তাদের পিতা-মাতাও উদগ্রীব থাকতেন কারণ এই আসরগুলোতে বিবাহযোগ্যা পাত্রীর জন্য যোগ্য অভিজাত পাত্রের সন্ধান পেয়ে যাওয়া ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার তো বলনাচের অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে তো লরেঞ্জকে নিজের দায়িত্ব সম্পন্ন করে যেতে হবে কিন্তু সেই সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পত্রিকার প্রুফ এল না লরেঞ্জ অপেক্ষা করছেন তো করছেনই। প্রেসিডেন্টের বলনাচের আসর তার এবং তার বিবাহযোগ্যা কন্যার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বটে, তাহলেও তো তিনি নিজের কাজ অসমাপ্ত রেখে সেখানে যেতে পারেন না। রাত দশটা বেজে যাওয়ার পরে সেন্সরকর্তার স্ত্রী-কন্যা আর অপেক্ষা করতে রাজি না লরেঞ্জ তখন বাধ্য হয়ে স্ত্রী-

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কন্যাকে পাঠিয়ে দিলেন বলনাচের আসরে, আর ব্যক্তিগত এক কর্মচারীকে পাঠালেন পত্রিকার ছাপাখানায় প্রুফ আনার জন্য। চাকর ঘুরে এসে খবর দিল যে প্রেস বন্ধ এবং সেখানে কাউকে পাওয়া গেল না। বিভ্রান্ত হতভম্ব সেন্সরকর্তা তখন নিজের ক্যারিজ নিয়ে চললেন কার্ল মার্কসের বাড়ির দিকে। সেটি আবার শহরের আরেক প্রান্তে অর্থাৎ অনেকটাই দূরের পথ। সেখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেজে গেল রাত্রি এগারোটা।

অনেকক্ষণ ধরে ডোরবেল বাজানোর পরে তিনতলার একটা জানালা দিয়ে কল্লা বের করলেন মার্কস।

নিচ থেকে চেঁচিয়ে বললেন সেন্সরকর্তা– প্রুফ!

মার্কস সেখান থেকেই বললেন– নেই

আরও হতভম্ব হয়ে গেলেন সেন্সরকর্তা– কিন্তু...

আগামীকাল আমরা পত্রিকা ছাপছি না।

কথাটা বলেই মাথা ভেতরে নিয়ে জানালা আটকে দিলেন মার্কস। সেন্সরকর্তা ক্রোধ উদ্‌গীরণের সুযোগই পেলেন না।

এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তীতে অনেকটাই নমনীয় হয়েছিলেন সেন্সরকর্তা লরেঞ্জ

কিন্তু সরকার নমনীয় হতে রাজি নয়। প্রাদেশিক গভর্নর নভেম্বর মাসে ঘোষণা করলেন যে দিনের পর দিন 'রাইনের সংবাদপত্রে'র 'ধৃষ্টতা' বেড়েই চলেছে। তিনি আদেশ দিলেন যে অবিলম্বে পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী থেকে রুটেনবার্গকে বাদ দিতে হবে ভুল করে রুটেনবার্গকে মূল কালপ্রিট ভেবেছিলেন গভর্নর।

তবে সরকার সেখানেই থেমে থাকলেন না প্রথমে একটা চিঠি এল বনমালিকদের নিয়ে যে আর্টিকেলটি ছাপা হয়েছে, তার লেখককে অভিযুক্ত করার দাবি নিয়ে আর ১৮৪৩ সালের ২১ জানুয়ারি বার্লিন থেকে সম্রাটের নির্দেশ এল যে 'রাইনের সংবাদপত্র' আর প্রকাশিত হতে পারবে না। রাইনল্যান্ডের সর্বত্র এ নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠল। কোলোন, ডুসেলডর্ফ, আচেন, ট্রিয়ারসহ বিভিন্ন শহর থেকে সম্রাটের কাছে পাঠকরা আবেদন জানালেন তার এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য কিন্তু সম্রাট কর্ণপাত করেননি কারো কথায়।

তখন ধারণা করা হয়েছিল যে মার্কসের ঐ রিপোর্টটাই সরকারকে সুযোগ করে দিয়েছে 'রাইনের সংবাদপত্র' নিষিদ্ধ ঘোষণা করার। প্রকৃতপক্ষে পত্রিকা নিষিদ্ধ করার অনুরোধ এসেছিল অনেক বড় একজন ব্যক্তির তরফ থেকে। সেই ব্যক্তিটি ছিলেন রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস। নিকোলাস ছিলেন প্রুসিয়া-সম্রাটের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র 'রাইনের সংবাদপত্র' তাদের ৪ জানুয়ারি সংখ্যায় রুশ রাজতন্ত্রের নৃশংসতা নিয়ে একটি প্রতিবেদন ছেপেছিল জার নিকোলাস এই কারণে সেন্ট পিটার্সবার্গে প্রুসিয়ার রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছিলেন। রাষ্ট্রদূত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
তৎক্ষণাৎ বিষয়টি অবহিত করেন বার্লিনকে। এবং তার ফলাফল হচ্ছে পত্রিকার ওপর নিষেধাজ্ঞা

সেন্সরকর্তা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন

মার্কস নিজেও খুব একটা অখুশি হলেন না চাকরি হারিয়ে তিনি রুগের কাছে লিখলেন– 'এই আবহাওয়ায় আমার নিজেরই শ্বাসরোধ হয়ে আসছিল চাকর-বাকরের মতো কাজ করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না আর যেখানে যুদ্ধে নামতে হবে মুণ্ডর নিয়ে, সেখানে আলপিন নিয়ে খোঁচাখুঁচির কোনো অর্থ হয় না। পত্রিকার কর্তৃপক্ষের হিপোক্রাসি, মূর্খতা, স্বেচ্ছাচারিতা শব্দ নিয়ে লুকোচুরি খেলা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠছিল পত্রিকা বন্ধ করে আমার চাকরি কেড়ে নিয়ে সরকার প্রকৃতপক্ষে আমার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়েছে

জার্মানিতে মার্কসের আর কোনো পিছুটানই অবশিষ্ট ছিল না। যে মানুষদের জন্য এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য তার আবেগ অবশিষ্ট ছিল– তার পিতা, ব্যারন ভন ভেস্টফালেন, রাইনের সংবাদপত্র– তারা কেউ আর বেঁচে নেই তবে চব্বিশ বছর বয়সেই তিনি এমন একটি কলম নামক অস্ত্র অর্জন করেছেন, যাকে ভয় পায় ইয়োরোপের স্ম্রাটরাও তাই যখন আর্নল্ড রুগে জার্মানি ছেড়ে বিদেশে গিয়ে একটি পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব দিলেন, মার্কস তাতে সম্মতি দিলেন সানন্দে তবে তার আগে তাকে একটি কর্তব্য পালন করতে হবে। তিনি রুগেকে জানালেন– 'আমি বিয়ের জন্য বাগদত্ত আমি আমার প্রেমিকাকে সঙ্গে না নিয়ে জার্মানি থেকে বিদায় নিতে রাজি নই, তাকে একা ছেড়ে আমি কখনোই দেশত্যাগ করব না!'

জেনির কাছে প্রেমনিবেদনের পরে সাতটি বছর পেরিয়ে গেছে। কার্ল মার্কস এখন এই দেরির জন্য নিজেও প্রচণ্ড অপরাধী বোধ করছেন ১৮৪৩ সালের মার্চে তিনি জানাচ্ছেন যে– 'আমার জন্য আমার প্রেমিকাকে একটানা প্রচণ্ড যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়েছে তার শরীর-মন ভেঙে পড়েছে। এই যুদ্ধ তাকে লড়তে হয়েছে তার আভিজাত্যগর্বী আত্মীয়দের বিরুদ্ধে, যারা মনে করে যে 'দি লর্ড ইন হেভেন' এবং 'দি লর্ড ইন বার্লিন' দুজনেই ধর্মীয়ভাবে সমান গুরুত্বপূর্ণ জেনিকে এমনকি লড়তে হয়েছে আমার পরিবারের কিছু সদস্যের বিরুদ্ধেও যারা পুরুতগিরিকে সবকিছুর ওপর খবরদারির অধিকার বলে মনে করে। বছরের পর বছর আমার প্রেমিকা এবং আমাকে এই ধরনের অযৌক্তিক এবং বিরক্তিকর বিষয়ের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতে হয়েছে

তবে সব দোষ অন্যদের ওপর চাপানোর কারণ ছিল না কার্ল নিজেও এই দেরির জন্য যথেষ্ট দায়ী তিনি যখন বার্লিনে হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন এবং কোলোনে টগবগে উত্তেজনার মধ্যে কাজ করছিলেন, তখন ট্রিয়ারে বসে বেচারা জেনি দুরু দুরু বুকে ভাবছেন যে কার্ল তাকে আগামীকাল পর্যন্ত ভালোবাসবে তো! এই আশঙ্কা অনেক সময়ই জেনির লেখা চিঠিতে ফুটে

দানবীর পাঠক এক হও

উঠত মার্কস উল্টো এটিকে ভুল ব্যাখ্যা করতেন এই ভেবে যে জেনি নিজেই প্রেমের প্রতি দৃঢ় নয়। 'আমার ভালোবাসা এবং বিশ্বস্ততার প্রতি তোমার সন্দেহ দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি!' ১৮৩৯ সালে জেনি চিঠিতে লিখছেন মার্কসকে– 'ওহ আমার কার্ল, তুমি আমাকে এত কম চিনতে পার! আমার অবস্থাকে এত কম অনুভব করতে পার! আমার কষ্ট যে কোথায় তা তুমি এতই কম বুঝতে পার!... তুমি যদি একজন মেয়ে হতে এবং আমার অবস্থায় থাকতে, কেবলমাত্র তাহলেই হয়তো আমার দুঃখ-কষ্ট ঠিকমতো বুঝতে পারতে!'

জেনি আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন নিজের অবস্থা বোঝাতে। 'একজন তরুণী একজন পুরুষকে কী দিতে পারে? নিজেকে উজাড় করে দিতে পারে, আর নিজের সবটুকু ভালোবাসা দিতে পারে, চিরদিনের জন্য দিতে পারে এমনকি স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও একটা মেয়ে শুধু তার ভালোবাসার মানুষের ভালোবাসা পেলেই সন্তুষ্ট থাকে, অন্য সবকিছু ভুলে যায়।'

কিন্তু তার মাথায় সবসময় গুঞ্জন তুলছিল নানা ধরনের আগাম দুশ্চিন্তা। 'আহ প্রিয় আমার, আমার সুইটহার্ট, তুমি আবার এর মধ্যে নিজেকে রাজনীতিতে জড়িয়ে ফেলেছ!' ১৮৪১ সালে জেনি এই চিঠি লেখার সময় মার্কস বন-এ ফুর্তি করে বেরাচ্ছিলেন ব্রুনো বাউয়ারের সাথে। জেনি লিখেছেন– 'রাজনীতি হচ্ছে সবার চাইতে বিপজ্জনক জিনিস। প্রিয় ছোট্ট কার্ল আমার, আর যাই কর, একথা ভুলো না যে এখানে তোমার একজন সুইটহার্ট প্রত্যাশা এবং দুর্ভোগ নিয়ে প্রতীক্ষা করছে, যার ভাগ্য তোমার সাথে একসূত্রে গাঁথা।'

চিঠিতে আশঙ্কা প্রকাশ করলেও রাজনীতি নিয়ে জেনি খুব একটা চিন্তিত নয়। কারণ ঝুঁকিপূর্ণ হলেও রাজনীতি তো বীরোচিত ব্যাপারই বটে। তার কার্লের কাছ থেকে সবসময়ই নায়কসুলভ আচরণই প্রত্যাশা করেছেন জেনি। সেই নায়ক রাজনীতিতে যোগ দেওয়ায় মনে মনে গর্বিতই হয়েছেন। কিন্তু একটি ভয় সবসময় তাকে তাড়া করে ফিরত– 'আমার প্রতি কার্লের উদ্দাম ভালোবাসা যদি আর না থাকে!'

এমন ভয়ের পেছনে একটি ঘটনাও অবশ্য কাজ করেছিল

বার্লিনে পড়াশোনার সময় কার্ল মার্কস একবার সেই সময়ের বিখ্যাত রোমান্টিক কবি বেটিনা ভন আর্নিম-এর খপ্পরে পড়েছিলেন বয়সে সেই মহিলা ছিলেন মার্কসের মায়ের সমান। এমনকি কবিকে ট্রিয়ারে নিয়ে এসে তার হবু-স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎও করিয়ে দিয়েছিলেন জেনির বান্ধবী বেটি লুকাস সেই সাক্ষাতের বিবরণ দিয়েছেন– 'এক সন্ধ্যায় আমি নক না করেই জেনির ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম আধা-অন্ধকারে সোফার ওপর একটা প্রাণীকে দেখা যাচ্ছিল, যে হাঁটু দুটো বুকের কাছে তুলে বসেছিল আমি বেশ হতাশই হলাম যখন সেই প্রাণী সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দিল বেটিনা ভন আর্নিম বলে এখানকার গরমের বিরুদ্ধে একটানা অভিযোগ করে যাচ্ছিলেন তিনি এইসময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মার্কস ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন যে তাকে রেইনগ্রাফেনস্টেইন পাহাড়ে নিয়ে যেতে হবে এক্ষুনি তখন প্রায় ৯টা বাজে পাহাড়ের কাছে পৌঁছাতে কমপক্ষে একঘণ্টা লাগবে কিন্তু মার্কসের 'না' বলার কোনো সুযোগই যেন ছিল না। শুধু একবার তিনি করুণ দৃষ্টিতে প্রেমিকার দিকে তাকিয়ে কবিকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।'

এমন কুহকিনী রমণীর সাথে কীভাবে এঁটে উঠতে পারবেন জেনি! মার্কসের বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তির ক্রীতদাসী ছিলেন জেনি। অভিজাত পরিবারের বলনাচের অনুষ্ঠানগুলোতে জেনি ছিলেন স্বচ্ছন্দ, স্মার্ট, আত্মবিশ্বাসী। কিন্তু মার্কসের চিন্তার জগৎ তার কাছে ছিল একেবারেই অচেনা। তার সামনে দাঁড়ালেই নির্বাক হয়ে যেতেন জেনি– 'আমি ওর অতলান্ত চোখের দিকে একবার তাকালেই নার্ভাস এবং বোবা হয়ে যাই। আমার শরীরের রক্তচলাচল যেন বন্ধ হয়ে যায়, আর হৃৎপিণ্ডটা ধুকপুক করতে থাকে।'

০৫.

একজন ইহুদি-তনয়কে বিয়ে করাটাই ছিল যথেষ্ট আপত্তিকর ব্যাপার। আর একজন চাকরিহীন, কপর্দকশূন্য ইহুদি-তনয়কে বিয়ে করা তো জাতীয় বিপর্যয়ের সমান জেনির সৎভাই ফার্ডিনান্ড ছিলেন চরম প্রতিক্রিয়াশীল মানুষ। পিতার অবর্তমানে তিনিই তখন ভেস্টফালেন পরিবারের কর্তা। তিনি এই বিয়েকে সেভাবেই দেখতেন। তিনি জেনিকে নানাভাবে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছেন। একথাও বলেছেন যে এই বিয়ের কারণে শুধু জেনির একারই দুর্নাম হবে না, বরং পুরো ভেস্টফালেন পরিবারই দেশবাসীর চোখে হেয় প্রতিপন্ন হবে

এই ধরনের হুল-ফোটানো মন্তব্য এবং আচরণ থেকে বাঁচার জন্য জেনির মা তাকে নিয়ে চলে গেলেন ট্রিয়ার থেকে ৫০ মাইল দূরের স্বাস্থ্য-শহর ক্রোয়েটসনাখ্-এ। তিনি অনেক দুশ্চিন্তাসত্ত্বেও জেনির এই বিয়েতে সম্মতি দিয়েছিলেন আন্তরিকভাবেই।

ক্রোয়েট্সনাখ্ শহরেই ১৮৪৩ সালের ১৯ জুন সকাল ১০টায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন ২৫ বছর বয়স্ক ডক্টর অব ফিলোসফি হের কার্ল মার্কস এবং ২৯ বছর বয়স্কা ফ্রাউলিন জোহানা বার্থা জুলিয়া জেনি ভন ভেস্টফালেন

কনের পরনে ছিল সবুজ সিল্কের গাউন এবং মাথায় পিঙ্ক-গোলাপি হ্যাট ও ওড়না

বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেনির মা, জেনির এক ভাই এডগার এবং স্থানীয় কয়েকজন বন্ধু মার্কস পরিবারের কেউই সেখানে উপস্থিত ছিল না। জেনির মা নবদম্পতিকে উপহার দিলেন অনেকগুলো গহনা, পারিবারিক ঐতিহ্যের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
চিহ্ন হিসেবে একসেট রুপার বাসন, সেইসাথে ভালো অংকের নগদ টাকা। তিনি এই টাকাগুলো দিয়েছিলেন মার্কসের চাকরিতে যোগদানের আগপর্যন্ত খরচ চালানোর জন্য রাইনে হানিমুন করতে গিয়ে মার্কস অবশ্য এক সপ্তাহের মধ্যেই সব টাকা খরচ করে ফেললেন

ঐ বছরের গ্রীষ্মটি নবদম্পতি কাটিয়ে দিলেন জেনির মায়ের ক্রোয়েট্সনাখ্ শহরের বাড়িতেই অতিথি হিসেবে মার্কস অপেক্ষা করছিলেন আর্নল্ড রুগে কখন তাকে ডেকে পাঠাবেন নতুন পত্রিকায় যোগদানের জন্য সন্ধ্যায় জেনি এবং মার্কস বেড়াতে যেতেন নদীর ধারে, শুনতেন দূর থেকে ভেসে আসা নাইটিঙ্গেলের গান আর মার্কসের দিন কাটত পুরোটাই পড়া এবং লেখায় মগ্ন থেকে এই সময়টিতে মার্কস দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার একটি হচ্ছে– 'ইহুদি প্রশ্নে'। এই রচনাটি তার শত্রুদের হাতে শক্তিশালী একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে অনেকেই মনে করেন যে হিটলার তার ইহুদি-বিদ্বেষের সমর্থন খুঁজেছিল এই লেখাটিতে

মার্কস কি নিজের ইহুদি পরিচয়কে ঘৃণা করতেন? যদিও তিনি নিজের ইহুদি-উত্তরাধিকারকে কোনোদিন অস্বীকার করেননি, কিন্তু কখনোই এই বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্যও করেননি তার সন্তানদের মধ্যে একমাত্র এলিনরই পূর্ব লন্ডনের একটি শ্রমিক সমাবেশে গর্বের সাথে নিজের ইহুদি পরিচয় উল্লেখ করেছিলেন মার্কস অবশ্য কাউকে আক্রমণ করতে গেলে কখনো কখনো অ্যান্টি-সেমেটিক অবস্থান গ্রহণ করতেন যেমন তিনি ফার্দিনান্দ লাসালকে একবার গালি দিয়েছিলেন 'ইহুদি-নিগার' বলে

মার্কসের এই লেখা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু অংশ তুলে ধরলে তাতে সুস্পষ্ট ইহুদি-বিদ্বেষ খুঁজে পাওয়া যাবে। যেমন–

'জুডাইজমের সেক্যুলার ভিত্তি কী? বাস্তব প্রয়োজন, নিজের স্বার্থ

ইহুদির একমাত্র সেক্যুলার প্রথা কী? দর কষাকষি করা।

ইহুদির সেক্যুলার ঈশ্বর কে? টাকা।

আমরা দেখতে পাচ্ছি জুডাইজম ঐতিহাসিকভাবে একটি সমাজবিরোধী প্রবণতা লালন করে এসেছে, যা এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে এখন তার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই

সর্বশেষ বিশ্লেষণে বলা যায়, ইহুদিদের মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে মানবজাতিকে জুডাইজম থেকে মুক্ত করা।'

অথচ এই রচনাটি প্রকৃতপক্ষে ইহুদি-বিদ্বেষী নয়, বরং তাদের সপক্ষেই এই মার্কস লিখেছিলেন ব্রুনো বাউয়ারের একটি লেখার প্রত্যুত্তরে। ব্রুনো যদিও নিজেকে জনসমক্ষে নাস্তিক বলে পরিচয় দিতেন, তবু তিনি একটি লেখায় যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ইহুদি ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ না

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করা উচিত নয় ব্রুনো খ্রিষ্টান ধর্মকে ইহুদি ধর্মের চাইতে প্রগতিশীল বলে মনে করতেন

ব্রুনোর এই চিন্তা তৎকালীন প্রুসিও কর্তৃপক্ষের চিন্তার সাথে মিলে যায় অন্যদিকে মার্কস যদিও ইহুদি মানেই অর্থলোলুপ– এই প্রচলিত ধারণার সাথে অনেকটাই একমত পোষণ করতেন, তবে সেই ধারণাটি সমাজে তখন সর্বত্রই প্রচলিত ছিল জার্মান শব্দ 'জুডেনটাম' দিয়ে তখন বোঝানো হতো 'ব্যবসা' মার্কস কিন্তু এজন্য ইহুদিদের ওপর সব দোষ চাপাননি। তিনি বলতে চেয়েছেন যে যদি ইহুদিদেরকে কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে না দেওয়া হয়, যদি তাদের শক্তি-সামর্থ্যের প্রমাণ দেখানোর কোনো ক্ষেত্র না থাকে, তাহলে একমাত্র যে ক্ষেত্রটিতে তাদের অধিকার দেওয়া হয়েছে, সেটাই তারা করতে বাধ্য হবে। তা হচ্ছে টাকা কামানো। টাকা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম– এই দুটো জিনিসই তো মানবতাবোধ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয় কাজেই জুডাইজম থেকে মুক্তিই কেবলমাত্র পারে ইহুদি জাতিকে মুক্তি দিতে। 'জুডাইজম' থেকে– 'ইহুদি ধর্ম' থেকে নয়। মার্কস কামনা করতেন যে ধর্মের নামে যেন কোনোদিন মানুষকে শোষণ করা না হয় সেটি যেমন ইহুদি ধর্মের ক্ষেত্রেও সত্যি, তেমনই খ্রিষ্টান ধর্মের ক্ষেত্রেও সত্যি তবে পৃথিবী থেকে যতদিন পর্যন্ত ধর্মের বিলুপ্তি না ঘটছে, ততদিন পর্যন্ত ইহুদিদেরকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সমান নাগরিক-মর্যাদা না দেওয়া শুধু অন্যায়ই নয়, অমানবিকও। মার্কস যে ইহুদিদের জন্যও সমান নাগরিক অধিকার সমর্থন করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৪৩ সালের মার্চে আর্নল্ড রুগের কাছে লেখা একটি চিঠিতেও– 'কিছুক্ষণ আগেই এখানকার ইহুদিদের প্রধান আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি আমাকে অনুরোধ করেছেন প্রাদেশিক পরিষদের কাছে ইহুদিদের পক্ষে একটি আবেদন পাঠাতে আমি তাতে রাজি হয়েছি আমি ইহুদি ধর্মবিশ্বাসকে যতখানি অপছন্দ করি, ব্রুনো বাউয়ারের প্রস্তাবকেও ততখানিই অবাস্তব মনে করি।'

নববিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে মধুচন্দ্রিমাকালে মার্কসের লিখতে শুরু করা অপর প্রবন্ধটি হচ্ছে 'টুওয়ার্ডস এ ক্রিটিক অব হেগেলস ফিলোসফি অব রাইট: অ্যান ইন্ট্রোডাকশন' এই লেখাটি তিনি শেষ করেছিলেন প্যারিসে এসে। আর পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৪ সালের বসন্তে এই রচনাটি অন্তত একটি কারণে বিখ্যাত অসংখ্য মানুষ রয়েছেন যারা কোনোদিন মার্কসের কোনো লেখাই পড়েননি কিন্তু এই রচনা থেকে একটি বাক্য সবাই উচ্চারণ করেন তা হচ্ছে– 'ধর্ম জনগণের আফিম' মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে অহরহ এই বাক্যটি ব্যবহার করে বলা হয় তারা ধর্মবিদ্বেষী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মার্কস যদিও মনে করতেন যে 'প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সমালোচনা করা হচ্ছে অন্য সকল সমালোচনার পূর্বশর্ত' তবু একথা নিশ্চিত যে আফিম সংক্রান্ত বাক্যটি মার্কস ব্যবহার করেছিলেন সদর্থেই। তিনি ধর্মের আধ্যাত্মিক স্পন্দন সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন গরিব এবং নির্যাতিত মানুষ যদি জীবনকালে কোনো সুখের দেখা না পায়, তাহলে তারা পরবর্তী জীবনে, অর্থাৎ মৃত্যুর পরে উন্নততর জীবনের আশ্বাসে আস্থা স্থাপন করতেই পারে। যদি রাষ্ট্র তাদের আহাজারি এবং আবেদন-নিবেদনে কর্ণপাত না করে তাহলে অধিকতর শক্তিশালী একজনের কাছে পরবর্তী জীবনে ন্যায়বিচার পাওয়ার আশা তারা কেন করবে না? মার্কসের কাছে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম একদিকে যেমন মানুষকে দমিয়ে রাখার হাতিয়ার, অন্যদিকে তা তেমনই নির্যাতনকারীকে প্রত্যাখ্যানেরও একটি মাধ্যম। নির্যাতিত মানুষের কাছে ধর্ম হচ্ছে দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন পৃথিবীতে হৃদয়ের সন্ধান এবং আত্মাহীন পৃথিবীতে আত্মার সন্ধান; ধর্ম হচ্ছে জনগণের আফিম।'

০৬.

এবার প্যারিস

১৮৪৩ এর সেপ্টেম্বরে মার্কস লিখলেন আর্নল্ড রুগেকে– 'অতএব গন্তব্য এখন প্যারিস দর্শনের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় প্যারিস এবং নতুন পৃথিবীর নতুন রাজধানী প্যারিস। আমাদের নতুন পত্রিকা বের হোক বা না হোক, এ মাসের শেষেই আমি প্যারিসে চলে আসছি জার্মানিতে আমি মুক্তভাবে কোনো কাজ করার উপায় দেখছি না। এখানে সবাইকে ভূমিদাস বানিয়ে রাখা হচ্ছে।'

১৭৮৯ এবং ১৮৩০ সালের বিপ্লব প্যারিসকে তখনো উত্তপ্ত করে রেখেছে। প্যারিস মানে বিপ্লবের পরিকল্পনাকারী আর কবিদের শহর, ইশতেহার রচনাকারীদের শহর, ভিন্ন মতাবলম্বীদের শহর, চিত্রকলার শহর, আর নানাধরনের গুপ্ত সংগঠনের শহর। 'ইয়োরোপের নাভিকেন্দ্র– যেখান থেকে কিছুদিন পর পর প্রবাহিত হচ্ছে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ, আর কাঁপিয়ে দিচ্ছে পৃথিবীকে।' সেই যুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনীতি-চিন্তকরা সবাই ফরাসি। ছিলেন মরমি খ্রিষ্টান সমাজবাদী পিয়েরে লেরু, ইউটোপিয়ান কমিউনিস্ট ভিক্টর কনসিডারেন্ট এবং এতিয়েন কাবে, উদারনৈতিক বক্তা এবং কবি অলফনসে ডি ল্যমার্তিন সর্বোপরি ছিলেন অ্যানার্কিস্ট পিয়েরে জোসেফ প্রুঁধো, যিনি ১৮৪০ সালে 'হোয়াট ইজ প্রপারটি' বই লিখে কিংবদন্তিসুলভ খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিলেন সেই বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠাতেই উত্তর লেখা ছিল– 'সম্পত্তি মানেই চুরির মাল'

পরবর্তীকালে এই খ্যাতিমানরা প্রত্যেকেই কার্ল মার্কসের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন, রক্তাক্তও হয়েছেন বিশেষ করে প্রুঁধো তার সবচেয়ে বড় কীর্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
'দারিদ্র্যের দর্শন' ছিন্নভিন্ন হয়েছে মার্কসের প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক 'দর্শনের দারিদ্র্য' বইটির দ্বারা (মনে রাখা দরকার, এই বইটি মার্কস লিখেছিলেন ধ্রুপদী ফরাসি ভাষায়)।

তবে প্যারিসে নতুন আসা মার্কস প্রথমে মনোযোগ দিয়েছেন পর্যবেক্ষণে এবং শিক্ষাগ্রহণে ক্যাফেগুলোতে সারারাত ধরে চলে সংগীত, আর আকাশে-বাতাসে বিপ্লবের ছায়া সম্রাট লুই ফিলিপের সিংহাসন টলোমলো রাজপরিবারের অনেক সদস্য এবং রাজকুমাররা প্রায়শই আক্রান্ত হচ্ছেন শারীরিকভাবে সম্রাট নিজেও সন্ত্রস্ত আর্নল্ড রুগে লিখেছেন– 'একদিন চ্যাম্পস এলিসিতে সম্রাট আমাকে পাশ কাটিয়ে গেলেন তিনি ছিলেন যথারীতি তার দুর্ভেদ্য কোচের ভেতর কোচের সামনে-পেছনে এবং দুইপাশে অশ্বারোহী দেহরক্ষীর দল। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম দেহরক্ষীদের অস্ত্র সম্পূর্ণভাবে মানুষের দিকে তাক করা, যেন যে কোনো মুহূর্তে তারা গুলি ছুড়তে পারে। তারা নিজেরাও যেন সন্ত্রস্ত।'

প্যারিস থেকে যে পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল তার নাম 'জার্মান-ফরাসি বার্ষিকী' পত্রিকার তিন প্রধান কর্মকর্তা রুগে, মার্কস এবং কবি জর্জ হারভেগ প্যারিসে এলেন ১৮৪৩-এর শরতে রুগে ড্রেসডেন থেকে এলেন বিশাল এবং বিচিত্র লটবহর নিয়ে। সঙ্গে স্ত্রী, এক দঙ্গল সন্তান এবং প্রচুর পরিমাণে বাছুরের পায়ের মাংস। ইউটোপিয়ান চার্লস ফুয়েরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রুগে প্রস্তাব করলেন যে তিন পরিবার মিলে একটি কমিউন তৈরি করা হোক, যেখানে স্ত্রীগণ বাজার-সওদা করা, রান্না করা এবং সেলাই-ফোঁড়াইয়ের দায়িত্ব পালন করবে যৌথভাবে। 'ফ্রাউ (মিসেস) হারভেগ এক নিমেষেই পরিস্থিতি বুঝে ফেললেন অনেক বছর পরে তাদের সন্তান মার্সেল একথা জানিয়েছেন– 'ফ্রাউ রুগে কীভাবে এঁটে উঠবেন ফ্রাউ মার্কসের সাথে, যিনি তিনজনের মধ্যে সবচাইতে বেশি শিক্ষিতা এবং সবচেয়ে বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ফ্রাউ হারভেগ, যিনি তিনজনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা, যার বিয়ে হয়েছে খুব অল্পদিন হলো, তিনি কীভাবে এই যৌথজীবন কামনা করতে পারেন?'

জর্জ এবং এমা হারভেগ বিলাসী জীবন পছন্দ করতেন এমার পিতা ছিলেন একজন ধনী ব্যাংকার তিনি এভাবেই কন্যাকে বড় করে তুলেছেন তারা রুগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। কার্ল এবং জেনি (তখন ৪ মাসের অন্তঃসত্ত্বা) ভাবলেন, একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। তারা রুগের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে উঠলেন।

এই কমিউন টিকেছিল মাত্র ১৫ দিন। তারপরেই মার্কস এবং জেনি অন্য বাসায় উঠে যান।

রুগে ছিলেন সুশৃঙ্খল জীবনে অভ্যস্ত, পুরোপুরি ফ্যামিলি-ম্যান, একটু পিউরিটান দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী তার কাছে মার্কসের বিশৃঙ্খল এবং বেপরোয়া জীবনধারা মোটেই পছন্দের নয় তিনি পরবর্তীতে অভিযোগ করেছেন– 'মার্কস

~ www.amarboi.com ~
কোনোটাই শেষ করেন না, মাঝপথে বন্ধ করে দেন, তারপরে আবার নতুন উদ্যমে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন বইয়ের সাগরে। এমনভাবে কাজ করেন যে তাকে অসুস্থ হয়ে পড়তে হয়। তিনি রাত ৩টা ৪টার আগে শুতে যান না, কোনো কোনো রাতে শুতেই যান না।' রুগে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন মার্কস-দম্পতিকে নিয়ে– 'মার্কসের বউ স্বামীর জন্মদিনে তার জন্য একশো ফ্রাঁ দিয়ে ঘোড়ার জিন কিনেছেন। অথচ এটি হতভাগ্য স্বামীটি একদিনও ব্যবহার করতে পারেননি। কারণ তার কোনো ঘোড়া ছিল না।' কয়েকমাস পরে রুগে লিখলেন– 'তিনি যা সামনে পান, সেটাই কিনতে চান। গাড়ি, ফ্যাশনেবল পোশাক, ফুলের বাগান, মেলায় গিয়ে নতুন ফার্নিচার, এমনকি চাঁদটাকেও

মার্কসের ওপর এমন দোষ চাপানো কারো পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয় কারণ তিনি কখনোই বিলাসিতা বা জাঁকজমকের ধার ধারতেন না। বরং এই ব্যাপারে রুগে যদি জেনিকে দোষারোপ করতেন, তাহলে সেটা নিয়ে চিন্তা করা সম্ভব ছিল। কারণ এসব জিনিস জেনি পছন্দ করতেন। বিবাহিত জীবনে প্যারিসের এই কয়েকটি মাসই কেবল জেনি কিছু শখ মেটাতে পেরেছিলেন, কারণ মার্কস এই সময় তার বেতনের পাশাপাশি বাড়তি ১০০০ থ্যালার পেয়েছিলেন 'রাইনের সংবাদপত্রে'র মালিকদের কাছ থেকে। তাছাড়া মার্কস চাইছিলেন যে জেনি আসন্ন মাতৃত্বকালীন দীর্ঘ বন্দিত্বের আগে নিজের ছোটখাটো সাধ-আহ্লাদগুলো পূরণ করে নিন।

১৮৪৪ সালের মে দিবসে জন্ম নিল মার্কসদম্পতির প্রথম সন্তান জেনিচেন, যাকে সবসময় সংক্ষেপে জেনি বলেই ডেকেছেন মার্কস কন্যার ঘন কালো চোখ এবং চুল দেখে তাকে কার্ল মার্কসের ক্ষুদে সংস্করণ বলেই মনে হতো সকলের

অচিরেই দেখা গেল, আপ্রাণ আন্তরিকতা সত্ত্বেও নবিশ বাবা-মায়ের পক্ষে শিশুপালন প্রায় অসম্ভব একটি কাজ। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো যে দুই জেনি আগামী কয়েকটি মাস ট্রিয়ারে ব্যারনেস ভন ভেস্টফালেনের কাছে থাকবে এবং জেনি পরিবারের নারীদের কাছ থেকে শিখে নেবে শিশুপালনের জন্য অপরিহার্য কাজ-কর্মগুলো অতএব জেনি কন্যাকে নিয়ে চলে গেলেন ট্রিয়ারে। সেখানে পৌঁছার কয়েকদিন পরে জেনি চিঠিতে জানাচ্ছেন মার্কসকে– 'পথের কষ্টে আমাদের ছোট্ট পুতুলটি আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। বাধ্য হয়ে ফ্যাট পিগের (পারিবারিক ডাক্তার, নাম রবার্ট স্লেইসার) কাছে যেতে হয়েছিল আমাদের। তার পরামর্শে অন্যান্য চিকিৎসার পাশাপাশি আমাদের একজন সার্বক্ষণিক নার্স নিতে হয়েছে। একপর্যায়ে মনে হচ্ছিল যে বাচ্চাটার জীবন রক্ষা করা কঠিন। তবে এখন সে বিপদমুক্ত আরও আনন্দের বিষয় হচ্ছে যে সার্বক্ষণিক নার্স জেনির সঙ্গে প্যারিস যেতে রাজি তবে সঙ্গে সঙ্গে জেনি এই অনুরোধও জানাচ্ছেন স্বামীকে– 'প্রিয়তম হৃদয় আমার, আমি আমাদের ভবিষ্যৎ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন তুমি অবসর সময়ে ব্যাপারটি নিয়ে ভালোভাবে চিন্তা করে দেখবে। সকলেই তোমাকে এমন একটি কাজ নিতে বলছে, যাতে নিয়মিত উপার্জন নিশ্চিত হয় জেনির আশঙ্কা সত্য এই নিয়মিত উপার্জন বা 'স্টেডি ইনকাম' কখনোই কার্ল মার্কসের নাগালে আসেনি।

মনে করা হচ্ছিল যে প্যারিসের কাজটি তাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করবে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, এটি মার্কসের আগের চাকরির তুলনাতেও অনেক বেশি ভঙ্গুর এবং অনিশ্চিত পত্রিকাটির একটিমাত্র সংখ্যা প্রকাশের পরেই মার্কসের সাথে আর্নল্ড রুগের সম্পর্ক ভেঙে যায়। এই সম্পর্ক আর কোনোদিনই জোড়া লাগেনি। সুতরাং আগের সেই চুক্তিপত্র কেবলমাত্র কাগজ-কলমেই রয়ে গেল যদিও প্যারিসে লেখকের কোনো কমতি ছিল না, কিন্তু কেউই তাদের পত্রিকায় লিখতে রাজি হননি বাধ্য হয়ে মার্কসকে একই সংখ্যায় লিখতে হলো ইহুদি এবং হেগেল বিষয়ক প্রবন্ধ দুইটি। সেইসাথে সম্পাদকীয় জার্মানির বাইরের একমাত্র লেখক ছিলেন একজন রুশ অ্যানার্কিস্ট-কমিউনিস্ট– মিখাইল বাকুনিন পরবর্তীতে বাকুনিন স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন– 'মার্কস সেই সময় আমার তুলনায় অনেক অগ্রসর একজন যুবক। যদিও সে বয়সে আমার চাইতে ছোট, তখনই সে একজন পরিপূর্ণ নাস্তিক, যৌক্তিক বস্তুবাদী এবং সচেতন সমাজতন্ত্রী। আমি তার সাথে আলাপের জন্য ব্যগ্র হয়ে থাকতাম। তার কথার মধ্যে ছিল নির্দেশনামূলক অনেক জিনিস, আর ব্যঙ্গ তবে সেটি মাঝেমাঝেই বিষাক্ত হয়ে উঠত পাতি ঘৃণার সংমিশ্রণে শেষ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে খোলামেলা আন্তরিকতা কখনোই গড়ে ওঠেনি। কারণ আমাদের দুজনের টেমপারমেন্টে ছিল ভিন্ন। তিনি আমাকে একজন 'সেন্টিমেন্টাল আইডিয়ালিস্ট' ছাড়া আর কিছু বলতেন না এটি কঠিন গালি হলেও মার্কস ঠিকই বলেছিলেন আমি তাকে বলেছিলাম 'নিষ্কর্মা কিন্তু ধূর্ত দূরাচারী' আমিও ঠিকই বলেছিলাম

'ফরাসি-জার্মান বার্ষিকী' পত্রিকার প্রথম এবং একমাত্র সংখ্যাটির অনেক ঘাটতি থাকলেও সেই সংখ্যাটি ঐশ্বর্যবান হয়েছিল একজন আন্তর্জাতিক মানের কবির কবিতা নিয়ে। তিনি– রোমান্টিক কবি হেইনরিখ হাইনে মার্কস ছোটবেলা থেকেই ছিলেন তার কবিতার ভক্ত প্যারিসে এসেই তিনি যোগাযোগ করেন কবির সাথে হাইনে ছিলেন খুব পাতলা চামড়ার মানুষ। সামান্যতম সমালোচনাতেও তিনি কান্নায় ভেঙে পড়তেন। অন্যদিকে মার্কস ছিলেন নির্দয় সমালোচকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। কিন্তু কবি হাইনের ব্যাপারে তিনি তার সমালোচনার তরবারি কখনোই খাপ থেকে বের করেননি তিনি নিয়মিত আসতেন মার্কসের ফ্ল্যাটে সঙ্গে আনতেন নতুন লেখা কবিতা সংশোধনের পরামর্শ চাইতেন মার্কসের কাছে একবার তিনি মার্কসের ফ্ল্যাটে এসে দেখলেন, ছোট্ট জেনিচেনের খিঁচুনি উঠেছে, আর তার বাবা-মা এটিকে নিশ্চিত মৃত্যুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পদধ্বনি মনে করে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হাইনে তৎক্ষণাৎ জেনিচেনের দায়িত্ব নিজের হাতে নিলেন। তিনি খিঁচুনির কারণ হিসেবে জ্বর সনাক্ত করার সাথে সাথে বাচ্চাটিকে স্নান করালেন। প্রাণে বেঁচে গেল শিশুটি

প্রচলিত অর্থে কমিউনিস্ট ছিলেন না হাইনে তিনি প্রায়শই ব্যাবিলনের সেই সম্রাটের গল্প করতেন যিনি নিজেকে ঈশ্বর দাবি করেছিলেন তাকে একসময় সর্বস্ব হারিয়ে মাটিতে হামাগুঁড়ি দিয়ে চলতে হতো, আর জন্তু-জানোয়ারের মতো ঘাস খেতে হতো মাটিতে মুখ দিয়ে। হাইনে বলতেন– 'আমি এই চমৎকার গল্পটি পেয়েছি ড্যানিয়েলের বই থেকে। গল্পটি আমি উৎসর্গ করতে চাই আমার চমৎকার বন্ধু আনর্ল্ড রুগের আত্মউপলব্ধির জন্য। একই সাথে এটি উৎসর্গ করতে চাই দৃঢ়চেতা বন্ধু কার্ল মার্কস, ফয়েরবাখ, ডিমার, ব্রুনো বাউয়ার, হেংস্টেনবার্গ এবং অন্যান্যদের প্রতি, যারা ঈশ্বরহীনতার ঘোষণা দিয়ে নিজেরাই ঈশ্বরের আসনে বসেছেন

হাইনে শোষিত মানুষের মুক্তি সমর্থন করলেও সর্বহারার একনায়কত্বের অধীনে নতুন সমাজে শিল্প এবং সৌন্দর্যের জন্য কোনো জায়গা থাকবে কি না তা নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন তার ভাষায়– 'জার্মান কমিউনিস্টদের এই গোপন নেতারা যুক্তিশীলতার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়, বিশেষ করে যারা হেগেলের স্কুল থেকে এসেছেন মার্কসকে তাদের মধ্যেও বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেছেন হাইনে– 'গোটা জাতির মধ্যে কেবলমাত্র এই মানুষটির মধ্যেই প্রাণের লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়।'

১৮৫৬ সালে হাইনে মৃত্যুর আগে একটি উইল এবং বিবৃতি তৈরি করেন সেখানে তিনি ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন যদি তার কোনো লেখায় 'অনৈতিক' কিছু থেকে থাকে, তার জন্য।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে মার্কস এইসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করেননি হাইনের প্রতি হাইনরিখ হাইনেই সম্ভবত একমাত্র ব্যক্তি যাকে মার্কস তার নির্দয় সমালোচনা থেকে মুক্তি দিয়েছেন কন্যা এলিয়েনর লিখেছেন– 'বাবা কবি হাইনে এবং তার কবিতাকে ভালোবাসতেন খুব কবির রাজনৈতিক দুর্বলতাকে তিনি সবসময়ই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছেন তিনি বলতেন কবিরা হচ্ছেন খুবই স্পর্শকাতর একধরনের মানুষ এবং তাদেরকে নিজের মতো করে কাজ করতে বা চলতে দেওয়া উচিত সাধারণ, এমনকি অসাধারণ মানুষকেও যেভাবে পরিমাপ করা হয়, কবিদের সেভাবে পরিমাপ করতে চাওয়া উচিত নয়।'

'ফরাসি-জার্মান বার্ষিকী' প্রচণ্ড আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়েছিল। তবে তার সফলতাও অনেক সেই সফলতার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল বাভারিয়ার রাজা লুডভিগকে নিয়ে লেখা হাইনরিখ হাইনের স্যাটায়ার-কবিতা শত শত কপি পাঠানো হয়েছিল জার্মানিতে কিন্তু অধিকাংশই পুলিশ জব্দ করে নেয় প্রুসিয়ার সরকার পুলিশকে সতর্ক করে রেখেছিল এই বলে যে এই পত্রিকায় রাষ্ট্রবিরোধী অনেক বিস্ফোরক উপাদান রয়েছে। সরকার নির্দেশ দিল যে মার্কস, রুগে এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হাইনে পিতৃভূমিতে পা দেওয়ামাত্র তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। অস্ট্রিয়াতে মেটারনিখ এই মর্মে সতর্কতা জারি করলেন যে কোনো পুস্তকবিক্রেতা বা পত্রিকাবিক্রেতা এই পত্রিকা বিপণন করলে তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করা হবে। ভয় পেয়ে আর্নল্ড রুগে পত্রিকা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। মার্কসকে একা ফেলে দিলেন সকল ঝুঁকির মুখে। শুধু তাই নয়, মার্কসকে তিনি যে বেতন দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেটাও দিতে অস্বীকার করলেন। বিচ্ছেদ ঘটল রুগের সাথে মার্কসের

কেউ কেউ এই বিচ্ছেদের কারণ হিসেবে অন্য একটি ঘটনার কথা বলেছেন। তারা বলেছেন, এই বিচ্ছেদ কোনো আদর্শিক কারণে নয় বরং তাদেরই ঘনিষ্ঠ সহযোগী জর্জ হারভেগকে নিয়ে জর্জ তখন তার নববধূকে দূরে রেখে কমটেসা মারিয়া নামক এক রহস্যময়ী নারীর সাথে পরকিয়ায় মত্ত। এই মারিয়া ইতোপূর্বে ছিলেন সংগীত কম্পোজার লিজট-এর রক্ষিতা রুগে তার মায়ের কাছে চিঠিতে এ সম্পর্কে লিখেছেন– 'জর্জের এই অনৈতিক জীবনযাপন এবং অলসতার জন্য আমি তাকে স্কাউন্ড্রেল বলে গালি দিলাম এবং এই বলে সতর্ক করলাম যে একজন মানুষ যখন বিয়ে করে তখন তার জানা উচিত যে কী করা যাবে আর কী করা যাবে না মার্কস সে সময় উপস্থিত ছিল কিন্তু সে কোনো কথাই বলেনি। বিদায় নেবার সময় আমাকে বন্ধুর মতোই শুভরাত্রি জানিয়েছে কিন্তু পরদিন সকালে সে আমাকে চিঠিতে লিখল যে হারভেগ একজন জিনিয়াস এবং তার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল তাকে স্কাউন্ড্রেল বলায় মার্কস নিজের ক্ষোভ জানাচ্ছে আর বিবাহ সম্বন্ধে আমার ধারণা নাকি সেকেলে, বিশৃঙ্খল এবং অমানবিক সেদিনের পর থেকে আমাদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ।'

মার্কস নিজে যদিও এই ধরনের মুক্ত যৌনসম্পর্কের সমালোচনা করতেন কঠোর ভাষায়, তবে বন্ধুদের এই রকম দুঃসাহসী গোপন প্রণয়গুলোকে দেখতেন মজা নিয়ে সঙ্গে বোধহয় ছিল কিছুটা ঈর্ষাও। জেনি নিজেও এসম্পর্কে কিঞ্চিৎ ভীত ছিলেন। স্বামীকে দুই মাস ধরে একাকী প্যারিসে রেখে জেনি তখন মাতৃত্বকালীন দিন কাটাচ্ছিলেন ট্রিয়ারে ১৮৪৪ এর আগস্ট মাসে তিনি চিঠিতে লিখলেন– 'আমার বড় ভয় রাজধানী শহরের আকর্ষণ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং উস্কানিগুলোকে।'

তবে জেনির আতঙ্কিত হবার কোনো কারণ ছিল না রাজনীতির ডামাডোলে মত্ত মার্কসের কানে প্যারিসের কাউন্টেসদের স্কার্টের মৃদু খস খস শব্দ কোনো আলোড়ন তুলতে পারেনি।

১৮৪৪ সালের গ্রীষ্মে মার্কস 'ভোরওয়ার্ট' নামক একটি অর্ধ-সাপ্তাহিক কাগজে লেখার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এই সাম্যবাদী পত্রিকাটির অর্থের যোগানদাতা ছিলেন সংগীতজ্ঞ মেয়ারবিয়ার এবং সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন কার্ল

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
লুডভিগ বার্নে। এই পত্রিকাতে তখন লিখতেন হাইনে, হারভেগ, বাকুনিন, রুগেসহ সকল প্রবাসী বিপ্লবী ও কবি-সাহিত্যিক সপ্তাহে একদিন তারা সবাই মিলে বসতেন পত্রিকার পরিচালনা বিষয়ক মিটিং করতে। রু দে মুলিন-এর নিচতলার একটি ঘরে এই সভা বসত পত্রিকার অন্যতম প্রকাশনা-সহযোগী হাইনরিখ বর্নস্টেইন স্মৃতিচারণ করেছেন সেই সভাগুলোর–

'কেউ কেউ বসতেন বিছানার ওপর, কেউ কেউ ট্রাঙ্কের ওপর। অন্যেরা দাঁড়িয়ে থাকতেন বা পায়চারি করতে করতে কথা বলতেন। সবাই প্রচণ্ড ধূমপান করতেন, আর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তর্কাতর্কি চালাতেন অবিরাম। অবিরাম ধূমপান, অবিরাম চিৎকার জানালা খোলা ছিল অসম্ভব। কারণ তাহলে চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে লোক জড়ো হয়ে যেত নির্ঘাৎ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভারী ধোঁয়ায় ঢেকে যেত ঘর। নতুন কেউ ঘরে ঢুকলে বুঝতেই পারত না কে কে আছেন ঘরের মধ্যে এমনকি কিছুক্ষণ পরে, ধোঁয়ার কুয়াশার কারণে আমরা নিজেরাই পরস্পরকে চিনতে পারতাম না।'

ভাগ্যিস রুগে এবং মার্কস কখনো একত্রিত হননি এই সভায়। তাহলে তর্কাতর্কি নিশ্চিত পরিণত হতো ঘুষাঘুষিতে

তবে শত্রুতার প্রকাশ অব্যাহত রইল পত্রিকার পাতায় রুগের কোনো লেখা পত্রিকাতে প্রকাশিত হলে পাল্টা লেখাতে মার্কস প্রচণ্ড ও তীক্ষ্ণ আক্রমণ করতেন। যুক্তির জালে ছিন্নভিন্ন করে দেখিয়ে দিতেন যে রুগে নেহায়েতই একজন মোটা মাথার বুদ্ধিজীবী

'ইয়োরোপের প্রলেতারিয়েতের মধ্যে জার্মান প্রলেতারিয়েত হচ্ছে তাত্ত্বিক, ইংরেজ প্রলিতারিয়েত হচ্ছে অর্থনীতিবিদ এবং ফরাসি প্রলেতারিয়েত হচ্ছে রাজনীতিবিদ মার্কস লিখেছিলেন 'ভোরওয়ার্ট' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে ৩৬ বছর বয়স্ক মার্কস ততদিনে জার্মান দর্শন এবং ফরাসি সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। এবার তিনি ব্রিটিশ রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র নিয়ে সুশৃঙ্খল পড়াশুনা শুরু করলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লেন অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো, জেমস মিল পড়ার সঙ্গে চিরাচরিত অভ্যেসমতো রাখতে শুরু করলেন নোট। সর্বসাকুল্যে ৫০ হাজারেরও বেশি শব্দের এই নোটগুলো পরবর্তীতে প্রকাশিত হয়েছিল 'ইকনোমিক অ্যান্ড ফিলোসফিক্যাল ম্যানুস্ক্রিপ্ট' নামে তবে সেটা মার্কসের মৃত্যুর অনেক পরে। ১৯৩০ সালে সোভিয়েত বুদ্ধিজীবী ডেভিড রিয়াজানভের মাধ্যমে।

মার্কসের অর্থনীতিকে 'স্থূল প্রচারণা' বলে উড়িয়ে দেবার লোকের অভাব নেই। তাদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারও এদের অধিকাংশই আবার মার্কসের কোনো লেখাই পড়েননি তারা অন্তত এই ম্যানুস্ক্রিপ্টটা পড়লে নিজেদের ধারণা থেকে সরে আসতে বাধ্য হতেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ম্যানুস্ক্রিপ্ট শুরুই হয়েছে এই বাক্যটি দিয়ে– 'মজুরি নির্ধারিত হয় শ্রমিক এবং পুঁজিপতির তীব্র দ্বন্দ্বের মাধ্যমে। অবশ্যম্ভাবীরূপেই এই দ্বন্দ্বে জয়ী হয় পুঁজিপতি শ্রমিকদের বাদ দিয়ে পুঁজিপতি বাঁচতে পারে বেশিদিন শ্রমিকদের সেই ক্ষমতা নেই। পুঁজিপতিকে বাদ দিয়ে শ্রমিক বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারে না।'

এই অবস্থাকে বিবেচনায় রেখেই শুরু মার্কসের মতবাদ শ্রমিক পরিণত হয় নিছক আরেকটি পণ্যে। এবং তার শ্রমবিক্রির বাজারটি তার হাতে নেই। বাজারের যে পরিবর্তনই ঘটুক, ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় শ্রমিককেই। সমাজে অর্থের প্রবাহ কমে গেলে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হয় শ্রমিক। তাহলে উন্নতিশীল দেশের ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা কী দাঁড়ায়? মার্কস বলছেন– 'একমাত্র এই সময়টাতেই শ্রমিক কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে। নিজেদের মধ্যে উৎপাদনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে হয় পুঁজিপতিদের এই সময় চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের জোগান কম হয়। কিন্তু...'

এই 'কিন্তু'টাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজি আর কিছুই নয়, তা হচ্ছে শ্রমিকের শ্রমের সঞ্চিত ফল। একটা দেশের পুঁজি এবং রাজস্ব বাড়তে থাকে 'যখন শ্রমিককে দিয়ে বেশি বেশি উৎপাদন করানো হয়, নিজের উৎপাদিত পণ্য তার কাছে অচেনা বিচ্ছিন্ন এক সম্পদ আবার একই সাথে তার বাঁচার উপায় এবং কর্মসুযোগ বেশি বেশি করে পুঁজিপতির হাতে কেন্দ্রিভূত হতে থাকে।' এ যেন একটি বুদ্ধিমান মুরগি দেখতে পাচ্ছে যে তার সবচেয়ে উর্বর সময়টাতেই তাকে প্রজননে অক্ষম করে দেওয়া হচ্ছে আর তার দেওয়া ডিমগুলো তার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে ডিম ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্রই, গরম থাকতে থাকতেই।

আবার অবিরাম উন্নতিশীল একটি সমাজে পুঁজি জমা হওয়ার সাথে সাথে প্রতিযোগিতাও বেড়ে যেতে থাকে। 'বড় পুঁজি ছোট পুঁজিগুলোকে ধ্বংস করে দেয়, এর ফলে ছোট পুঁজির মালিকরা একসময় নিজেরাই শ্রমিকে পরিণত হয়, তখন শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ার কারণে মজুরি আরও কমে যায়। পুঁজি কয়েকজনের হাতে সঞ্চিত হওয়ার কারণে পুঁজিপতির সংখ্যা কমে যায় ফলে পুঁজিপতিদের মধ্যকার প্রতিযোগিতা কমতে থাকে, কিন্তু কাজের সন্ধানে শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়তে থাকে।'

মার্কস এই সিদ্ধান্তে আসেন যে সবচেয়ে দ্রুত উন্নতিশীল পুঁজিবাদী দেশেও শ্রমিকের একমাত্র নিয়তি হচ্ছে 'বাড়তি শ্রম এবং অকাল মৃত্যু, নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবনের কারণে ছাঁটাই, পুঁজির ক্রীতদাসে পরিণত হওয়া

রিকার্ডো এবং স্মিথের প্রতি মার্কসের একধরনের ক্রিটিক্যাল শ্রদ্ধাবোধ ছিল, যেমনটি ছিল হেগেলের প্রতি তিনি তাদের ব্যবহৃত শব্দ এবং যুক্তি দিয়েই তাদের তত্ত্বের দুর্বলতা প্রমাণ করে দিয়েছেন। রিকার্ডো এবং স্মিথের সবচাইতে বড় দুর্বলতা হচ্ছে, 'ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে ধ্রুব ধরে নিয়ে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রে অগ্রসর হওয়া কিন্তু এভাবে এগুলে পুঁজিকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। ক্লাসিক্যাল

দানবীর পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
অর্থনীতি ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে যাত্রাবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করে, যেমন ধর্মতাত্ত্বিকরা পাপের উৎপত্তি হিসেবে ধরে নিয়েছেন শয়তানের প্ররোচনায় আদম এবং ঈভের নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করাকে।'

এরপরই মার্কস পৌঁছান বিচ্ছিন্নতার সূত্র সন্ধানে। শ্রমিকরা এমনসব পণ্যের উৎপাদনে নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে যেগুলোর ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ বা দখল নেই। তার শ্রম এভাবেই পরিণত হয় তার কাছে অচেনা, বিচ্ছিন্ন, ভিন্ন একটি বস্তুতে, যা আবার তার সাথেই দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, পরিণত হয় তারই একধরনের ঘাতকে। মার্কস এটিকে তুলনা করেছেন মেরি শেলির উপন্যাসের ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানবের সাথে, যে কিনা নিজের স্রষ্টাকেই হত্যা করে

নিজের শরীর দিয়েও মার্কস বুঝেছেন, ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানব কতখানি ভয়ংকর। ১৮৬৩ সালের ডিসেম্বরে মার্কসের পিঠে ফোঁড়া এবং কার্বাঙ্কল দেখা দেয় এই যন্ত্রণাদায়ক রোগ থেকে তিনি আমৃত্যু মুক্তি পাননি। তিনি এই কার্বাঙ্কলকে বলতেন 'দ্বিতীয় ফ্রাঙ্কেনস্টাইন'।

নিজের উৎপাদিত পণ্য থেকে শ্রমিকের এই বিচ্ছিন্নতা, যাকে মার্কস বলেছেন 'এলিয়েনেটেড লেবার', তা মানুষের কাছে চিরদিনের এক হেঁয়ালি, তবে এর উৎপত্তি ঘটেছে নির্দিষ্ট একটি উৎপাদন ব্যবস্থায়।

মার্কস এই বঞ্চনার অবসান দেখেছেন কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদের মাধ্যমে।

যৌথ জীবন এবং সম্পদের প্রয়োজনমাফিক বণ্টনকেই যদি মার্কস এই সমস্যার সমাধান বলে মনে করেন, তাহলে রুগে দম্পতির সাথে তার কমিউন টিকল না কেন? উত্তরটা দেবার চেষ্টা করেছেন তার ঘনিষ্ঠজনেরা। তারা বলেছেন, বুর্জোয়া ভদ্রলোকি চালচলন এবং নিয়মনীতি নিয়ে যতই বিদ্রুপ করুন না কেন, মার্কস মানসিকভাবে ছিলেন বুর্জোয়া পিতৃতন্ত্রের প্রতিভূ। যৌবনে পুরুষ সঙ্গীদের সাথে গল্প করার সময় কিংবা মদের আড্ডায় তিনি অনর্গল নোংরা কৌতুক এবং যৌন সুড়সুড়িমূলক গল্প বলে যেতেন। কিন্তু যেখানে মহিলারা উপস্থিত থাকতেন, সেখানে মার্কসের ব্যবহার এবং কথাবার্তার সৌজন্য ভিক্টোরীয় যুগের সৌজন্যতাকেও হার মানিয়ে দিত। ১৮৫০-এর দশকে তার পেছনে লেগে থাকা এক পুলিশের গুপ্তচর বলেছেন 'বুনো এবং অস্থির স্বভাবের হলেও পিতা হিসেবে এবং স্বামী হিসেবে মার্কস ছিলেন অতুলনীয় নম্র এবং মৃদুস্বভাবের।' তার অনেক মদ্যপ রাতের সঙ্গী জার্মান সমাজতন্ত্রী ভিলহেল্ম লিবক্লেখট মার্কসের এই অতি শালীনতাকে সংক্রামক এবং হাস্যকর মনে করতেন 'রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিতর্কের সময় তিনি শালীন-অশালীন কোনো শব্দ ব্যবহারে দ্বিধা করতেন না, প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করার জন্য স্থূল গল্পের বা প্যারাবলের অবতারণা করতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করতেন না কিন্তু মহিলা এবং শিশুদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
উপস্থিতিতে তার ভাষা এবং আচরণ হয়ে উঠত এতটাই শালীন যে কোনো ইংরেজ গভর্নেসের পক্ষেও ত্রুটি বের করা সম্ভব ছিল না। এই রকম পরিস্থিতিতে আলোচনায় কোনো প্রসঙ্গ উঠলে মার্কস অস্থির হয়ে উঠতেন, তার চোখ-মুখ ষোড়শী কুমারীর মতো লাল হয়ে উঠত।'

০৭.

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস এবং মার্কস-এর পারস্পরিক যোগাযোগের সূত্রপাত ১৮৪৪ সালের আগস্টে।

যদিও তাদের আগে একবার দেখা হয়েছিল জার্মানির কোলোন শহরে 'রাইনের সংবাদপত্র' পত্রিকার অফিসে। এঙ্গেলস গিয়েছিলেন মার্কসের সাথে দেখা করতে কিন্তু সেই সাক্ষাৎটি ছিল খুবই শীতল। কারণ হিসেবে কেউ কেউ মনে করেন যে, ঐ সময় এঙ্গেলস বার্লিনের 'দ্য ফ্রি হেগেলিয়ান' নামক একটি গোষ্ঠীর সাথে জড়িত ছিলেন, মার্কস যাদেরকে সহ্য করতে পারতেন না। ঐ গোষ্ঠীর সদস্য এঙ্গেলসও তাই মার্কসের কাছ থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা পাননি তবে এই বিষয়ে মার্কস বা এঙ্গেলস কেউই পরবর্তীতে মুখ খোলেননি আর অনেক আগে থেকেই এঙ্গেলস ছিলেন মার্কসের প্রচণ্ড অনুরাগী ১৮৪২ সালের ১৬ নভেম্বর তিনি যখন মার্কসের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন, সেই সময় ব্রুনো বাউয়ার তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এই বলে যে 'মার্কস প্রলাপ শুরু করলে মনে হবে তার চুলের মধ্যে লুকিয়ে আছে অন্তত দশ হাজার শয়তান।' সেই অনুল্লেখযোগ্য সাক্ষাতের আগেই এঙ্গেলস এবং তার অন্য এক বন্ধু আস্ত একটি কবিতা লিখে ফেলেছিলেন মার্কসের প্রশস্তি গেয়ে। কবিতাটি পাওয়া গেছে নানা হাত ঘুরে–

'কে সে, এত দ্রুত যার চলা, যেন এসেছে সে ঘোড়ায় চেপে?
হ্যাঁ, ট্রিয়ারের লোক, শিরে কালো কেশর, মনে হয় দৈত্য এক
তার হাঁটা শুধু হাঁটা নয়, গোড়ালিতে ভর দিয়ে লাফিয়ে চলা,
ছারখার করে, রাগে ফুঁসে ওঠে, হুংকার দেয়
যেন আকাশটাকে টেনে নামিয়ে আনতে চায় এই পৃথিবীতে
হাত ঝাঁকিয়ে শূন্যে তোলে যতদূর ক্ষমতা তার
মুঠি পাকায়, আস্ফালন করে, উন্মত্ত প্রলাপ বকে যায়
যেন শয়তান আসছে পেছনে হাঁসফাস করতে করতে

১৮৪৪ সালের আগস্ট জেনি তখনো মাতৃত্বকালীন বর্ধিত ছুটি কাটাচ্ছেন ট্রিয়ারে মায়ের কাছে প্যারিসের রু ভ্যানেউতে মার্কস তার ইকনোমিক

আমার বই
পড়বার পাঠক এক হও

নোটবুকগুলো নিয়ে ব্যস্ত। সেই সময় এঙ্গেলস এলেন মার্কসের কাছে তেইশ বছরের এঙ্গেলস সেদিন বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা কর্মসূচির জন্য ইংল্যান্ড থেকে জার্মানিতে যাচ্ছিলেন। পথের মধ্যে প্যারিস। তিনি মার্কসের সাথে দেখা করতে এলেন তার ফ্ল্যাটে। কোলোনের সেই দিনটির পরে প্রায় দুই বছর পেরিয়ে গেছে এঙ্গেলস নিজেও পরিপক্ব হয়েছেন অনেক। 'রাইনের সংবাদপত্রে'র জন্য এঙ্গেলস কয়েকটি লেখা পাঠিয়েছিলেন কিন্তু মার্কসকে প্রকৃতপক্ষে নাড়া দিয়েছিল 'ফরাসি-জার্মানি সাময়িকী'র জন্য পাঠানো কয়েকটি লেখা সেগুলোর মধ্যে ছিল টমাস কার্লাইলের 'পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট' বইটির একটি সমালোচনা এবং 'ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনোমি' শিরোনামের একটি দীর্ঘ রচনা।

অর্থাৎ এবার যখন এঙ্গেলস দেখা করতে এলেন মার্কসের সঙ্গে, তখন এঙ্গেলস সম্পর্কে মার্কসের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছে সম্মানজনক কৌতূহল একটি রেস্তোরাঁয় বসে তারা দীর্ঘক্ষণ আলাপ করলেন ভলতেয়ার এবং দিদেরো নিয়ে এবার মার্কস আমন্ত্রণ জানালেন এঙ্গেলসকে তার বাসায়, আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য এই আলোচনা স্থায়ী হয়েছিল একটানা দশদিন এবং দশরাত। হলো কীর্তিময় এক কিংবদন্তিসুলভ বন্ধুত্বের সূত্রপাত।

এই বন্ধুত্বের মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেনিন পরবর্তীতে লিখেছিলেন– 'পুরনো দিনের কাহিনিগুলোতে এমন অনেক বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত রয়েছে যেগুলো আমাদের অভিভূত করে। ইয়োরোপের প্রলেতারিয়েত একথা বলতে পারেন যে, তাদের বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছেন এমন দুজন জ্ঞানী যোদ্ধা, যাদের পারস্পরিক সম্পর্ক মানবিক বন্ধুত্বের ব্যাপারে প্রাচীনকালের সবচাইতে মর্মস্পর্শী কাহিনিকেও ছাড়িয়ে যায়

ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-এর পরিবার ভুপের্টালে বসবাস করছিলেন দুশো বছর ধরে। প্রথমে তার পূর্বপুরুষের জীবিকা ছিল কৃষিকাজ। পরবর্তীতে তারা কাপড়ের ব্যবসাতে জড়িয়ে পড়েন। তার পিতার নামও ছিল ফ্রেডরিক এঙ্গেলস তিনি পিতৃসূত্রে পাওয়া ব্যবসাকে বহুগুণে বাড়িয়ে তোলেন ম্যাঞ্চেস্টার, বার্মেন এঙ্গেলসকার্চেনে টেক্সটাইল মিল স্থাপন করে। তার পার্টনার হিসেবে ছিলেন আরমেন পরিবারের দুই ভাই।

ফ্রেডরিক জুনিয়রের জন্ম ২৮ নভেম্বর ১৮২০ পরিবারের সবাই তখন ছিল কঠোরভাবে ধর্মপরায়ণ এবং পরিশ্রমী বাড়িতে মুক্ত বাতাস বলতে ছিল তার মা এলিস-এর আনন্দময় হাসিমুখের চলাফেরা তার মায়ের সেন্স অব হিউমার এতই শক্তিশালী ছিল যে 'এমনকি বৃদ্ধা বয়সেও কখনো কখনো তিনি এতটাই হাসতেন যে হাসতে হাসতে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে যেত ' অন্যদিকে বাবা ছিলেন সবসময় সব বিষয়ে সিরিয়াস। তার প্রথম সন্তান যাতে 'সঠিক পথ' থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত না হয়, সেদিকে ছিল তার কড়া নজর ১৮৩৫ এর ২৭ আগস্ট স্ত্রী এলিসের কাছে লেখা এক চিঠিতে সিনিয়র ফ্রেডরিক জানাচ্ছেন– 'ফ্রেডরিককে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
গত সপ্তাহে রিপোর্ট করতে বাড়িতে আনা হয়েছিল। তুমি জান যে তার ম্যানারের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। কিন্তু অতীতে বারবার কঠোর শাস্তি দেওয়া সত্ত্বেও এখনও সে বড়দের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য লালন করতে শেখেনি আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি তার টেবিলে একটি নোংরা বই দেখে তেরো শতকের একটি রোমান্স সম্ভবত পাড়ার লাইব্রেরি থেকে ধার করে এনেছে ঈশ্বর তার হৃদয়কে রক্ষা করুন আমি এই রকম দুই-একটি ব্যাপার নিয়ে খুবই চিন্তিত সেগুলো বাদ দিলে আমাদের এই সন্তান খুবই সম্ভাবনাময়।'

ঈশ্বর এই আবেদনে কর্ণপাত করেছিলেন বলে মনে হয় না অল্পদিনেই এঙ্গেলস-এর টেবিলে আরও অনেক বেশি বিপজ্জনক 'নোংরা বই' দেখা যেতে লাগল

১৮৩৭ সালে স্কুলের হেডমাস্টার ফাইনাল রিপোর্ট দিলেন সিনিয়র ফ্রেভরিককে– 'ছেলেটি বাহ্যিক পেশা হিসেবে পিতৃকুলের ব্যবসাতে যোগ দিতে অনিচ্ছুক নয় তবে ভেতরে ভেতরে তার মনে হয়তো অন্য কোনো বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে

এঙ্গেলস পিতার ব্রেমেন-ফার্মে শিক্ষানবিশ ক্লার্ক হিসেবে যোগ দিলেন কাজ কতটা করছিলেন, জানা যায়নি। তবে সেই সময় নিয়মিত বিয়ার খেয়ে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনর্গল সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ছাদের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যতে কী করবেন তা ভেবে ভেবে দিন কাটত তার কোনো কোনোদিন ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াতেন আশপাশের গ্রামপথে এই সময়েই একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হলো তার কবিতা 'বেদুইন' তবে অচিরেই তিনি কবিতা ছেড়ে মনোনিবেশ করলেন রাজনীতি, দর্শন এবং গদ্যচর্চায়। সেই সময় সবচেয়ে প্রগতিশীল কণ্ঠের অধিকারী তরুণ লেখকরা সকলেই ছিলেন হাইনের অনুসারী তারা দাবি করতেন মত প্রকাশের স্বাধীনতা, নারীর স্বাধীনতা, বিলুপ্তি চাইতেন ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং বিদ্রুপ করতেন জন্মসূত্রে পাওয়া আভিজাত্যকে। এঙ্গেলস তাদের সাথে সহমত পোষণ করতেন বটে, তবে তিনি চাইতেন আরও বেশি বিপ্লবী চিন্তার চর্চা এইসব উদারতাবাদী চিন্তার পেছনে যে কোনো গভীরতা নেই, তা তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারতেন তাই এইসব গ্রুপের সাথে যোগ দিতে পারেননি তিনি নিজেকে জিজ্ঞেস করতেন– 'তাহলে আমি, এই হতভাগা, এখন কী করবে?' এঙ্গেলস লিখছেন এইসময়ের কথা– 'রাতে আমি ঘুমাতে পারি না শতাব্দীর সব মতবাদ আর তত্ত্ব আমার মাথার মধ্যে কিলবিল করে। তথাকথিত স্বাধীনতার স্পিরিট এতই ঠুনকো! আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়ি মানুষের স্বাধীনতা কতদূর এগুল? কিন্তু কোনো অগ্রসরমানতার চিহ্ন পাই না।'

১৮৪১-এর বসন্তে এঙ্গেলস ব্রেমেন ত্যাগ করলেন বার্লিনে মিলিটারি সার্ভিসে যোগ দিতে তরুণ হেগেলপন্থির জন্য বার্লিনকে পছন্দ করার কোনো বিকল্প ছিল না সামরিক উর্দির ক্যামোফ্লেজের আড়ালে এঙ্গেলস প্রতিটা অবকাশ-মুহূর্ত ব্যয় করেছেন র‍্যাডিক্যাল ধর্মতত্ত্ব এবং সাংবাদিকতায় ১৮৪২-এর শরতে তাকে যখন

দানবীর পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ম্যাঞ্চেস্টারে পাঠানো হলো, সেখানেও তিনি একইভাবে দিন কাটিয়েছেন বাইরে বাইরে ভাব দেখিয়েছেন যে সত্যিকারের উত্তরাধিকারী হিসেবে পারিবারিক ব্যবসা শিখছেন গভীর মনোযোগ দিয়ে, কিন্তু মূলত নিরীক্ষা করেছেন মানবসমাজের ওপর পুঁজিবাদের প্রভাব ম্যাঞ্চেস্টার ছিল অ্যান্টি কর্ন লীগের জন্মস্থান, ১৮৪২ সালের দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের কেন্দ্র, চার্টিস্টপন্থিদের ঘাঁটি, উঠতি পুঁজিপতিদের আনাগোনার স্থান পুঁজিবাদের চরিত্র বোঝার জন্য এর চাইতে উপযুক্ত স্থান সেসময়ে আর কোনোটাই নয়। সারাদিন এঙ্গেলস কাটান তাদের পারিবারিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করে, আর রাতে বেরিয়ে পড়েন ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমিক বস্তিগুলোর উদ্দেশে একটু একটু করে লেখেন তার প্রথম মাস্টারপিস বই– 'দি কনডিশন অব দি ওয়ার্কিং ক্লাস অব ইংল্যান্ড', যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৫ সালে এই রকম দরিদ্র এলাকায় তার মতো অভিজাত মানুষের পা পড়ত কালে-ভদ্রে। সঙ্গে থাকতেন তার নতুন প্রেমিকা, লাল চুলের আইরিশ তরুণী মেরি বার্নস। 'লিটল আয়ারল্যান্ড' নামে খ্যাত ম্যাঞ্চেস্টারের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ আর অক্সফোর্ড রোডের সেই সময়ের চিত্র উঠে এসেছে এঙ্গেলস-এর লেখায়– 'সব ধরনের বর্জ্য, পশুর নাড়িভুঁড়ি, নোংরার স্তূপ সবখানে। বদ্ধ পরিবেশ আরও বিষাক্ত হয়ে উঠছে এলাকার চারপাশ ঘিরে থাকা ডজন ডজন কারখানার চিমনির অবিরল ধোঁয়ায় এক দঙ্গল নারী এবং শিশু, নোংরা শুয়োরগুলোর মতোই, এই সব ময়লা স্তূপ আর গর্ত হাতড়াচ্ছে। ভঙ্গুর কুঁড়েঘরগুলোতে এই মানুষরা বাস করছে। জানালাগুলো ভাঙা ফুটো বন্ধ করা হয়েছে অয়েলস্কিন দিয়ে। দরজাগুলোতে পচন এই কুঁড়েঘরবাসীদের চেয়েও খারাপ অবস্থা সেলারগুলোতে যারা বাস করে, তাদের এমন খারাপ কোনো অবস্থায় মানুষ বাস করতে পারে, ভাবাই যায় না। আরও ভয়ংকর ব্যাপার হচ্ছে, এই রকম প্রতিটি ছোট্ট কুঁড়েঘরে কিংবা সেলারে ঠাসাঠাসি করে ঘুমাতে হয় কমপক্ষে ২০ জন মানবসন্তানকে।'

এরপরই একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এঙ্গেলস। তখনকার শ্রমিক পরিবারের অবস্থা বুঝতে ঘটনাটি যথেষ্ট সাহায্য করে

দুটি ছেলেকে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হলো এই অভিযোগে যে ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে ওরা একটা খাবারের দোকান থেকে একটা বাছুরের পায়ের কিছুটা আধাসেদ্ধ মাংস চুরি করেছে এবং ধরা পড়ার আগেই খেয়ে সাবাড় করে ফেলেছে। ম্যাজিস্ট্রেট কিছুটা সহানুভূতিশীল হয়ে তখনই তাদের কোনো শাস্তি না দিয়ে পুলিশকে বললেন আরও তদন্ত করতে তদন্তের রিপোর্টে জানা গেল যে ওরা দুইজন একটা বিধবার সন্তান। ওদের বাবা সামরিক বাহিনীতে কাজ করেছে। পরবর্তীতে পুলিশ বিভাগেও চাকরি করেছে। তার মৃত্যুর পরে সন্তানদের নিয়ে বিধবা চরম দুরবস্থায় দিনাতিপাত করছে। তদন্তকারী পুলিশ তাদের বাসস্থানে গিয়ে দেখেছে যে ছয় সন্তানকে নিয়ে বিধবা ছোট্ট একটা ঘরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আক্ষরিক অর্থেই গাদাগাদি করে দিন কাটায় ঘরে আসবাব বলতে আছে গদিছাড়া দুইটি সোফা, একটা ছোট টেবিল যার দুটো পায়া নেই আর তৈজসের মধ্যে আছে একটা ভাঙা কাপ আর একটা ছোট পাতিল। ঘরে একটা চুলা আছে, যাতে কদাচিৎ আগুন জ্বলে অর্থাৎ রান্না করা হয় না খাবারের অভাবে আর ঘরের এককোণে ঝুলছে অনেকগুলো ছেঁড়া ন্যাকড়া, যেগুলো আগে হয়তো কোনো মহিলার এপ্রন ছিল এখন সেই ন্যাকড়াগুলোই পরিবারের সবার ঘুমানোর একমাত্র বিছানা

মার্কস এবং এঙ্গেলস পরস্পরের সম্পূরক হিসেবে কাজ করেছেন নিখুঁতভাবে প্রথমদিকে মার্কসের মতো অগাধ পাণ্ডিত্য এঙ্গেলস-এর ছিল না কিন্তু পুঁজিবাদের মেশিনারি কীভাবে কাজ করে, সে সম্পর্কে ছিল প্রত্যক্ষ জ্ঞান। তবে 'তত্ত্বের সকল ক্ষেত্রে একত্রে কাজ করার পরিপূর্ণ চুক্তি' কিন্তু দুজনের কাজের আলাদা আলাদা অভ্যেস এবং স্টাইলকে মুছে ফেলতে পারেনি। কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলেছেন যে, এই দুই চরিত্র ছিল থিসিস এবং অ্যান্টি-থিসিসের উদাহরণ এবং সেই জন্যই এতটা কার্যকরী মার্কস লিখতেন খুদে খুদে অক্ষরে, কাটাকুটি থাকত অজস্র, লাইনের মাঝখানে সংশোধনী, অন্যের পক্ষে পাঠোদ্ধার করা দুষ্কর অন্যদিকে এঙ্গেলস-এর পাণ্ডুলিপি ছিল পরিপাটি, ছিমছাম, বাহুল্যবর্জিত, আভিজাত্যমণ্ডিত মার্কস ছিলেন কিছুটা চাপা-বর্ণের, ঝুলে থাকা কাঁধের, নিজেকে ঘৃণায় ছিন্নভিন্ন করা এক ইহুদি। অন্যদিকে এঙ্গেলস ছিলেন লম্বা, ফর্সা, আর্যসুলভ চেহারা মার্কস জীবনযাপন করতেন বিশৃঙ্খলা এবং দারিদ্র্যের মধ্যে অন্যদিকে এঙ্গেলস ছিলেন পারিবারিক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের ফুলটাইম চাকুরে, আবার একই সঙ্গে চালিয়ে যেতেন লেখালেখি এবং পড়াশুনার কাজ এমনকি পরবর্তীতে মার্কসের নামে মার্কিনি পত্রিকাতে নিয়মিত ফিচার লেখার কাজটিও করে গেছেন তিনি তারপরেও তিনি বুর্জোয়া জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যগুলো উপভোগ করার সময় এবং সুযোগ ঠিকই বের করে নিতেন তার আস্তাবলে ছিল ঘোড়া, সেলারে ছিল নানা ধরনের প্রচুর মদ এবং শয্যা উষ্ণ রাখার জন্য ছিল প্রেমিকা বছরের পর বছর মার্কস যেখানে দারিদ্র্য এবং পাওনাদারের তাগাদার মুখে পরিবারকে টিকিয়ে রাখতে সংগ্রাম করেছেন প্রচুর, সেখানে অনেক বছর পর্যন্ত নিঃসন্তান এঙ্গেলস পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করেছেন ব্যাচেলর জীবনের অবাধ আনন্দ।

এতসব আর্থিক, পারিবারিক এবং সামাজিক সুবিধা সত্ত্বেও, এঙ্গেলস জানতেন যে দুজনের মধ্যে তিনি কখনোই প্রধান হতে পারবেন না তিনি কখনোই কর্তৃত্বকারী নন শুরু থেকেই তিনি মার্কসের আনুগত্য মেনে নিয়েছিলেন বুঝে গিয়েছিলেন যে তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব হচ্ছে এই আর্থিকভাবে দরিদ্র মহাপ্রতিভাকে সহায়তা করা এবং সম্পূরক দায়িত্ব পালন করা এক্ষেত্রে তার নিজের মধ্যে কোনো ধরনের অভিযোগ বা ঈর্ষা থাকা চলবে না এই প্রসঙ্গে,

~ www.amarboi.com ~
১৮৮১ সালে, প্রথম সাক্ষাতের চল্লিশ বছর পরে, এঙ্গেলস লিখেছিলেন– 'আমি বুঝে পাই না, কেন একজন জিনিয়াসের প্রতি ঈর্ষা-পরায়ণ হবে মানুষ! জিনিয়াস হচ্ছে ভেরি স্পেশাল, যা আমরা জানি না কীভাবে পাওয়া যায়। তবে জিনিয়াসের প্রতি ঈর্ষা-পরায়ণতা স্রেফ নীচু মনের পরিচায়ক।' মার্কসের কাজগুলোকে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছানো এবং তার বন্ধুত্বকেই নিজের জন্য যথেষ্ট গৌরবের বলে মনে করতেন এঙ্গেলস।

তাদের নিজেদের মধ্যে গোপন করার মতো কোনো কিছুই ছিল না এমনকি যদি নিজের শিশ্নে বড়সড় কোনো ফোঁড়া উঠত, তাহলেও এঙ্গেলসকে তার পরিপূর্ণ বর্ণনা দিতে মার্কসের কোনো দ্বিধা ছিল না

এঙ্গেলস অনেকটা মার্কসের বিকল্প মায়ের ভূমিকা পালন করতেন তার জন্য নিয়মিত পাঠাতেন হাতখরচের টাকা, তার স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীনতার জন্য বকাবকি করতেন, আর বারবার মনে করিয়ে দিতেন মার্কস যেন কিছুতেই তার পঠনপাঠনে অবহেলা না করেন। একেবারে প্রথম দিকের লেখা যে চিঠিটা পাওয়া গেছে, ১৮৪৪ এর অক্টোবরে লেখা, সেটাতেও দেখা যাচ্ছে যে এঙ্গেলস তাড়া দিচ্ছেন মার্কসকে তার পলিটিক্যাল এবং ইকোনমিক ম্যানেস্ক্রিপ্টের কাজ শেষ করার জন্য– 'যে কাজের জন্য তুমি এতদিন মালমসলা সংগ্রহ করেছ তা এখন বিশ্ববাসীর সামনে উন্মুক্ত করার সময় এসে গেছে। স্বর্গের শপথ, এখনই উপযুক্ত সময়!' একই রকম তাগাদা দেখা যাচ্ছে ১৮৪৫-এর জানুয়ারিতে লেখা চিঠিতেও– 'তুমি হয়তো তোমার কাজ নিয়ে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারোনি, তাতে কিছু এসে-যায় না। পলিটিক্যাল ইকোনমি বইটা শেষ করো লোহা গরম থাকতে থাকতেই আঘাতটা করতে হবে আমাদের। এপ্রিলের মধ্যে তোমাকে এটি শেষ করতে হবে, যাতে আমরা খুব দ্রুত ছাপার কাজ শুরু করতে পারি

প্যারিসের প্রথম সাক্ষাতেই ঠিক করা হয় যে তারা দুজনে মিলে একটা বই লিখবেন 'পবিত্র পরিবার' নামে। একসময়ের বন্ধু এবং শিক্ষক ব্রুনো বাউয়ার এবং তার অনুগামীদের মার্কস ব্যঙ্গ করে বলতেন– পবিত্র পরিবার। কেননা এদের আচরণ এবং দাবি ছিল যে তারাই হেগেলের প্রকৃত অনুসারী। এবং হেগেলের মতাদর্শকে রক্ষা করার ক্ষমতা কেবলমাত্র তাদেরই রয়েছে। তারা তাদের অনুমাননির্ভর 'সমালোচনার সমালোচনা'কে ইতিহাসের একমাত্র সক্রিয় উপাদান বলে মনে করতেন এই গোষ্ঠী মেহনতি মানুষ, অর্থাৎ জনসাধারণকে বলতেন 'অসমর্থ জনতা' জার্মানির গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এই গোষ্ঠী ব্যাপক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছিল মার্কস তাই ঠিক করেছিলেন, এদের জবাব দিয়ে তিনি একটি পুস্তিকা লিখবেন 'সমালোচনামূলক সমালোচনার সমালোচনা' নামে এটিই পরবর্তীতে নাম পায় 'পবিত্র পরিবার'

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মার্কস এবং এঙ্গেলস প্রথমে ঠিক করেছিলেন যে পুস্তিকাটি লিখিত হবে সর্বোচ্চ ৪০ পৃষ্ঠার মধ্যে প্যারিসে ১০ দিনের অবস্থানের মধ্যেই এঙ্গেলস তার ২০ পৃষ্ঠা লিখে ফেলেছিলেন বেশ কয়েকমাস পরে এঙ্গেলস সংবাদ পেলেন যে পুস্তিকাটি বড়সড় একটা বইয়ের রূপ লাভ করেছে। সেটির কলেবর ৩০০ পৃষ্ঠারও বেশি তিনি মার্কসকে লিখলেন– 'এই বইয়ে সহ-লেখক হিসেবে আমার নাম দেওয়াটা ঠিক হবে না কারণ আমি প্রকৃতপক্ষে তেমন কোনো অবদান রাখতে পারিনি

তবে এই বইতে লেখক হিসেবে নাম দিতে না চাওয়ার অন্য কারণও ছিল। ১৮৪৫-এর ফেব্রুয়ারির চিঠিতে এঙ্গেলস লিখলেন– 'বইয়ের নতুন নাম (পবিত্র পরিবার) আমাকে গরম পানিতে চুবানোর সুযোগ করে দেবে। আমার ধর্মপ্রাণ অভিভাবক এর মধ্যেই আমার ওপর খুবই বিরক্ত আমার কাছে একটা চিঠি এলেও আমার হাতে পৌঁছানোর আগে সেটি পরীক্ষা করা হয়। আমি স্বাধীনভাবে খেতে পারি না, ঘুমাতে পারি না, ঘুরে বেড়াতে পারি না

এঙ্গেলস একবার ভোর ২টায় বাড়ি ফিরলে সন্দিহান বাবা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, পুলিশ কি তাকে এতক্ষণ আটকে রেখেছিল পিতাকে আশ্বস্ত করে এঙ্গেলস জানালেন যে মোটেই তেমন কিছু ঘটেনি বরং তিনি মোজেস হেস-এর সাথে আলাপ করছিলেন শোনামাত্র পিতার আতঙ্ক আরও বেড়ে গেল তিনি চিৎকার করে বললেন– 'হেস! সর্বনাশ! এমন সব লোকের সাথে তুমি ওঠাবসা করছ!'

'পবিত্র পরিবার' প্রকাশিত হলো ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ১৮৪৫-এর বসন্তে। দেখা গেল, মার্কস এই বইতে শুধু ব্রুনো বাউয়ার এবং তার ভাই এডগার বাউয়ারই নয়, এমন সব ব্যক্তির ওপরেও আক্রমণ শাণিয়েছেন যারা কোনোক্রমেই তার মনোযোগ পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন না তাদের মধ্যে একজন ছিলেন সেই সময়কার জনপ্রিয় সেন্টিমেন্টাল উপন্যাসলেখক ইউজিন সিউ বেচারার অপরাধ, ব্রুনো বাউয়ার তার একটি বইয়ের প্রশংসা করেছিলেন।

০৭.

কিছুদিনের মধ্যেই মার্কস বহিষ্কৃত হলেন ফ্রান্স থেকে।

তিনি যদি কেবলমাত্র হেগেলপন্থিদের বিরুদ্ধে লেখালেখি করতেন, কিংবা দ্বিতীয় সারির উপন্যাসলেখকদের আক্রমণ করেই সন্তুষ্ট থাকতেন, তাহলে তার জীবনটা অনেকখানি স্থিতিশীল হতে পারত কিন্তু মার্কসের রক্তের মধ্যে সবসময়ই কাজ করেছে তার চাইতে অনেকগুণ বেশি শক্তিশালী প্রাণীদের খোঁচানোর প্রবণতা ১৮৪৪ সালের গ্রীষ্মে প্রাসিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডরিক ভিলহেল্ম আততায়ীর হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন তার কয়েকদিন পরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
গ্রীষ্মাবকাশে যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি তার বিশ্বস্ত এবং অনুগত প্রজাদের উদ্দেশে ছোট্ট এক বাণীতে জানালেন– 'যদিও খুব অল্প সময়ের জন্য আমি বিদেশে ছুটি কাটাতে যাচ্ছি, তার আগে রানি এবং আমার হৃদয় যে কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ, সেই কৃতজ্ঞতার কথা না জানিয়ে আমি কিছুতেই দেশের মাটি ছাড়তে পারি না।'

রাজা ফ্রেডরিকের এই বাক্যগুলোকে অন্যভাবে সাজিয়ে মার্কস 'ভোরওয়ার্টস' পাতায় লিখলেন– 'রাজার বক্তব্য থেকে ৩ টি জিনিস পাওয়া যাচ্ছে ১. তিনি মাতৃভূমি ছেড়ে যাচ্ছেন। ২. এই ছেড়ে যাওয়া খুব অল্প সময়ের জন্য। ৩. এবং তিনি অনুভব করছেন যে জনগণকে ধন্যবাদ জানানো দরকার। এই তিনটি জিনিস একত্রে মেলালে যা পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে– রাজা তার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন কেবলমাত্র এই জন্যেই যে তিনি মাতৃভূমি ছেড়ে যাচ্ছেন

বেশ কিছুদিন কোনো প্রতিক্রিয়া না আসায় মার্কস ধরে নিয়েছিলেন যে লেখাটি কারো নজর কাড়েনি। কিন্তু মার্কস জানতেন না যে রাজারা সবকিছুর জন্যই একটা সময় নির্দিষ্ট করে রাখেন ১৯৪৫ সালের ৭ জানুয়ারি একটি রাজকীয় অনুষ্ঠানে প্রুসিয়ার রাজদূত আলেকজান্ডার ফন হামবোল্ট ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ লুইয়ের হাতে ফ্রেডরিকের পাঠানো দুটি জিনিস অর্পণ করলেন। একটি ছিল খুবই মূল্যবান ও কারুকার্যময় একটি পোর্সেলিন-ফুলদানি। দ্বিতীয়টি রাজা ফ্রেডরিকের চিঠি যাতে 'ভোরওয়ার্টস'-এর প্রসঙ্গ টেনে লেখা ছিল, এই রকম পরনিন্দুক রচনা একজন রাজাকে কতখানি অপমান করতে পারে। লুই ফিলিপ স্বীকার করলেন যে ফ্রান্সে জার্মান দার্শনিকের সংখ্যা একটু বেশিই হয়ে গেছে দুই সপ্তাহের মধ্যে 'ভোরওয়ার্টস' পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়া হলো। এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্রাঙ্কো গিজো মার্কসকে ফ্রান্স থেকে বহিষ্কারের আদেশ জারি করলেন।

এবার কোথায়?

ইয়োরোপের মাটিতে মার্কসকে আশ্রয় দিতে রাজি হলেন বেলজিয়ামের রাজা ১ম লিওপোল্ড তবে তিনি দাবি করলেন একটি লিখিত নিশ্চয়তা যাতে এই ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার করতে হবে মার্কসকে লিখতে হলো– 'বেলজিয়ামে বসবাসের অনুমতি লাভের জন্য আমি স্বেচ্ছায় আমার সর্বোচ্চ অঙ্গীকার প্রদান করছি যে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আমি কোনো রচনা প্রকাশ করব না

জেনি কয়েকদিনের জন্য রয়ে গেলেন তাদের আসবাবপত্র এবং কাপড়চোপড় বিক্রি করার জন্য মার্কস প্যারিস ত্যাগ করলেন হেইনরিখ বার্গার্স নামের একজন তরুণ সাংবাদিককে সঙ্গে নিয়ে এই তরুণও প্যারিস ত্যাগ করছে মার্কসের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদ হিসেবে পুরো রাস্তা বার্গার্স চেষ্টা করলেন মার্কসকে মানসিকভাবে চাঙা রাখতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ব্রাসেলস-এ পৌঁছার পরের সকালেই মার্কস কাজে নেমে পড়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন তিনি বার্গার্সকে নাস্তার টেবিলেই তাড়া লাগালেন– 'আজই আমাদের দেখা করতে হবে ফ্রিলিগ্রাথ-এর সাথে।'

ফার্ডিনান্ড ফ্রিলিগ্রাথ ছিলেন রাজা ৪র্থ ফ্রেডরিক ভিলহেল্ম-এর পূর্বতন সভাকবি কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি বেলজিয়ামে পালিয়ে এসেছেন গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য। তার সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ 'কনফেশন অব ফেইথ'কে অভিযুক্ত করা হয়েছে রাষ্ট্রদ্রোহমূলক রচনা হিসেবে।

একই সময়ে বেলজিয়ামে এসে পৌঁছেছেন মোজেস হেস, কার্ল হেইনজেন, সুইজারল্যান্ডের র‍্যাডিক্যাল বিপ্লবী সেবাস্টিয়ান সিলার, প্রাক্তন গোলন্দাজ অফিসার জোসেফ ভাইডেমেয়ার (ইনি মার্কসের বন্ধু ছিলেন আজীবন) এবং একঝাঁক পোলিশ সমাজতন্ত্রী। মার্কসের জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-এর উপস্থিতি। এঙ্গেলস চাইছিলেন বার্মেনের শ্বাসরোধী পরিবেশ থেকে মুক্তি। তাকে সামান্য উৎসাহ দিলেই স্থায়ীভাবে মার্কসের সাথে প্রবাসে থেকে যেতে তৈরি। এসে পড়েছেন জেনির ভাই এডগার ভন ভেস্টফালেনও, যিনি পরিবারের কাছে অপদার্থ হিসেবে বিবেচিত।

কন্যাকে নিয়ে জেনি ব্রাসেলস-এ পৌঁছানোর আগেই মার্কস ফিরে গেছেন তার আগের জীবনযাপনে– পড়া, লেখা, মাতলামি, আর বড় বড় কাজের পরিকল্পনা ভাইডেমেয়ার সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করে বলেছেন– 'আমরা সবাই ছিলাম পাগলের মতো উচ্ছল।' সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত কফির দোকানে কাটানো, রাতে তাস খেলা, আর উন্মত্ত গল্পগুজব।

একমাত্র এই সময়টাতেই মার্কসের হাতে ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ। তিনি প্যারিস ত্যাগের দুইদিন আগে একজন প্রকাশক তার প্রস্তাবিত বই 'পলিটিক্যাল ইকোনমি'র জন্য অগ্রিম প্রদান করেছিলেন ১৫০০ ফ্রাঁ। এঙ্গেলস-এর মাধ্যমে জার্মান ভক্তরা চাঁদা পাঠিয়েছিলেন ১০০০ ফ্রাঁ। এর সাথে এঙ্গেলস নিজের বই 'দি কনডিশন অব দি ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যান্ড' বাবদ যে টাকা পেয়েছিলেন, সবটুকুই তুলে দিয়েছিলেন মার্কসের হাতে। এসবই এঙ্গেলস করেছিলেন এই কারণে যাতে ফ্রান্স থেকে বহিষ্কৃত মার্কস মানসিকভাবে ভেঙে না পড়েন তবে সেইসাথে তিনি একটি দূরদর্শী মন্তব্যও করেছিলেন– 'আমার ভয় হয়, বেলজিয়ামেও তোমাকে হয়রানি করা হবে। তখন ইংল্যান্ডে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া তোমার আর কোনো বিকল্প থাকবে না।'

জেনি, তখন অন্তঃসত্ত্বা, ব্রাসেলস-এ পৌঁছে নিজের হতাশাকে গোপন করতে পারেননি প্যারিসের বিপণীবিতান এবং স্যালনগুলোর তুলনায় তার কাছে ব্রাসেলসকে মনে হয়েছিল নিতান্তই হতশ্রী। জেনির মা এই নতুন প্রবাসে তার কন্যার ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন তিনি এবার ট্রিয়ার থেকে তার অত্যন্ত

দানবীর পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পছন্দের মেইডসার্ভেন্ট হেলেন ডেমুথকে পাকাপাকিভাবে পাঠিয়ে দিলেন জেনির কাছে। হেলেনের বয়স তখন পঁচিশ বছর। এরপর থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত হেলেন ছিলেন মার্কস-পরিবারের সাথে। কৃষক পরিবার থেকে উঠে আসা ছোট-খাটো গড়নের হেলেন ডেমুথ ছিলেন নীল চোখ আর গোলগাল মুখের এক অসম্ভব পরিচ্ছন্ন যুবতি, যিনি চরম আবর্জনাবহুল স্থানকেও পরিচ্ছন্ন করে রাখতে জানতেন। সকল ঝঞ্ঝা এবং চরমতম সঙ্কটের মধ্যেও তিনি মার্কস-পরিবারের সঙ্গেই থেকেছেন। গৃহস্থালি কাজে তিনি ছিলেন অতুলনীয় এবং অক্লান্ত। ১৯২২ সালে একজন ইংরেজ মহিলা তার ছোটবেলায় হেলেন ডেমুথের রান্নার স্মৃতিচারণ করেছেন এইভাবে– 'তার তৈরি জ্যাম টার্ট স্বাদের কারণে এখনও আমার স্মৃতিতে সজীব।' অবশ্যই তিনি কেবলমাত্র তথাকথিত নম্র-ভদ্র চাকরানি ছিলেন না, বরং তিনি তার মনিব পরিবারকে বাঘিনীর হিংস্রতা নিয়ে পাহারা দেবার চেষ্টা করেছেন সবসময়। কোনো অতিথি বেগড়বাই করলে বা অশালীন আচরণ করলে তাকে ঘাড়ধাক্কা দিতেও দ্বিধা করেননি হেলেন আবার মনিব কার্ল মার্কসকেও শাসন করতে পারতেন তিনি। একটি প্রবাদ রয়েছে যে বাড়ির চাকরের চোখে কোনো লোকই মহৎ বলে গণ্য হতে পারে না। হেলেন ডেমুথের চোখেও মার্কস তেমন মস্ত বড় কিছু ছিলেন না মার্কসের জন্য হেলেন নিজের সবকিছু বিলিয়ে দিতে পারতেন। তার স্ত্রী এবং সন্তানদের জন্য প্রয়োজনে শতবার জীবন দিতেও তিনি ছিলেন প্রস্তুত বস্তুত নিজের জীবনটাকে তিনি মার্কস-পরিবারের জন্যই উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু তবু তার উপর মার্কস সবসময় নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে পারতেন না। মার্কসের সব ধরনের বাতিক এবং দুর্বলতার অন্ধিসন্ধি জানা ছিল হেলেনের। তিনি ইচ্ছে করলে মার্কসকে নাচাতে পারতেন নিজের কড়ে আঙুলের ডগায় এমনকি মার্কস কোনো কারণে ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে তর্জন-গর্জন শুরু করলে যখন কেউই তার সামনে যাওয়ার সাহস করে উঠতে পারত না, সেই সময়েও হেলেন অক্লেশে যেতে পারতেন তার সামনে। তার শান্তকণ্ঠের ধমকানিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই গর্জনকারী বাঘ পরিণত হতো সুশীল মেষশাবকে

প্রথম দুইমাস ব্রাসেলস-এ মার্কস এবং পরিবারের সদস্যেরা বসবাস করেছেন হোটেলে, অথবা কোনো কোনো বন্ধুর বাড়িতে। এরপরে তারা শহরের পূর্ব প্রান্তে ৫ রু-দে-আলিয়ানস-এ একটি ছোট বারান্দাঅলা বাড়িতে ওঠেন। জেনি তার কন্যা এবং হেলেন ডেমুথকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন মায়ের কাছে অবকাশ কাটাতে। মার্কসের ওপর দায়িত্ব পড়ল নতুন বাসাটিকে গুছিয়ে-টুছিয়ে বাসযোগ্য করার জেনি অবশ্য ট্রিয়ার থেকে চিঠিতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই চিঠিতে বারবার তিনি ঘরগুলোকে এমনভাবে বিন্যস্ত করার কথা বলেছেন, যাতে 'লেখালেখির কাজ' করতে তার প্রিয় কার্লের কোনো অসুবিধা না হয়, বাচ্চাদের চেঁচামেচিতে তার মনোযোগে যেন বিঘ্ন না ঘটে

~ www.amarboi.com ~

ট্রিয়ার থেকে ফিরে আসার পনেরো দিন পরেই ২৬ সেপ্টেম্বর জন্ম নিল মার্কস এবং জেনির দ্বিতীয় কন্যা, লরা

মার্কস বেলজিয়াম কর্তৃপক্ষকে কথা দিয়েছিলেন যে তিনি সমকালীন রাজনৈতিক বিষয়ে কোনো কিছু লিখবেন না বা প্রকাশ করবেন না। তবে তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে কোনো বাধা নেই। বাধা নেই 'অর্থনৈতিক ইতিহাস' সন্ধানেও। মার্কস ১৮৪৫ সালের গ্রীষ্মে এঙ্গেলসকে সঙ্গে নিয়ে ইংল্যান্ডে গেলেন ৬ সপ্তাহের ভ্রমণে ম্যাঞ্চেস্টার এবং লন্ডনের বিশাল লাইব্রেরি ব্যবহারের উদ্দেশ্যও তাদের ছিল বটে, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ছিল চার্টিস্ট আন্দোলনের নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করা। চার্টিস্ট আন্দোলন ছিল আধুনিক পৃথিবীতে শ্রমিক শ্রেণির প্রথম আন্দোলন ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এঙ্গেলস নিজেও মার্কসের বাসার কাছাকাছি একটা বাসাভাড়া নিলেন, আর আত্মনিয়োগ করলেন ব্রাসেলস-এর বিচ্ছিন্ন সোস্যালিস্টদের একত্রিত করে একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করার কাজে।

মার্কস তথ্যের সন্ধানে লন্ডন গিয়েছিলেন এবং ফিরে এসে ব্রাসেলস-এর মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটাচ্ছেন জেনে প্রকাশক কার্ল লেস্কে আনন্দিত। তিনি আশা করছেন যে গ্রীষ্মের শেষ নাগাদ 'ক্রিটিক অব ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিকস'-এর পাণ্ডুলিপি তিনি হাতে পাবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মার্কস বইটির সূচিপত্রটুকুই শুধু লিখেছেন বাকি কাজে মোটেই হাত দেননি তিনি বরং তখন লিখতে শুরু করেছেন 'জার্মান ইডিওলজি' নামের সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের বই।

এই সময়টিতে মার্কস দর্শন নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে এবং কাজ করতে শুরু করেছেন 'জার্মান ইডিওলজি'র আগেই তিনি লিখেছেন একটি ছোট রচনা যা এখন 'থিসিস অন ফয়েরবাখ' নামে পরিচিত। এখানে তিনি লিখেছেন– 'ফয়েরবাখসহ আগের সকল বস্তুবাদী দার্শনিকের প্রধান ত্রুটি হচ্ছে– তারা বস্তু, বাস্তবতা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাকে দেখেছেন কেবলমাত্র অবজেক্ট হিসেবে, অথবা চিন্তা হিসেবে কিন্তু কখনোই তারা দেখেননি সচেতন মানবীয় কর্মের ফলাফল বা প্র্যাকটিস হিসেবে ফয়েরবাখ অবশ্য ধর্মের ইহজাগতিক ভিত্তি ফাঁস করে দিয়েছেন, আবার একই সাথে ইহজাগতিকতাকে বিমূর্ত মেঘের ভেলায় ভাসিয়ে দিয়েছেন 'প্রশ্ন হচ্ছে বাস্তব সত্যকে কি মানুষের মনের ওপর আরোপ করা যায়?' মার্কস যুক্তি দেখালেন– 'এটি তত্ত্বের প্রশ্নই নয়, পুরোপুরি প্রায়োগিক ব্যাপার সব ধরনের সামাজিক জীবনই প্রকৃতপক্ষে প্রায়োগিক ব্যাপার।'

এরপরেই তিনি উচ্চারণ করেন সেই অমোঘ উক্তি– "এতদিন যাবৎ দার্শনিকরা পৃথিবীকে নানা উপায়ে কেবল ব্যাখ্যাই করে এসেছেন। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে– পৃথিবীকে পাল্টানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রয়োগ ছাড়া তত্ত্বকে মার্কস বলেছেন 'বুদ্ধিবৃত্তিক স্বমেহন বা হস্তমৈথুন' যা হয়তো যথেষ্টই আনন্দ দান করতে পারে, কিন্তু পরিণতিতে তা বন্ধ্যা, কোনোকিছুই উৎপাদন করতে পারে না

১৮৪৫ সালের শীতে শুরু করে ১৮৪৬ সালের শেষ পর্যন্ত মার্কস-এঙ্গেলস ব্যস্ত রইলেন 'জার্মান ইডিওলজি' নিয়ে।

এই বইটাও শুরু হয়েছে মার্কসের স্বভাবসুলভ দৃষ্টি আকর্ষণী বাক্যবন্ধ দিয়ে– 'এযাবৎ মানুষ নিজের সম্পর্কে নিজেরা কেবলমাত্র ভুল ধারণারই জন্ম দিয়েছে। ভুল ধারণার জন্ম দিয়েছে মানুষ নিজে ঠিক কী এবং তাদের ঠিক কেমন হওয়া উচিত তা নিয়েও তারপরেই তিনি উত্থাপন করেছেন তীক্ষ্ণভেদী একটি অনুগল্পের– 'একসময় এক সাহসী চিন্তাবিদের ধারণা ছিল যে মানুষ পানিতে ডুবে যায় কেবলমাত্র ল অব গ্রাভিটির কারণে মানুষ যদি মাথা থেকে এই তত্ত্বের ধারণাটি দূর করে দিতে পারে, মনে করে যে এটি নিছক একটি কুসংস্কার বা ধর্মীয় চিন্তা, তাহলেই সে পানির বিপদ থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে যাবে। সেই তাত্ত্বিক সারাজীবন ধরে অভিকর্ষ বা গ্রাভিটির মায়া বা ইল্যুশনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন, আর এই কাজে তিনি সংগ্রহ করেছেন অসংখ্য তথ্য এবং উপাত্ত। আমাদের সময়ে জার্মানির সকল বিপ্লবী দার্শনিক হচ্ছেন সেই মহান সাহসী চিন্তাবিদের সগোত্র।

এই চিন্তাবিদরা আদতে ভেড়া হলেও নিজেদের নেকড়ে বলে মনে করেন, আর তাদের নিষ্প্রাণ ভ্যা ভ্যা ডাক হচ্ছে মূলত জার্মান মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিন্তারই অনুকরণ

মার্কস-কথিত এই ভেড়াদের একজন হচ্ছেন লুডভিগ ফয়েরবাখ অন্যজন হচ্ছেন ব্রুনো বাউয়ার– 'সেইন্ট ব্রুনো'। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই গ্রন্থের প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠা ব্যয় করা হয়েছে ম্যাক্স স্টার্নার নামক অখ্যাত একজন অ্যানার্কি-মনোভাবাপন্ন হেগেল-সমর্থকের মূর্খতা প্রতিপন্ন করার জন্য। এই ম্যাক্স স্টার্নার বলেছিলেন যে বীরত্বের অহমিকা এবং নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা একজন মানুষকে বিভিন্ন ধরনের কাল্পনিক নিপীড়ন থেকে মুক্ত করতে পারে

তবে 'জার্মান ইডিওলজি'ই হচ্ছে সেই গ্রন্থ যেখান থেকে মার্কস-এঙ্গেলস নিজেদের ঐতিহাসিক বস্তুবাদী মতবাদ নিয়ে যাত্রা শুরু করেছেন। এই গ্রন্থেই প্রথম সূত্রায়িত হয় ইতিহাসের বস্তুবাদী উপলব্ধির মূল ধারাসমূহ। ফয়েরবাখ দাবি করতেন যে 'মানুষ হচ্ছে তাই, যা সে খেয়ে থাকে।' মার্কস দাবি করলেন যে 'মানুষ হচ্ছে তাই যা সে উৎপাদন করে– এবং যেভাবে উৎপাদন করে।'

'জার্মান ইডিওলজি' হচ্ছে সেই গ্রন্থ যেখানে মার্কস তুলে ধরেছেন আগামী দিনের কমিউনিস্ট সমাজের প্রধান প্রধান রূপরেখা। আগের সব ধরনের সমাজে মানুষকে থাকতে হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজ বিকাশের শক্তির অধীনে। ঐসব সমাজের সাথে সাম্যবাদী সমাজের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে– সাম্যবাদী সমাজেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মানুষ প্রথম উৎপাদন, বিনিময়, আর নিজস্ব সামাজিক সম্পর্কের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারবে বিলুপ্ত হবে মানসিক ও কায়িক শ্রমের পার্থক্য, শহরের এবং গ্রামের পার্থক্য

এই বই পড়ার পরে একজন চতুর লোক মার্কসকে অপ্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে জনসমক্ষে প্রশ্ন করেছিল– সাম্যবাদী সমাজে কে জুতা পালিশ করবে? মার্কস সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন– তুমি।

এত মনোযোগ এবং পরিশ্রমের ফসল বইটির কোনো প্রকাশক জোটেনি মার্কসের জীবদ্দশায়। তা নিয়ে তেমন খেদ ছিল না মার্কস বা এঙ্গেলস-এর মনে। অনেক বছর পরে এই পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে মার্কস বলেছিলেন– 'আমরা অনেকটা ইচ্ছা করেই পাণ্ডুলিপিটা ইঁদুরের দাঁতে কাটার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলাম কারণ আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের কাছে এই বিষয়ের পরিষ্কার বোধগম্যতা। সেই উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গিয়েছিল বইটি লিখতে লিখতে

তাত্ত্বিক বিষয়টাতে নিশ্চিত হওয়ার পরপরই মার্কস এবং এঙ্গেলস নেমে পড়লেন বাস্তবায়নের কাজে

দেশান্তরী জার্মান-কমিউনিস্টদের প্রথম সংগঠন 'লীগ অব আউট ল' নামে পরিচিত ছিল। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় প্যারিসে ১৮৩৪ সালে। সদস্য ছিল মূলত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা এঙ্গেলস এদেরকে বলতেন– 'ঝিমুনিধরা প্রাণী' কিছুদিনের মধ্যে এরা সবাই সংগঠন ছেড়ে চলে যায়। ১৮৩৬ সালে গঠিত গোপন সংগঠন 'লীগ অব জাস্ট'-এর সদস্যরা সন্ধ্যা থেকে অনেক রাত অব্দি কাটিয়ে দিতেন জার্মান শাসকদের উৎখাতের জন্য অভ্যুত্থান এবং ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করে এরা মূলত ছিলেন অষ্টাদশ শতকের ইউটোপিয়ান দার্শনিক গ্রেকাস বাবেফ-এর সমতাবাদী মতাদর্শের অপকৃ অনুসারী ১৮৩৯ সালের মে মাসে প্যারিসে একটা জোড়াতালির আন্দোলনের পরে এরা পালিয়ে চলে যান লন্ডনে। সেখানে তারা তাদের গোপন সংগঠনের উন্মুক্ত অংশটির নাম দেন 'জার্মান ওয়ার্কার্স এডুকেশনাল সোসাইটি' এই সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের মধ্যে একজন ছিলেন কার্ল স্যাপার ইনি ছিলেন প্রেসের কম্পোজিটার। কখনো কখনো কাজ করতেন বন বিভাগেও। স্যাপার ১৮৩৩ সালে ফ্রাঙ্কফুর্ট পুলিশ স্টেশনে হামলার সাথে জড়িত ছিলেন। আরেক সদস্য, ফ্রাঙ্কোনিয়া থেকে আসা, পেশায় মুচি, হেইনরিখ বাউয়ার ছিলেন খুবই কৌতুকপ্রিয় এবং হাস্যময়। আর ছিলেন জোসেফ মল। কোলোনের ঘড়িনির্মাতা। মাঝারি গড়নের, কিন্তু শক্তি আর সাহস ছিল প্রচণ্ড এঙ্গেলস লিখেছেন– 'স্যাপার এবং মল দুজনে দরজায় দাঁড়িয়ে বিরোধীপক্ষের শত শত লোককে ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন।' ১৮৪৯ সালে জার্মানির বাডেন বিদ্রোহের সময় জোসেফ মল সম্মুখযুদ্ধে গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এঙ্গেলস এই তিন বিপ্লবীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন লন্ডনে ১৮৪৩ সালে। এরা ছিলেন এঙ্গেলস-এর দেখা প্রথম শ্রমিক শ্রেণি থেকে উঠে আসা বিপ্লবী। সুশিক্ষিত বুর্জোয়া যুবক এঙ্গেলস-এর চোখে এদের দর্শনচিন্তার সরলতা এবং সংকীর্ণতা ঠিকই ধরা পড়েছিল কিন্তু তার চাইতেও তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই তিনজনের মধ্যে 'সত্যিকারের মানুষ' আবিষ্কার করার আনন্দ তদুপরি এই তিন নেতার ছিল সত্যিকারের কার্যকর কর্মীসত্তা এবং যোগ্যতা। তারা লন্ডনে 'লীগ অব জাস্ট'কে একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করেছিলেন। পাশাপাশি সুইজারল্যান্ড, জার্মানি এবং ফ্রান্সেও সমর্থকদের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। যেসব অঞ্চলে শ্রমিক সংগঠন আইনত নিষিদ্ধ ছিল, সেই জায়গাগুলোতে এরা কাজ চালিয়ে যেতেন গানের দল কিংবা স্পোর্টিং ক্লাবের ছদ্মাবরণে

এই বিপ্লবীরা যদিও প্যারিসকে বিপ্লবের মাতৃভূমি বলে সম্মান জানাতেন, কিন্তু ফরাসি দর্শনের প্রতি তাদের আগের মতো শ্রদ্ধা বা অন্ধ আনুগত্য ছিল না কারণ সেই সময় তাদের নিজেদেরই একজন দার্শনিক নেতা ছিলেন। তার নাম ভিলহেল্ম ভাইটলিং। পেশায় একজন ভ্রাম্যমাণ দর্জি। তার লেখা বই 'ম্যানকাইন্ড অ্যাজ ইট ইজ অ্যান্ড অ্যাজ অট টু বি' প্রকাশিত হয়েছে লীগেরই উদ্যোগে ১৮৩৮ সালে।

জার্মান এক ধোপানির অবৈধ সন্তান ভাইটলিং-এর চালচলনে প্রকাশ পেত ধর্মভীরু একজন শহীদের বেদনাময় অভিব্যক্তি। কিন্তু তিনি এই গ্রুপের কাছে ছিলেন প্রচণ্ড শ্রদ্ধেয়। ফ্রেডরিক লেসনার নামক একজন লীগ-সদস্য লিখেছেন-- 'আমাদের সার্কেলে তিনি সীমাহীন শ্রদ্ধার আসনে আসীন ছিলেন। আমাদের সকলের কাছেই তিনি ছিলেন আইডল।' ইয়োরোপজুড়ে ঘুরে বেড়াতেন তিনি। তার শিষ্য ছিল সব দেশেই। ফলে তারা একটি মোটামুটি শক্তিশালী মাল্টিন্যাশনাল ব্রিগেড গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৮৩৯ সালের ফরাসি বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে তিনি সুইজারল্যান্ডে পালিয়ে যান। সেখানে জেনেভা এবং জুরিখে 'লীগ অব জাস্ট'-এর শাখা গড়ে তোলায় অচিরেই তিনি সুইস কর্তৃপক্ষের চোখে পড়ে যান। তার বাসস্থানে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ খুঁজে পায় 'দি গসপেল অব এ পুওর সিনার' শিরোনামের একটি আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপি সেখানে তিনি নিজেকে তুলনা করেছেন যিশুখ্রিষ্টের সাথে, যিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস দেখানোর অপরাধে। এই পাণ্ডুলিপির কারণে তাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হলো মেয়াদ শেষে ফেরৎ পাঠানো হলো জার্মানিতে। সেখানেও অবিলম্বে তাকে গ্রেপ্তার করা হলো বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণে অংশ না নেওয়ার অভিযোগে ভাইটলিং ১৮৪৪ সালে ছত্রিশ বছর বয়সে লন্ডনে এলেন ততদিনে তিনি জার্মান দেশান্তরী সমাজতন্ত্রী এবং ব্রিটিশ চার্টিস্টপন্থিদের মধ্যে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়ে গেছেন নিজে দর্জি হওয়ায় ভাইটলিং তার পরনের স্যুটগুলো তৈরি করাতেন খুবই মার্জিত এবং অভিজাত কাটিং-য়ে। তার

~ www.amarboi.com ~
ট্রাউজারের একটি পায়া সবসময় খাটো করে বানানো হতো। সেই পায়ে ছিল জেলখানায় পরানো ডাণ্ডাবেরির স্থায়ী দাগ। ট্রাউজারের ঝুল খাটো করার উদ্দেশ্য, সবাই যাতে তার পায়ের এই শিকল বা ডাণ্ডাবেরির দাগ সহজেই দেখতে পায়

ভাইটলিং তার রাজনৈতিক মতবাদ ও কর্মসূচির সারমর্ম লিখেছিলেন 'গ্যারান্টিজ অব হারমোনি অ্যান্ড ফ্রিডম' নামক বইতে। সেখানে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে যে– 'আমরা আকাশের পাখিদের মতো স্বাধীন হতে চাই। আমরা তাদের মতোই জীবনের সর্বত্র বিচরণ করতে চাই। ভাবনাহীন আনন্দময় বিচরণ এবং সম্প্রীতিতে বাঁচতে চাই।'

এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে কী করতে হবে? ভাইটলিং সেই সমাধানও বাতলে দিয়েছেন বইতে। তৈরি করতে হবে ৪০,০০০ সদস্যের একটি শক্তিশালী বাহিনী বাহিনীর সব সদস্যই হবে কয়েদখাটা চোর এবং ডাকাত। কারণ এদের মনের মধ্যে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিপক্ষে। সেই আগুন বুকে নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে ক্ষমতাসীনদের ওপর, তাদের টেনে নামাবে শাসকের চেয়ার থেকে এবং সূচনা করবে একটি নতুন স্বাধীন এবং সম্প্রীতিময় সমাজের। ভাইটলিং আরও লিখেছেন– 'অপরাধীরা হচ্ছে বর্তমান শাসনব্যবস্থার অনিবার্য সৃষ্টি। সমাজে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হলে অপরাধী তৈরির প্রক্রিয়াই চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।' ভাইটলিংয়ের প্রস্তাবিত সমাজে সকল সদস্যই নির্দিষ্ট ডিজাইনের পোশাক পরবে (ডিজাইন অবশ্যই তিনি করবেন)। কেউ যদি অন্য কোনো ডিজাইনের কাপড় পরতে চায় তাহলে তাকে ওভারটাইম বা অতিরিক্ত সময় কাজ করে সেই কাপড়ের মূল্য সংগ্রহ করতে হবে। সবাইকে খেতে হবে কমিউনের ক্যান্টিনে, যদিও বাসন-কোসন কী ধরনের হবে তা এখনও নির্দিষ্ট করা হয়নি। (এই লীগের কয়েকজন সদস্যের সাথে আলোচনায় বসেছিলেন এঙ্গেলস। তার মন্তব্য ছিল– এই দর্জিগুলো সত্যিকারের হতবুদ্ধিকর জীব। ওরা এখন সত্যি সত্যিই গভীর মনোযোগের সাথে ছুড়ি-কাঁটা নিয়ে ভেবে চলেছে) কোনো সদস্যের বয়স পঞ্চাশ পূর্ণ হলে তাকে শ্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে, পাঠানো হবে অবসরপ্রাপ্তদের জন্য নির্মিত আরেকটি কলোনিতে।

এই রকম আবোল-তাবোল কথা শুনলে মার্কসের কেমন প্রতিক্রিয়া হবে, তা সহজেই অনুমান করা যায় কিন্তু তিনি এই লোকটির প্রকাশ্য সমালোচনায় নামতে একটু দ্বিধা করছিলেন কারণ, ১৮৪৪ সালেই যদিও তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে 'জার্মান প্রলেতারিয়েত হচ্ছে ইয়োরোপের প্রলেতারিয়েতের তাত্ত্বিক', কিন্তু সত্যি কথাটা হচ্ছে তখনো পর্যন্ত জার্মান শ্রমজীবী শ্রেণির খুব অল্প মানুষকেই তিনি চিনতেন (১৮৪৫ সালের মার্চ মাসে এঙ্গেলস তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন– 'প্রলেতারিয়েতরা ঠিক কীভাবে জীবন যাপন করে, আমরা এখনও সেটি খুব ভালোভাবে জানি না')

দানবীর পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তবে মার্কসকে খুব বেশি কিছু বলতে হয়নি। ভাইটলিং লন্ডনে আসার কিছুদিনের মধ্যেই স্যাপার, বাউয়ার এবং জোসেফ মল অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেও জানিয়ে দিলেন যে তার চিন্তার ভিত্তি খুবই নড়বড়ে ভাইটলিং প্রচণ্ড কষ্ট পেলেন একথা জেনে যে, এরা তার প্রস্তাবিত অনেকগুলো প্রতিভাদীপ্ত কর্মসূচিতে অংশ নিতে রাজি নন। সেগুলোর মধ্যে ছিল– বিশ্ববাসীর জন্য একটি সার্বজনীন ভাষার উদ্ভাবন করা এবং এমন একটি মেশিন আবিষ্কার করা যা মহিলাদের স্ট্র হ্যাট তৈরি অনেক সহজ করে দেবে

ভাইটলিং সবচাইতে বেশি দুঃখ পেলেন এই কথা জেনে যে এরা তাকে তাদের সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত করতে রাজি নয়। ভগ্ন হৃদয়ে তিনি ১৮৪৬ সালের শুরুর দিকে লন্ডন থেকে ব্রাসেলস অভিমুখে যাত্রা করলেন

'আমরা এখানে কেমনভাবে দিন কাটাচ্ছি তা জানলে তুমি কমিউনিস্টদের সম্পর্কে অবাক হয়ে যাবে ফেব্রুয়ারি মাসে জোসেফ ভাইডেমেয়ার চিঠিতে লিখলেন তার প্রেমিকাকে– 'ক্রাউন দ্য ফলি মার্কস, ভাইটলিং, মার্কসের শ্যালক এবং আমি সারারাত দাবা খেললাম সবার আগে অবশ্য ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ভাইটলিং। রাতে মার্কস এবং আমি ঘরের সোফাটিতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা ঘুমালাম। পরের সারাটা দিন মার্কস তার স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে কাটিয়ে দিলেন স্রেফ আলসেমি করে পরদিন সকালে আমরা গেলাম একটা সরাইখানায় সেখান থেকে ট্রেনে চেপে গেলাম ভাইলওয়ার্ড নামের একটি ছোট্ট এলাকায়। দুপুরের খাবার সেখানেই। সারাটা দিন আমোদে কাটিয়ে বাড়িতে ফিরলাম রাতের শেষ ট্রেন ধরে।'

অবশ্য ভাইটলিং এই ট্রেনযাত্রায় সঙ্গী হননি তার সম্মানজনক অবস্থান ক্ষুণ্ন হতে পারে ভেবে তিনি সবসময়ই সাবধানে চলাফেরা করতেন। তার কাছে এই ধরনের আমোদ-প্রমোদ বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীসুলভ মনে হয়েছিল এঙ্গেলস এই সময় ভাইটলিং প্রসঙ্গে লিখেছেন– 'তিনি এখন মহামানব, পয়গম্বর ঘুরে বেড়ান দেশে দেশে। তার পকেটে থাকে পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করার প্রেসক্রিপশন সেটিকে অবশ্য তিনি খুবই সাবধানে লুকিয়ে রাখেন কারণ তার ধারণা পৃথিবীর সবাই সেই প্রেসক্রিপশন হাতিয়ে নেবার জন্যে উন্মুখ

ভাইটলিংয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময় হাইনরিখ হাইনে রীতিমতো অপমানিত বোধ করেছিলেন হাইনে বলছেন– 'তার সাথে কথা বলার সময় অসম্মানজনক আচরণ দেখে হতবাক হয়ে যেতে হয়। আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ানো সত্ত্বেও আমাকে দেখে সে উঠে দাঁড়াল না, টুপি খুলল না, বরং বসে থাকল নগ্ন ডান হাঁটু উঁচু করে জেলখানায় তার ওপর যে অত্যাচার করা হয়েছিল, সেই ক্ষতস্থান দেখানোর জন্য সে উদগ্রীব

তার পায়ের ক্ষত বা ডাণ্ডাবেড়ির দাগ হাইনের মনে কোনো রেখাপাতই করল না এই কবি হাইনে নিজেই একবার মুনস্টার সিটি হলে রক্ষিত একটি চেইন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
এবং সাঁড়াশিতে চুম্বন করেছিলেন সেই চেইন-সাঁড়াশি দিয়ে নির্যাতন করা হয়েছিল লেইডেন-এর জনকে। জন নিজেও ছিলেন একজন দর্জি। কিন্তু অপর একজন দর্জির পায়ে একই রকম ক্ষতচিহ্ন দেখে হাইনের কোনোই ভাবান্তর ঘটল না। বরং এই দেখানেপনায় প্রচণ্ড বিরক্তিতে ছেয়ে গেল তার মন

মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর বিরক্তিও কোনো অংশে কম ছিল না। বিশেষ করে যখন ভাইটলিং তাদের সম্বোধন করতেন 'মাই ডিয়ার ইয়াং ফেলোস' বলে, তখন ক্রোধ সামলে রাখতে হিমসিম খেতেন দুজনেই ভাইটলিংকে তারা তখনকার মতো মাফ করে দিতেন কেবলমাত্র তার দীর্ঘ কারাভোগের দুর্দশার কথা চিন্তা করে ১৮৪৬ সালের শুরুর দিকে তারা ভাইটলিংকে আমন্ত্রণ জানালেন ব্রাসেলস-এর নতুন কমিউনিস্ট করেসপন্ডেনস কমিটিতে প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হিসেবে যোগ দেবার জন্য আঠারো জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত হলো এই কমিটি স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন কার্ল মার্কস, ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, জেনি মার্কস, এডগার ভন ভেস্টফালেন, ফার্ডিনান্ড ফ্রিলিগ্রাথ, জোসেফ ভাইডেমেয়ার, মোজেস হেস, হেরম্যান ক্রিগ, ভিলহেল্ম ভাইটলিং, আর্নস্ট ড্রঙ্কি, লুইস হেইলবার্গ, জর্জ ভিরথ, সেবাস্টিয়ান সিলার, ফিলিপ্পে গিগট, ভিলহেল্ম ভলফ, ফার্ডিনান্ড ভলফ, কার্ল ভালাউ, স্টিফেন বর্ন

অবশ্য আমরা সারা পৃথিবীর কমিউনিস্ট এবং বামপন্থি সংগঠনগুলোর ক্রমাগত ভাঙন দেখতে যেমন অভ্যস্ত, সেই প্রথম কমিটিও অচিরেই ভাঙনের মুখোমুখি হলো কয়েক মাসের মধ্যেই এই কমিটি থেকে কাউকে কাউকে বহিষ্কার করা হয়। সেই তালিকার প্রথম নামটি ছিল– ভিলহেল্ম ভাইটলিং

১৮৪৬ সালের ৩০ মার্চ মার্কসের বাড়িতে এই কমিটির সভায় অংশ নিয়েছিলেন আধা ডজন সদস্য পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একজন তরুণ রুশ পর্যটক পাভেল আনেনকভ নামক এই তরুণ ছিলেন একজন নন্দনতাত্ত্বিক তিনি সোসালিস্ট না হলেও মার্কসের অনুরাগী ছিলেন প্যারিস থেকে মার্কসের এক বন্ধুর চিঠি নিয়ে তিনি ব্রাসেলস এসেছিলেন মার্কসের সাথে দেখা করতে তার মনে গভীর ছাপ ফেলেছিলেন কার্ল মার্কস পাভেল লিখেছেন– 'মার্কসকে দেখলেই মনে হয় ইচ্ছাশক্তি, কর্মক্ষমতা আর অকল্পনীয় দৃঢ়তায় পূর্ণ একজন মানুষ তাকে দেখামাত্র অন্যদের থেকে আলাদা ভাবে সনাক্ত করা যায় মাথায় এলোমেলো ঘন কালো চুল, হাত দুটো লোমশ, কোটের বোতাম ঠিকমতো লাগানো নাই– কিন্তু তা সত্ত্বেও তার উপস্থিতি শ্রদ্ধার উদ্রেক করে এক্ষেত্রে তার সাজপোশাক কিংবা সময় কোনো ভূমিকাই রাখতে পারে না তিনি কথা বলেন অনুজ্ঞাসূচকভাবে এবং সেইসব কথার প্রতিবাদ করা প্রায় অসম্ভব। তার কণ্ঠস্বর থেকে বোঝা যায় নিজের মিশন সম্পর্কে তিনি কতটা নিশ্চিত তার কণ্ঠস্বরই অন্যের মনের ওপর তার স্থায়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য

দানবীর পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
যথেষ্ট। অর্থাৎ, মার্কসের সামনে দাঁড়ানো মানে হচ্ছে একজন গণতান্ত্রিক একনায়কের মূর্ত প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা

অন্যদিকে সবসময় সপ্রতিভ ভাইটলিংকে কখনোই শ্রমিক শ্রেণির নায়ক বলে মনে হয়নি পাভেলের। বরং মনে হয়েছিল 'ভ্রাম্যমাণ বিজনেসম্যান'

পাভেলের দেওয়া সেই সভার বর্ণনায় পাওয়া যাচ্ছে যে প্রাথমিক সৌজন্য-আলাপের পর বিপ্লবের পথ নিয়ে আলোচনা শুরু হলো দীর্ঘদেহী, ঋজু, অভিজাত্যমণ্ডিত এঙ্গেলস শুরুতেই প্রস্তাব করলেন যে তাদের সকলের উচিত শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থে একটি সুনির্দিষ্ট মতাদর্শকে ভিত্তি করে সংগঠনে এবং আন্দোলনে এগিয়ে যাওয়া এঙ্গেলস-এর বক্তব্য শেষ হতে না হতেই মার্কস টেবিলের অপর পারে তার মুখোমুখি বসা ভাইটলিংকে প্রশ্ন করলেন– আপনি তো জার্মানিতে অনেক আলোড়ন তুলেছেন পাদ্রিগিরি করে। তা বলুন শুনি, আপনার সেইসব কাজের পেছনে কোন আদর্শ কাজ করেছে? আর ভবিষ্যতে আপনার কাজ ঠিক কী ধরনের ফল দেবে বলে আপনি আশা করেন?

ভাইটলিং সম্ভবত এই রকম সরাসরি প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি একটু অপ্রস্তুতভাবে তার দীর্ঘ বয়ান শুরু করলেন। বারবার নিজের বাক্য রিপিট করছিলেন তিনি, থেমেও যাচ্ছিলেন বারবার। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি এই কথাটাই বলার চেষ্টা করলেন যে তিনি নতুন কোনো অর্থনৈতিক পদ্ধতি প্রণয়নের কথা ভাবছেন না, বরং যেগুলো প্রচলিত রয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকেই সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতিকে তিনি বেছে নিতে চান।

মার্কস এবার সরাসরি আক্রমণে নামলেন– কোনো বিজ্ঞানসম্মত ধারণা অথবা গঠনমূলক মতাদর্শ ছাড়া শ্রমিক শ্রেণিকে আন্দোলন করতে বলা হচ্ছে ভণ্ডামি এবং অসততা মুখ ব্যাদান করে থাকা গাধারাই কেবল এমনটি করতে পারে।

ভাইটলিং-এর ফ্যাকাশে গাল দুটো মুহূর্তে লাল হয়ে উঠল। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন যে যে মানুষের ডাকে ন্যায়বিচার এবং শান্তির দাবিতে শত শত মানুষ মিছিল করেছে রাজপথে, তার সাথে এমন ব্যবহার কোনোমতেই কাম্য হতে পারে না। তিনি মনে করিয়ে দিলেন যে তার কাজের প্রশংসা করে শত শত মানুষ চিঠি লিখেছে। সেই সাথে তিনি একথাও বললেন যে টেবিল গরম করে মতাদর্শের নামে আলোচনা কিংবা সমালোচনার চাইতে তার মধ্যপন্থি কর্মসূচিই বরং দুঃখী, নির্যাতিত মানুষের জন্য বেশি ফলদায়ক

এমন কথা সহ্য করা মার্কসের পক্ষে অসম্ভব। তিনি রাগের চোটে টেবিলে এত জোরে ঘুষি মারলেন যে পুরো টেবিল ঝনঝন করে উঠল চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন– মনে রাখবেন, মূর্খতা কোনোদিন কারো কাজে আসেনি

বাদ-প্রতিবাদ পরিণত হলো চিৎকার-চেঁচামেচিতে ফলে সেদিনকার সভা মুলতুবি করতে হলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাভেল আনেনকভ সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের আশ্রয়ে ফিরে গেলেন। যা দেখেছেন এবং শুনেছেন, তা তাকে ভীষণই হতবাক করেছে। অবশ্য যারা মার্কসকে ভালোভাবে চিনতেন, তারা এই রকমের ঘটনা দেখে মোটেই অবাক হতেন না এই মেধাবী মানুষটি সারাজীবনই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ভুয়া তত্ত্ববিদ এবং ত্রাণকর্তা সাজতে আসা মানুষদের নির্মমভাবে প্রতিহত করেছেন।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে ভাইটলিং পরবর্তী কয়েকটি সপ্তাহ মার্কসের বাড়িতে আসা-যাওয়া করেছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে কমিটি থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়েছিল আরেক সদস্য হেরম্যান ক্রিগের মতোই

আঠারো সদস্যের কমিটি কমে দাঁড়াল ষোলো জনে খুব শিগগিরই সেটা পরিণত হলো পনেরো জনে, কারণ মোজেস হেস বহিষ্কৃত হবার আগে নিজেই কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন।

০৮.

কার্ল মার্কস মে মাসে পিয়েরে জোসেফ প্রুধোঁকে আহ্বান জানালেন কমিটিতে যোগ দেবার জন্য।

মার্কস কিছুদিন আগেই কার্ল গ্রুনের লেখা 'ট্রু সোস্যালিজম' বইটির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন সেইসাথে যথারীতি আক্রমণ করেছিলেন কার্ল গ্রুনকেও। মার্কসের ভাষায়– এই লোকটি (গ্রুন) সাহিত্যিক-জোচ্চোর ছাড়া আর কিছুই নয় চার্লাটান প্রজাতির জীব, যার কাজই হচ্ছে নতুন চিন্তাধারার বিরোধিতা করা সে তার অজ্ঞতা গোপন করার চেষ্টা করে জাঁকালো এবং প্যাঁচানো বাগধারা ব্যবহারের মাধ্যমে। কিন্তু তার অর্থহীন বাকোয়াজি তাকে বরং আরও হাস্যকর করে তোলে। তার 'ফ্রেঞ্চ সোস্যালিস্ট' বইতে সে এমনকি নিজেকে প্রুধোঁর শিক্ষক বলে দাবি করেছে। এই রকম একজন প্যারাসাইট থেকে সাবধান!'

দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, প্রুধোঁ নিজে ছিলেন কার্ল গ্রুনের ভক্ত-অনুরাগী, 'ট্রু সোস্যালিজম' বইটির উৎসাহী প্রচারক। তার কাছে মার্কসের এই সাবধানবাণীকে ভুল এবং অসম্মানজনক মনে হয়েছিল। আবার মার্কসের ক্ষমাহীন প্রতিহিংসাও তার কাছে যথেষ্ট ভয়ের ব্যাপার ছিল। তিনি সরাসরি কমিটিতে যোগ দেবার প্রস্তাবে অমত না জানিয়ে বরং কিছু মোলায়েম শর্ত যোগ করে একটা চিঠি লিখলেন কিন্তু চিঠির মধ্যে এমন কিছু ইঙ্গিতপূর্ণ তিরস্কার ছিল যা সহ্য করা মার্কসের মতো মানুষের পক্ষে অসম্ভব মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই প্রত্যাঘাত এল তার কাছ থেকে

প্রুধোঁর লেখা দুই খণ্ডের বই 'দারিদ্র্যের দর্শন' বা 'দি ফিলোসফি অব পভার্টি' প্রকাশিত হলো এই সময় ঠিক দুইমাসের মধ্যেই এই গ্রন্থের প্রত্যুত্তর হিসেবে

দানবীর পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৮৪৭ সালের জুন মাসে ব্রাসেলস এবং প্যারিস থেকে একযোগে প্রকাশিত হলো কার্ল মার্কসের ১০০ পৃষ্ঠার বই 'দি পভার্টি অব ফিলোসফি' বা 'দর্শনের দারিদ্র্য' যা এই গ্যালিক গুরুর (প্রুধোঁ) অপরিসীম অজ্ঞতাকে উন্মোচিত করল পাঠকের সামনে। মুখবন্ধে মার্কস লিখলেন– 'মসিয়ে প্রুধোঁর দুর্ভাগ্য যে ইয়োরোপ তাকে ঠিকমতো চিনতে পারেনি ফ্রান্সে খারাপ মানের হলেও একজন অর্থনীতিবিদ হওয়ার অধিকার তার রয়েছে, কারণ জার্মানিতে দার্শনিক হিসেবে তার কিছুটা সুনাম রয়েছে অন্যদিকে জার্মানিতে খারাপ মানের দার্শনিক হিসেবে পরিচিত হবার অধিকারও তার রয়েছে, কারণ ফ্রান্সে তিনি হচ্ছেন সবচাইতে সক্ষম অর্থনীতিবিদ একই সাথে একজন জার্মান এবং অর্থনীতিবিদ হওয়ায় আমরা এই দ্বৈত ভুলের প্রতিবাদ করতে চাই। পাঠক নিশ্চয়ই খেয়াল করবেন যে এই 'থ্যাংকলেস জব' করতে গিয়ে আমরা মসিয়ে প্রুধোর কোনো সমালোচনা না করে জার্মান ফিলোসফিরই সমালোচনা করেছি, আবার একই সাথে রাজনৈতিক অর্থনীতি বিষয়ে আমাদের কিছু পর্যবেক্ষণও তুলে ধরেছি।'

প্রুধোঁকে হেনস্তা করার কথাটি বাদ দিলেও মার্কসের এই বইটির সত্যিকারের স্থায়ীমূল্য রয়েছে। এই গ্রন্থেই মার্কস প্রথম ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নিয়ে তার ধারণাসমূহ প্রকাশ করেছেন মার্কসের ক্ষমাহীন চোখে প্রুধোঁর সোসিয়ালিস্ট ম্যানিফেস্টোকে মনে হয়েছে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে ছদ্মবেশী ওকালতি। প্রুধোঁ শ্রমিকদের উচ্চ মজুরির দাবিতে আন্দোলনে নামতে নিষেধ করেছেন, কারণ এই উচ্চ মজুরির বিনিময়ে তাদের জিনিসপত্র কিনতে হবে আরও বেশি মূল্যে অর্থাৎ শ্রমিককেই শেষ পর্যন্ত বেশি মূল্য পরিশোধ করতে হবে তিনি বিপ্লবী কার্যক্রমেরও বিরোধিতা করেছেন এই বলে যে সেগুলোর মধ্যে সন্ত্রাস হানাহানি জড়িত থাকে ট্রেড ইউনিয়ন এবং ধর্মঘটের বিরুদ্ধে কথা বলায় প্রুধোঁর প্রচণ্ড সমালোচনা করেছেন মার্কস। কারণ শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে মার্কস কেবলমাত্র তাদের স্বার্থরক্ষার উপায়ই দেখতে পান না, বরং একই সাথে শ্রেণি হিসেবে প্রলেতারিয়েতের সুপরিণতির, সঙ্ঘবদ্ধতার এবং সচেতনতার অবশ্যপ্রয়োজনীয় শর্তাবলিও দেখতে পান

প্রুধোঁ প্রকাশ্যে মার্কসের সমালোচনার কোনো প্রতিউত্তর দেননি তিনি মার্কসের লেখা 'দর্শনের দারিদ্র্য' নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেননি কিন্তু তার নিজের সংগৃহীত কপিটিতে পাতায় পাতায় আন্ডারলাইন করেছেন, পাশে লিখেছেন নানা রকম মন্তব্য। যেমন– 'অ্যাবসার্ড', 'মিথ্যা' 'বাজে বকুনি' 'কচকচানি' 'চুরি ও কুম্ভিলকবৃত্তি' 'নির্লজ্জ' 'মিথ্যা অপবাদী'। এবং বারংবার লেখা আছে 'সত্যি ব্যাপার হচ্ছে মার্কস খুব ঈর্ষান্বিত'। প্রুধোঁর একটি ব্যক্তিগত নোটবুক পাওয়া গেছে সেখানে তিনি মার্কসকে অভিহিত করেছেন 'সমাজতন্ত্রের ফিতাকৃমি' বলে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মোদ্দা কথা হলো, তখন পর্যন্ত কমিউনিস্ট করেসপন্ডেনস কমিটি ফ্রান্সে নিজেদের কোনো প্রতিনিধি খুঁজে পায়নি এঙ্গেলস ১৮৪৬ সালের আগস্টে নিজেই ফ্রান্সে গেলেন শত্রুপক্ষের শক্তি নিজে যাচাই করার জন্য সেখানে হেরম্যান ইভারবেক নামক 'লীগ অব জাস্ট'-এর একজন স্থানীয় নেতার সাথে প্রাথমিক আলাপের পর তার মনে হলো 'এখানে আমাদের কাজের অগ্রগতির প্রচুর সম্ভাবনা আছে। বর্তমানে এখানে ভাইটলিং-এর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে একদল কূপমণ্ডুক দর্জি ওদেরকে অবশ্য ঠেলে ফেলে দিতে প্রস্তুত আলমারি-শ্রমিক এবং চামড়া শ্রমিকরা।'

হেরম্যান ইভারবেক আরও চার-পাঁচজন সঙ্গী জোটালেন, যারা কমিউনিস্ট করেসপন্ডেনস কমিটির জন্য কাজ করবেন কিন্তু এঙ্গেলস একটু নিরাশ হয়ে লক্ষ করলেন যে, এদের মধ্যে কার্ল গ্রুন এবং প্রুধোঁর প্রভাব যথেষ্টই বেশি। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, এদের মাথা থেকে এইসব 'মাকড়সার জাল' ঝেঁটিয়ে বিদায় করবেন।

এঙ্গেলস অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় লীগ অব জাস্ট-এর সভায় কমিউনিজম-এর বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিতর্ক তুলতে বাধ্য করলেন, যাতে সদস্যরা বুঝতে পারে বা সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে তারা কি সত্যিকারের কমিউনিস্ট হতে চায়, নাকি গ্রুন এবং তার অনুসারীদের মতো শুধুই 'মানুষের ভালোর জন্য কাজ করা'র মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে চায় বিতর্কের পরে হবে ভোটাভুটি। এঙ্গেলস বক্তৃতার শুরুতেই জানিয়ে দিলেন যে ভোটাভুটিতে হেরে গেলে তিনি আর কখনোই লীগের সভায় যোগ দেবেন না। এঙ্গেলস বিতর্কে তো জিতলেনই, জিতলেন ভোটাভুটিতেও। কার্ল গ্রুনের প্রধান শিষ্য এসারমান নামক একজন ছুতারমিস্ত্রি, এই পরাজয়ের পরে আর কখনোই মুখ দেখায়নি

এই বিতর্ক এবং হইচই কার্যক্রম ফরাসি পুলিশ-প্রধান গ্যাব্রিয়েল ডেলিসারের নজরে আসে। তার এবং ইভারবেকের নামে বহিষ্কারের আদেশ ইস্যু হতে পারে জেনে এঙ্গেলস সিদ্ধান্ত নিলেন পরিস্থিতি থিতু হওয়ার আগপর্যন্ত আর লীগের অফিসে যাবেন না। কয়েকটা দিন তিনি কাটালেন সার্সেলেস নামের শহরটিতে কার্ল ল্যুডভিগ বার্নাসের বাড়িতে। ল্যুডভিগ বার্নাস ছিলেন 'ভোরওয়ার্টস' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক। এই সময়ে স্প্যানিস নর্তকি লোলা মনটোজকে নিয়ে তিনি একটি স্যাটায়ারধর্মী প্যাম্ফলেটও লিখলেন। বাভারিয়ার রাজা ল্যুডভিগের ওপর এই নর্তকির ছিল অসীম প্রভাব। রাজার সাথে লোলার সম্পর্ক নিয়ে মার্কস এবং এঙ্গেলস নিজেদের মধ্যে প্রচুর রসিকতা করতেন। এঙ্গেলস-এর এই পুস্তিকা তখন কোনো প্রকাশক পায়নি। তার এই সময়কার এলোমেলো চালচলন দেখে মনে হতেই পারে যে এঙ্গেলস কিছুটা হলেও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রণোদনার অভাব বোধ করছিলেন। তিনি মার্চের শুরুতে মার্কসকে চিঠিতে অনুরোধ জানালেন এপ্রিলে কয়েকদিনের জন্য হলেও ফ্রান্সে আসতে। চিঠির ভাষা খুব তরল– 'এপ্রিলের ৭

দানবীর পাঠক এক

~ www.amarboi.com ~
তারিখের দিকে আমি ভ্রাম্যমাণ অবস্থাতেই থাকব। তবে কোথায় থাকব, তা এখন জানাতে পারছি না। তবে তখনো আমার পকেটে বেশ কিছু টাকা থাকবে তুমি এলে আমরা আমাদের বিখ্যাত উড়নচণ্ডি দিন কাটাতে পারব হোটেলগুলোতে আমার ইনকাম যদি ৫০০০ ফ্রাঁ হতো, আমি তাহলে অন্য কোনো কাজ করতামই না। করতাম কেবলমাত্র সংগঠনের কাজ, আর ফুর্তি করতাম মেয়েদের নিয়ে সত্যিই ফরাসি মেয়েরা না থাকলে জীবনের কোনো অর্থই থাকত না। কিন্তু যতদিন *গ্রিসেটেরা* আছে...। তবে তার জন্যে যে কোনো মধুর বিষয় নিয়ে আলাপই করা যাবে না তা তো নয়। আবার জীবনটাকে একটু রিফাইন করে নেওয়া যাবে না, এমনও নয় তুমি অবশ্যই চলে আসবে এখানে!'

সম্ভবত সেই সময় অবিরাম হইচই এবং মদ্যপান এঙ্গেলস-এর বুদ্ধিকে কিছুটা ঘোলা করে দিয়েছিল। তিনি এই চিঠি লেখার তিন মাস আগে জেনির প্রথম পুত্রসন্তান এডগার ভূমিষ্ঠ হয়েছে। জেনিচেনের বয়স দুই বছর আর লরার বয়স এক বছর স্ত্রী, তিন সন্তান এবং হাউজকিপারকে নিয়ে মার্কস জীর্ণ সংসার টেনে যাচ্ছেন এই রকম সময়ে ঝলমলে প্যারিসে গিয়ে ব্যাচেলরের মতো কয়েকদিনের উদ্দাম জীবন কাটানো মার্কসের পক্ষে অচিন্ত্যনীয়। তার তখন কোনো চাকরি নেই, নেই নিয়মিত উপার্জন। পরবর্তী জুন মাসে লন্ডনে কমিউনিস্ট করেসপন্ডেনস কমিটির সাথে যুক্ত হওয়ার আলোচনা করবে লীগ অব জাস্ট। মার্কসের পক্ষে সেই লন্ডনযাত্রার ভাড়া জোগাড় করাও তখন অসম্ভব

অনেক আগেই এই ঐক্য বাস্তবায়িত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মার্কস শর্ত দিয়েছিলেন যে যতদিন পর্যন্ত না লীগ অব জাস্ট নিজেদের কমিউনিস্ট লীগের মধ্যে একীভূত করে দেবে, ততদিন পর্যন্ত এই ঐক্য করা হবে না। সেই সময় লন্ডনের নেতারা মার্কসের দাবি মেনে নিতে সম্মত হননি। তারা– স্যাপার, বাউয়ের, জোসেফ মল– সম্মত হয়েছেন এখন। এই সেই সম্মেলন যেখানে কার্ল গ্রুন, প্রুধোঁ এবং ভাইটলিংকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল 'কমিউনিস্টদের শত্রু' বলে এই সম্মেলনেই লীগ অব জাস্ট-এর পূর্বতন স্লোগান– 'সকল মানুষ ভাই ভাই' বাতিল করা হয়। তার পরিবর্তে গ্রহণ করা হয় মার্কস-নির্ধারিত দুনিয়া কাঁপানো সেই স্লোগান– দুনিয়ার মজদুর এক হও!'

এই জুন কংগ্রেসে এঙ্গেলস সঙ্গে এনেছিলেন একটি খসড়া ঘোষণাপত্র সেই খসড়ার কপি দেওয়া হয়েছিল সকল দেশের প্রতিনিধিকে চাওয়া হয়েছিল সংযোজন-বিয়োজন-সংশোধনের প্রস্তাব। অন্য কেউই মার্কসের মতো প্রচণ্ড আগ্রহ দেখায়নি এই ঘোষণাপত্র বা ম্যানিফেস্টোর প্রতি এক বছর পরিশ্রমের মাধ্যমে মার্কস সেই ম্যানিফেস্টোর ভ্রূণটিকে এমন একটি রূপ দান করলেন, যার ফলে বইটি পরিণত হলো পৃথিবীর সবচাইতে প্রভাবসঞ্চারী কয়েকটি বইয়ের মধ্যে অন্যতম একটি বইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

০৯.

মানবজাতির ইতিহাসে সবচাইতে বেশি পঠিত রাজনৈতিক ইশতেহার হচ্ছে 'ম্যানিফেস্টো অব কমিউনিস্ট পার্টি। কেউ কেউ রসিকতা, কেউ কেউ সমালোচনা করেছেন এই বলে যে, ইশতেহার লেখার সময় কোনো কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্বই ছিল না। ১৮৮৮ সালের ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকা লিখতে গিয়ে এঙ্গেলস এই রসিকতা বা বিদ্রুপের উত্তর দিয়েছেন– 'লেখার সময় একে সমাজতন্ত্রী ইশতেহার বলা সম্ভব ছিল না ১৮৪৭ সালে সমাজতন্ত্রী নামে বোঝাত একদিকে বিভিন্ন ইউটোপীয় মতবাদের অনুগামীদের: যেমন ইংল্যান্ডে ওয়েন-পন্থিরা, ফ্রান্সে ফুরিয়ে-পন্থিরা; অন্যদিকে বোঝাত অতি বিচিত্র সব সামাজিক হাতুড়েদের, এরা নানাবিধ তুকতাকে পুঁজি ও মুনাফার কোনো ক্ষতি না করে সর্বপ্রকার সামাজিক অভিযোগের প্রতিকার করার প্রতিশ্রুতি দিত। শ্রমিক শ্রেণির যেটুকু অংশ নিতান্ত রাজনৈতিক বিপ্লবের অপর্যাপ্ততা বুঝেছিল, সমাজের সম্পূর্ণ বদলের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করেছিল, সেই অংশ তখন নিজেদের কমিউনিস্ট নামে পরিচয় দিত।... তাই ১৮৪৭ সালে সমাজতন্ত্র ছিল বুর্জোয়া আন্দোলন আর কমিউনিজম শ্রমিক শ্রেণির। অন্তত ইয়োরোপ মহাদেশে সমাজতন্ত্র ছিল 'ভদ্রস্থ', আর কমিউনিজম ছিল ঠিক তার বিপরীত আর প্রথম থেকেই যেহেতু আমাদের ধারণা ছিল যে শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি হওয়া চাই শ্রমিক শ্রেণিরই নিজস্ব কাজ, তাই দুই নামের মধ্যে কোনটা আমরা নেব সে সম্বন্ধে কোনো সংশয় ছিল না।'

প্রথমে এটি এঙ্গেলস-এর খসড়ায় প্রশ্নোত্তরমূলক ভঙ্গিতে লেখা হয়েছিল। গোপন দলগুলো এই ভঙ্গিতেই নিজেদের শিক্ষামূলক প্রচার চালাত। যেমন–

প্রশ্ন আপনি কি একজন কমিউনিস্ট?

উত্তর: হ্যাঁ

প্রশ্ন কমিউনিস্টদের লক্ষ্য কী?

উত্তর: সমাজটাকে এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করা যার ফলে প্রত্যেক সদস্যের বিকাশ নিশ্চিত হয়, প্রত্যেকে যাতে নিজেদের শক্তি এবং কর্মক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে স্বাধীনভাবে এবং সমাজের ভিত্তিকে দুর্বল না করে।

প্রশ্ন এই লক্ষ্য কীভাবে অর্জন করা যাবে?

উত্তর: ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ করতে হবে। এর পরিবর্তে সবকিছুই হবে সমাজের সম্পত্তি।

এইভাবে ৭ পৃষ্ঠা জুড়ে ২২টি প্রশ্নোত্তরের শেষ প্রসঙ্গটি ছিল ধর্ম নিয়ে কমিউনিস্টরা কি প্রচলিত ধর্মগুলোকে অস্বীকার করে? উত্তরটা ছিল– কমিউনিজমে ধর্মগুলোর কোনো প্রয়োজনীয়তাই থাকবে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এঙ্গেলস-এর এই প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে লেখা পুস্তিকা গোপন কোনো সমিতি, যেমন পুরনো আউট-ল দের সংগঠন বা 'লীগ অব জাস্ট'-এর জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারত কিন্তু কার্ল মার্কস এই ধরনের গোপন এবং ষড়যন্ত্রমূলক ঐতিহ্য থেকে কমিউনিস্ট লীগকে বের করে নিয়ে আসতে চাইছিলেন। তার প্রশ্ন ছিল– কেন বিপ্লবীরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইচ্ছাকে গোপন করে রাখবে?

এঙ্গেলস এই বিষয়টিকে মেনে নিয়ে ব্রাসেলস থেকে প্যারিসে ফিরে এলেন সেখানে মোজেস হেস-ও এই ধরনের একটি ইশতেহার রচনা করেছিলেন সেটি ছিল অবশ্য অনেক বেশি দুর্বল। কমিটি খসড়া হিসেবে এঙ্গেলস-এর লেখাটিকেই প্রচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

কমিউনিস্ট লীগের দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় লন্ডনে। ২৮ নভেম্বরে লন্ডনের পথেই মার্কস এবং এঙ্গেলস মিলিত হলেন। সেখানেই এঙ্গেলস মত প্রকাশ করেন যে এই প্রশ্নোত্তরমূলক ভঙ্গিটাকে বাতিল করা দরকার আর প্রস্তাবিত ইশতেহারের নাম হওয়া উচিত 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'।

কংগ্রেসের স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল জার্মান ওয়ার্কার এডুকেশনাল সোসাইটির হেড কোয়ার্টারকে। তখন সেটির অবস্থান ছিল রেড লায়ন নামক একটি পাবের ওপরের তলায়। ঠিকানা ছিল গ্রেট উইন্ডমিল স্ট্রিট, সোহো, লন্ডন কংগ্রেসে তর্ক-বিতর্ক কী পরিমাণে হয়েছিল তা আন্দাজ করা যায় এই তথ্য থেকে যে, এটি শেষ হতে সময় লেগেছিল পুরো ১০ দিন। সেই কংগ্রেসের পুরো দলিলপত্র সংরক্ষিত নেই। তবে বিভিন্ন জনের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় যে, কংগ্রেসে কার্ল মার্কসের আধিপত্য ছিল পুরোমাত্রায় অনেক বছর পরে হামবুর্গের একজন দর্জিশ্রমিক ফ্রিডরিখ লেসনারের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়– 'মার্কস ছিলেন জন্মগতভাবেই নেতা তার বক্তব্য ছিল সবসময়ই সংক্ষিপ্ত, নির্দেশনামূলক এবং যুক্তির অনুগামী। তিনি কখনোই কোনো ধোঁয়াশে শব্দ উচ্চারণ করতেন না। তার প্রতিটি বাক্যই ছিল সুচিন্তিত। নিজেকে তিনি কখনোই রহস্যের আড়ালে রাখতেন না। আমি ভাইটলিং-এর কমিউনিজমের সাথে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র কমিউনিজমের পার্থক্য বুঝতে পারার সাথে সাথে এটাও বুঝতে পারি যে মার্কস হচ্ছেন সমাজতান্ত্রিক মতবাদের মূর্ত প্রতীক

দশ দিনের ম্যারাথন আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্কের পরে কংগ্রেসে এবং কমিউনিস্ট লীগে মার্কস-এঙ্গেলস নিরংকুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলেন। এই কংগ্রেসেই সর্বসম্মতিক্রমে মার্কস এবং এঙ্গেলসকে কমিউনিস্টদের মতাদর্শ এবং কর্মসূচি সম্বলিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করে শর্ত থাকে যে, যত শীঘ্র সম্ভব, বিশেষ করে ফেব্রুয়ারি মাসের পয়লা তারিখের মধ্যে এই ম্যানিফেস্টো জমা দিতে হবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মার্কসের মধ্যে তেমন কোনো তাড়াহুড়া লক্ষ করা গেল না ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ব্রাসেলস-এ ফিরে তিনি সেখানে জার্মান ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনে একটি সিরিজ লেকচার প্রদান করলেন লেকচারের বিষয় ছিল রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র। এইসব লেকচারের মাধ্যমে তিনি এই প্রত্যয় প্রতিষ্ঠা করলেন যে পুঁজি আসলে একধরনের 'সামাজিক সম্পর্ক'। এই লেকচার সিরিজের পাশাপাশি তিনি 'জার্মান-ব্রাসেলস সংবাদপত্রে' বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। মূল বিষয়বস্তু ছিল কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জবাব এবং ফ্রান্সের আসন্ন বিপ্লবের সম্ভাবনা। গণতান্ত্রিক সমিতির একটি সেমিনারে তিনি 'মুক্ত বাণিজ্য' নিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতাও দিলেন। ব্রাসেলস-এ এইসব কাজ করতে পারায় সন্তুষ্ট মার্কস ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের নতুন বছরের অনুষ্ঠানে টোস্ট করার প্রস্তাব রাখলেন বেলজিয়ামের নামে– 'জোর প্রশংসা জানাচ্ছি বেলজিয়ামের লিবারেল সংবিধানের সুবিধাগুলো ব্যবহারের সুযোগদানের জন্য, এই দেশে আলোচনার স্বাধীনতা এবং সংগঠন করার স্বাধীনতার জন্য, সমগ্র ইয়োরোপকে আলোকিত করবে এমন একটি মানবতার বীজ রোপণ করার জন্য' বেলজিয়ামের নামে টোস্ট করা হলো। (বেচারা মার্কস তখন কল্পনাও করতে পারেননি যে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই বেলজিয়াম থেকে কোনো মানবতা বা সৌজন্যের তোয়াক্কা না দেখিয়ে তাকে বহিষ্কার করা হবে) ডেমোক্র্যাটিক অ্যাসোসিয়েশনের শাখা প্রতিষ্ঠার জন্য ১৭ থেকে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত মার্কস অবস্থান করলেন ঘেন্ট শহরে।

অর্থাৎ তিনি প্রচণ্ড কর্মশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন কাজের মধ্যে। কিন্তু যে কাজটি অবিলম্বে কিংবা প্রথমে করার কথা, সেটিতে হাত দিচ্ছেন না লন্ডন থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রকাশনা উপ-কমিটি হতাশার সঙ্গে লক্ষ করছিল মার্কসের কার্যকলাপ। অবশেষে ২৪ জানুয়ারি ১৮৪৮ তারিখে এক চিঠির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কমিটি আল্টিমেটাম দিল মার্কসকে।

"কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে ব্রাসেলস আঞ্চলিক কমিটিকে সিটিজেন কার্ল মার্কসের সঙ্গে যোগাযোগ করার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাকে জানাতে বলা হচ্ছে যে ম্যানিফেস্টো প্রণয়নের যে দায়িত্ব তাকে কংগ্রেসে প্রদান করা হয়েছিল, তা তিনি যদি পয়লা ফেব্রুয়ারির মধ্যে হস্তান্তর না করেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া যদি মার্কস এই ম্যানিফেস্টো প্রণয়নে ব্যর্থ হন, তাহলে তার কাছে প্রদত্ত সহায়ক দলিলসমূহ এবং নথিপত্র সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় কমিটিতে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।"

এইরকম পরিস্থিতিতে, অর্থাৎ সামনে কোনো চূড়ান্ত তারিখ নির্ধারিত থাকলে সচরাচর মার্কসের সেরাটা বের হয়ে আসত। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে লন্ডনে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাণ্ডুলিপি পৌঁছুল যদিও ম্যানিফেস্টোর সবগুলো সংস্করণেই যৌথভাবে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর নাম রয়েছে, যদিও প্রাথমিক

দানবীর পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খসড়ার সামান্য কিছু অংশ এই ইশতেহারে স্থান পেয়েছে, কিন্তু সত্যি কথাটা হচ্ছে– পুরো ম্যানিফেস্টো মূলত মার্কসের একারই রচনা ব্রাসেলস-এর ৪২ রু দ্য অরলিয়নস-এর বাসায় একের পর এক বিনিদ্র রাত, সিগারেটের ধোঁয়ায় ভারী হয়ে যাওয়া ঘরের বাতাস, আর একনাগাড়ে প্রচণ্ড কাশির বিনিময়ে মার্কস রচনা করেছিলেন এই পাণ্ডুলিপি

এই ইশতেহার থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল মার্কস তার শত্রুকে যেমন চেনেন, শত্রুর শক্তি সম্পর্কেও তিনি সচেতন। তার সেই চিহ্নিত শত্রু হচ্ছে পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদ এবং বুর্জোয়াকে তিনি কখনোই আন্ডার এস্টিমেট করেননি। কেউ কেউ তো এমনও বলেছেন যে, 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে মার্কস বুর্জোয়াদের ব্যাপক প্রশংসা করেছেন কাব্যিক ভাষায় আপাতদৃষ্টিতে এবং বিচ্ছিন্নভাবে পাঠ করলে তেমনটাই মনে হবে–

"ইতিহাসের দিক থেকে বুর্জোয়া শ্রেণি খুবই বিপ্লবী ভূমিকা নিয়েছে।

বুর্জোয়া শ্রেণি যেখানেই প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক ও প্রকৃতি-শোভন সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে দিয়েছে। যে সব বিচিত্র সামন্ত-বন্ধনে মানুষ আবদ্ধ ছিল তার 'স্বভাবসিদ্ধ ঊর্ধ্বতনদের' কাছে, তা এরা ছিঁড়ে ফেলেছে নির্মমভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের অনাবৃত স্বার্থের বন্ধন, নির্বিকার টাকার বাঁধন ছাড়া আর কিছুই এরা বাকি রাখেনি। আত্মসর্বস্ব হিসাবনিকাশের বরফজলে এরা ডুবিয়ে দিয়েছে ধর্ম-উন্মাদনার স্বর্গীয় ভাবোচ্ছ্বাস, শৌর্যবৃত্তির উৎসাহ এবং কূপমণ্ডূক ভাবালুতা লোকের ব্যক্তি-মূল্যকে এরা পরিণত করেছে বিনিময় মূল্যে, অগণিত অনস্বীকার্য সনদবদ্ধ স্বাধীনতার স্থানে এরা এনে খাড়া করল ওই একটিমাত্র নির্বিচার স্বাধীনতা– অবাধ বাণিজ্য এক কথায়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভ্রমে যে শোষণ এতদিন ঢাকা ছিল, তার বদলে এরা এনেছে নগ্ন, নির্লজ্জ, সাক্ষাৎ, পাশবিক শোষণ

মানুষের যেসব বৃত্তিকে লোকে এতদিন সম্মান করে এসেছে, সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের চোখে দেখেছে, বুর্জোয়া শ্রেণি তাদের মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে দিয়েছে চিকিৎসাবিদ, আইনবিশারদ, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানী– সকলকেই এরা পরিণত করেছে তাদের মজুরি-ভোগী শ্রমজীবী রূপে।

বুর্জোয়া শ্রেণি পরিবারপ্রথা থেকে তার ভাবালু ঘোমটাটিকে ছিঁড়ে ফেলেছে, পারিবারিক সম্পর্ককে পরিণত করেছে একটি নিছক আর্থিক সম্পর্কে

মধ্যযুগে শক্তির যে পাশবিক প্রকাশকে প্রতিক্রিয়াপন্থিরা এতটা মাথায় তোলে, তারই যোগ্য পরিপূরক হিসেবে চূড়ান্ত অলসতার নিষ্ক্রিয়তা কী করে সম্ভব হয়েছিল তা বুর্জোয়া শ্রেণিই ফাঁস করে দেয়। এরাই প্রথম দেখিয়ে দিল মানুষের উদ্যমে কী হতে পারে এদের আশ্চর্য কীর্তি মিশরের পিরামিড, রোমের পয়ঃপ্রণালি এবং গথিক গির্জাকে বহুদূর ছাপিয়ে গেছে। এদের পরিচালিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
অভিযান অতীতের সকল জাতির দেশান্তর যাত্রা (Exoduses) এবং ধর্মযুদ্ধকে (Crusades) ম্লান করে দিয়েছে।"

নিজেদের সম্পর্কে এতটা স্বচ্ছ ধারণা সম্ভবত সেই সময় কোনো পুঁজিবাদী প্রবক্তারই ছিল না তার সঙ্গে এই বিশ্বাস তো ছিলই না যে পুঁজিবাদের জয়যাত্রা একদিন অবশ্যই থমকে যাবে।

আজ এই ২০১৪ সালে দাঁড়িয়ে মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের আগ্রাসনে অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক-সামাজিকভাবে বিপণ্ন জাতিগুলো স্মরণ করতে পারছে মার্কসের অমোঘ বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণী এবং বিশ্লেষণ– "বুর্জোয়া শ্রেণি বিশ্ববাজারকে কাজে লাগাতে গিয়ে প্রতিটি দেশের উৎপাদন ও উপভোগে একটি বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষুব্ধ করে তারা শিল্পের পায়ের তলা থেকে কেড়ে নিয়েছে সেই জাতীয় ভূমিটা যার ওপর শিল্প আগে দাঁড়িয়েছিল সমস্ত জাতীয় শিল্প হয় ধ্বংস পেয়েছে নয় প্রত্যহ ধ্বংস পাচ্ছে তাদের স্থানচ্যুত করছে এমন নতুন নতুন শিল্প যার প্রচলন সকল সভ্য জাতির পক্ষেই মরা-বাঁচার প্রশ্নের সামিল; এমন শিল্প যা শুধু দেশজ কাঁচামাল নিয়ে নয় দূরতম অঞ্চল থেকে আনা কাঁচামালে কাজ করছে; এমন শিল্প যার উৎপাদন শুধু স্বদেশেই নয় ভূলোকের সর্ব অঞ্চলেই ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশজ উৎপন্নে যা মিটত তেমন সব পুরনো চাহিদার বদলে দেখছি নতুন চাহিদা, যা মেটাতে দরকার সুদূর দেশ-বিদেশের ও নানা আবহাওয়ার উৎপন্ন দ্রব্য আগেকার স্থানীয় ও জাতীয় বিচ্ছিন্নতা ও স্বপর্যাপ্তির বদলে পাচ্ছি সর্বক্ষেত্রেই আদান-প্রদান, জাতিসমূহের বিশ্বজোড়া পরস্পর নির্ভরতা

বৈষয়িক উৎপাদন যেমন, তেমনই মনীষার ক্ষেত্রেও এক একটা জাতির মানসিক সৃষ্টি হয়ে পড়ে সকলের সম্পত্তি জাতিগত একপেশেমি ও সঙ্কীর্ণচিত্ততা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে পড়ে; অসংখ্য জাতীয় বা স্থানীয় সাহিত্য থেকে গড়ে ওঠে একটা বিশ্বসাহিত্য

সকল উৎপাদন-যন্ত্রের দ্রুত উন্নতি ঘটিয়ে যোগাযোগের অতি সুবিধাজনক উপায় মারফত বুর্জোয়ারা সভ্যতায় টেনে আনছে সমস্ত, এমনকি অসভ্যতম জাতিকেও। যে জগদ্দল কামান দেগে সে সমস্ত চীনা প্রাচীর চূর্ণ করে, অসভ্য জাতিদের অতি একরোখা বিজাতি-বিদ্বেষকে বাধ্য করে আত্মসমর্পণে তা হলো তার পণ্যের সস্তা দর সকল জাতিকে সে বাধ্য করে বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণে, অন্যথায় বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে; বাধ্য করে সেই বস্তু গ্রহণে যাকে সে বলে সভ্যতা– অর্থাৎ বাধ্য করে তাদের বুর্জোয়া বনতে এককথায়, বুর্জোয়া শ্রেণি নিজের ছাঁচে জগৎ গড়ে তোলে

আমরা ন্যাশনাল জিওগ্রাফির মতো টিভি চ্যানেলে দেখি আমাজানের দুর্গম বনে গিয়ে আদিবাসীদের গ্রামে ব্যাংক বসাচ্ছে করপোরেট তাদের প্রচারকরা

~ www.amarboi.com ~
আদিবাসী মেয়েদের ধরে ধরে ব্রা পরা শেখাচ্ছে আর পুরুষদের শিক্ষা দিচ্ছে বুট পরতে পণ্যায়ন থেকে কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না।

কিন্তু বুর্জোয়াদের বৈশিষ্ট্য মার্কস যে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করেছেন, তার কারণ তো তার প্রশংসাতেই শুধু পঞ্চমুখ হয়ে থাকা নয়, বরং পুঁজিবাদের উৎখাতের পথ খুঁজে বের করা।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইয়োরোপের পতনের পরে এই কথাটা বেশ জোরে-শোরে উচ্চারিত হয়েছিল যে পুঁজিবাদই মানব ইতিহাসের শেষ কথা। কিন্তু পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের ভয়ংকর রূপ এবং ভয়াবহ পরিণতি দেখে মানুষ আবার বিকল্প ভাবতে শুরু করেছে। মার্কস এবং কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে আবারও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।

কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো জার্মান ভাষায় প্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয় সম্ভবত ১৮৪৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি পাণ্ডুলিপি হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসোসিয়েশনের কর্মীরাই এটাকে কম্পোজ করে ফেলেন দ্রুত তার নতুন একটি গথিক ফন্ট বা টাইপ কিনেছিলেন এই ইশতেহার কম্পোজ করার জন্য কম্পোজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রিডরিখ লেসনার ছুটলেন লিভারপুল স্ট্রিটের ছাপাখানায় ভেতরের উত্তেজনা এবং উদ্দীপনায় তিনি তখন কাঁপছিলেন ছাপা হলো হলুদ কাগজে বাঁধাই করার পরে প্রথম কপিটি হাতে নেবার আগেই খবর এল ফ্রান্সে বিপ্লবী লড়াই শুরু হয়ে গেছে

১৩ মার্চ অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠল হাঙ্গেরি এবং অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ রুখে দাঁড়াল অস্ট্রিয়ার স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৮ মার্চ বিপ্লবের তরঙ্গ আছড়ে পড়ল প্রুশিয়ার রাজধানী বার্লিনের বুকে ইতালির জনগণও লড়াইতে সামিল হয়ে জোসেফ রাদেটস্কির অস্ট্রীয় বাহিনীকে বিতাড়িত করল মিলান থেকে

প্রুশিয়ার সম্রাটের স্পাইরা প্রথম থেকেই মার্কসের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছে বাজপাখির চোখ নিয়ে তারা মার্কসের পরিচালিত 'জার্মান-ব্রাসেলস সংবাদপত্র' সম্পর্কে রিপোর্টে লিখেছিল– 'এই বিষাক্ত পত্রিকাটি জনমানুষের মনে সবচাইতে বেশি আগুন জ্বালানোর ভূমিকা পালন করছে সম্পদ এবং সুযোগের বৈষম্য নিয়ে এই পত্রিকাতে যা লেখা হচ্ছে সেগুলো কারখানার শ্রমিক এবং দিনমজুরদের মনে এবং কাজে ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। ধনীদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ এবং ঘৃণা ক্রমেই স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এই মনোভাব যদি আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে, তবে তা ধর্ম, আইন-কানুন এবং পিতৃভূমির প্রতি নিমবিত্ত মানুষের শ্রদ্ধা ও আনুগত্যে মারাত্মক প্রভাব ফেলবে

১৮৪৭ সালের এপ্রিলে প্রুশিয়ার রাষ্ট্রদূত বেলজিয়ামের কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাতের সময় অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন এই পত্রিকার বিরুদ্ধে এই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পত্রিকা ছাপছে উস্কানিমূলক নিবন্ধ, যেগুলো 'মহামান্য প্রুশিয়া-সম্রাটের সরকারকে আক্রমণ করছে বন্য অশ্লীলতা নিয়ে'। অবিলম্বে এই পত্রিকার সম্পাদক এবং সংযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছিলেন রাজদূত তখন কোনো ব্যবস্থা নিতে সম্মত হয়নি বেলজিয়াম কর্তৃপক্ষ

কিন্তু ফরাসি রিপাবলিকের ঘোষণাপত্র বেলজিয়ামের পুলিশকে আতঙ্কিত করে তুলল ৩ মার্চ ১৮৪৮ বিকেলবেলা মার্কস হাতে পেলেন স্বয়ং বেলজিয়াম-সম্রাট ১ম লিওপোল্ড স্বাক্ষরিত একটি আদেশপত্র তাতে বলা হয়েছিল যে কার্ল মার্কসকে এই চিঠি পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বেলজিয়াম ত্যাগ করতে হবে এবং তিনি আর কখনোই বেলজিয়ামে প্রবেশ করতে পারবেন না

মার্কস নিজেও এই সময় ব্রাসেলস ত্যাগ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। বিপ্লবের রাজধানী প্যারিস তাকে ডাকছে। ফ্রান্সের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য এবং 'লা রিফর্ম' পত্রিকার সম্পাদক ফার্ডিনান্ড ফ্লোকো তাকে ফ্রান্সে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লিখেছেন

'দায়িত্বশীল এবং ভালোমানুষ মার্কস,

ফ্রান্স রিপাবলিকের মাটি এখন সকল বিপ্লবী এবং মুক্তিসেনানীর জন্য মুক্ত।

দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি এখান থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। এখন মুক্ত ফ্রান্স তার দরোজা মেলে ধরছে আপনার জন্য এবং যারা ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছেন, তাদের সকলের জন্য

মাত্র চার মাস আগে এঙ্গেলস এই ফ্লোকোকে নির্বোধ আখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন– 'ফ্লোকো যে কী গাধার গাধা! সে সবকিছু দেখতে চায় একটা ফোর্থক্লাস ব্যাংকের থার্ড ক্লাস কেরানির চোখ দিয়ে

তার সম্পর্কে এই মন্তব্যের কথা ফ্লোকোর মনে ছিল কি না পরে তা জানা যায়নি।

বহিষ্কারাদেশ হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মার্কস যাত্রার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন কিন্তু হঠাৎ-ই রাত্রি ১ টায় ১০ জন পুলিশ অফিসার এসে তাকে টেনে নিয়ে গেল হাজতে সেখানে ছোট্ট একটা সেলে তাকে রাখা হলো একটা পাগলের সাথে, যে রাতের মধ্যে কয়েকবার চেষ্টা করল মার্কসের নাকে ঘুষি চালাতে। মার্কসকে হাজতে বন্দী করার কারণ হিসেবে পুলিশের তরফ থেকে বলা হলো যে তার পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। মার্কস তাদেরকে তিনটি পাসপোর্ট দেখালেন, যেগুলোতে তারিখ সময়মতো নবায়ন করা আছে। এমনকি দেখালেন সম্রাট লিওপোল্ডের স্বাক্ষরিত বহিষ্কারাদেশটিও কিন্তু পুলিশ মার্কসকে এতটা সরল বলে মেনে নিতে রাজি নয় পুলিশ জানত যে মধ্য-ফেব্রুয়ারিতে মার্কসের কাছে বিপুল অঙ্কের টাকা এসেছিল সেই টাকা কোথায় কোথায় ব্যয় করা হয়েছে, পুলিশ তা এখন জানতে চায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মধ্য-ফেব্রুয়ারিতে মার্কস তার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন ৬০০০ থ্যালার। তা সত্যিই অনেক বড় অঙ্কের টাকা এই টাকা তার পিতার সম্পত্তির ওয়ারিশ হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন। অভ্যেসমতো কার্ল মার্কস দ্রুত সেই টাকা খরচ করেও ফেলছিলেন। পুলিশ সন্দেহ করছিল যে বিপ্লবীদের অস্ত্র-শস্ত্র কেনার জন্য এই টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এই সন্দেহ যে সঠিক ছিল তা জেনি মার্কসের চিঠি থেকেই জানা যায়– 'ব্রাসেলস-এর জার্মান শ্রমিকরা সশস্ত্র হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তারা রিভলবার, ছোরা এইসব সংগ্রহ করেছিল আমার স্বামী তখন সদ্য তার পিতার সম্পত্তির অংশীদার হিসেবে বেশ বড় অঙ্কের টাকা হাতে পেয়েছেন। সেই টাকা ব্যয় করা হলো অস্ত্র কিনতে

ভাগ্য ভালো যে জেনির চিঠির কথা পুলিশ জানে না

পুলিশ এসে স্বামীকে ধরে নিয়ে যাওয়ায় আতঙ্কিত জেনি তিন সন্তানকে হেলেন ডেমুথের তত্ত্বাবধানে রেখে রাতের বেলায় একাই বেরিয়ে পড়লেন সাহায্যের আশায় গেলেন একজন বামপন্থি আইনজীবীর কাছে। বাসায় ফিরে দেখলেন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন পুলিশ সে যথেষ্ট বিনয়ের সাথে বলল যে, জেনি যদি মসিয়ে মার্কসের সঙ্গে দেখা করতে চান, তাহলে সে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু থানায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তাকেও গ্রেপ্তার করা হলো 'ভবঘুরেমি'র অভিযোগে। কারণ হিসেবে বলা হলো যে তার সঙ্গে কোনো বৈধ কাগজ-পত্র সেই মুহূর্তে ছিল না জেনিকে সেই রাতে রাখা হলো গ্রেপ্তারকৃত ভ্রাম্যমাণ পতিতাদের সাথে একই সেলে

পরদিন সকালে জেনিকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হলে সেই ম্যাজিস্ট্রেট কোনো দুঃখপ্রকাশ তো করলেনই না, উল্টো কেন তাদের তিন সন্তানকেও গ্রেপ্তার করা হয়নি, সে ব্যাপারে রাগারাগি করলেন

দুপুর ৩টার সময় মার্কস-দম্পতিকে মুক্তি দেওয়া হলো কোনো মামলা দায়ের না করে তখন তাদের হাতে আছে মাত্র দুই ঘণ্টা সময় এর মধ্যেই তাদের বেলজিয়াম ত্যাগ করতে হবে জেনি খুব দ্রুত তার মায়ের কাছ থেকে পাওয়া রুপার তৈজসপত্র এবং অভিজাত পোশাকগুলো একজন বই বিক্রেতা বন্ধুর কাছে জমা রাখলেন পুলিশ তারপর মার্কস-পরিবারকে প্রায় খেদিয়ে নিয়ে চলল স্টেশনের দিকে সেখানে ট্রেনে ওঠার পরেও সীমান্ত পর্যন্ত পুলিশি পাহারায় যেতে হলো তাদের। ট্রেনে ছিল প্রচণ্ড ভিড়। বেলজিয়ামের সৈন্যদের ফরাসি সীমান্তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিপ্লবীদের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য। কোনো বসার জায়গা পেল না মার্কস-পরিবারের কেউ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১০.

মার্চের ৫ তারিখে প্যারিস পৌঁছে মার্কস দেখতে পেলেন রাস্তায় রাস্তায় লড়াইয়ের চিহ্ন কী অসাধারণ একটা অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন ভেবে দুঃখিত মার্কস তৎক্ষণাৎ বিপ্লবের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চান। পরদিন ভোরেই তিনি লন্ডনের কমিউনিস্ট লীগ নেতাদের জানিয়ে দিলেন যে লীগের কার্যকরী হেড কোয়ার্টার এখন থেকে স্থানান্তর করা হলো প্যারিসে ৯ মার্চ সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে লীগের সদস্যরা এখন থেকে তাদের কোটের সঙ্গে একটি রক্তলাল বর্ণের রিবন পরবেন যেহেতু তখনো কমিউনিস্ট লীগ একটি গোপন সংগঠন, সেই কারণে স্থাপিত হলো 'জার্মান ওয়ার্কার্স ক্লাব' নামে একটি উন্মুক্ত ফোরাম 'লা রিফর্ম' পত্রিকায় ক্লাবের কমিটির সদস্যদের পরিচয় ছাপা হয়েছিল।

এইচ বাউয়ের– সু মেকার।

জোসেফ মল– ওয়াচ মেকার।

ভালাউ– টাইপ মেকার ও প্রিন্টার।

চার্লস স্যাপার– টাইপসেটার ও মেকার।

চার্লস মার্কস।

এখানে মার্কসের নামের পাশে কোনো পেশা উল্লেখ করা নেই। নিন্দুকরা সেই শূন্যস্থানে 'ট্রাবল মেকার' শব্দটি বসাতে পারলে খুবই খুশি হয়।

অবশ্য সঙ্গীদের মধ্যেও কেউ কেউ মার্কসকে ট্রাবলমেকারই মনে করছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন মার্কসের প্রাক্তন সহকর্মী জর্জ হারভেগ এবং প্রুশীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন এক অফিসার অ্যাডালবার্ট ভন বর্নস্টেড্‌ট। এরা দুইজন 'জার্মান লিজিয়ন' নামে এক সৈনিক সংস্থা গড়ে তোলার রোমান্টিক স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তাদের স্বপ্ন, এই জার্মান লিজিয়ন নিয়ে দুর্বার গতিতে জার্মানিতে প্রবেশ করা এবং পিতৃভূমিকে মুক্ত করা। এরপরে তারা আক্রমণ শাণাবেন রাশিয়াতে হারভেগ সৈনিক সংস্থার জন্য রিক্রুটিং স্লোগান তৈরি করেছিলেন– "শুধুমাত্র একদিনের জন্য সাহসী হও বন্ধুরা!" ফরাসি প্রাদেশিক সরকার এই ডন কুইক্সোট ধরনের স্বাপ্নিকদের জন্য ব্যারাক এবং প্রতিদিন পঞ্চাশ সেনটিম ভাতা বরাদ্দ করেছিলেন।

মার্কস এই দুজনকে পরিষ্কারভাবে স্কাউন্ড্রেল বলে আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন যে এই ধরনের অ্যাডভেঞ্চার কলঙ্কজনক পরিণতি বরণ করতে বাধ্য। তার এই ভবিষ্যদ্বাণী নির্মমভাবে সফল হয়েছিল। হারভেগের জোড়াতালি দেওয়া বাহিনী, সংখ্যায় বড়জোর হাজারখানেক, এপ্রিল ফুল তারিখে জার্মানির উদ্দেশে রওনা দিল এবং সীমান্ত অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে প্রুশীয় বাহিনীর হাতে কচুকাটা হয়ে গেল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মার্কস দাবি করছিলেন যে ঐ সময়টিতে জার্মানিতে বিপ্লবের জন্য দেশান্তরী কবি এবং অধ্যাপকদের হাতে মরচেধরা বেয়োনেট তুলে দিয়ে কোনো লাভ নেই। এখন প্রয়োজন অব্যাহত প্রচারণা এবং প্রুশীয় শাসকদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করা। ইতোমধ্যে এঙ্গেলস এসে পৌঁছেছেন প্যারিসে তারা ২১ মার্চ প্রচার করলেন একটি হ্যান্ডবিল। 'জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির দাবিসমূহ' এই হ্যান্ডবিল ত্বরিৎ গতিতে হুবহু পুনঃ প্রকাশিত হলো বার্লিন, ট্রিয়ার এবং ডুসেলডর্ফের পত্রিকাগুলোতে এই ১৭ দফা দাবি কিন্তু তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে ছিল যথেষ্টই নমনীয়। 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর' ১০ দাবির মধ্যে মাত্র ৪টি এই হ্যান্ডবিলে তুলে ধরা হয়েছিল। সেগুলো ছিল– প্রগতিশীল আয়কর ব্যবস্থা, বিনামূল্যে সার্বজনীন শিক্ষার প্রবর্তন, সবধরনের ভারী যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের হাতে তুলে নেওয়া এবং একটি জাতীয় ব্যাংক স্থাপন করা মার্কস এটাও যোগ করেছিলেন যে জাতীয় ব্যাংকের কাজ হবে ধাতব মুদ্রার পরিবর্তে কাগজের নোট চালু করা, যাতে বেঁচে যাওয়া সোনা এবং রুপা বৈদেশিক বাণিজ্যের কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। তিনি আশা করেছিলেন এই ধরনের দাবি কট্টর বুর্জোয়াকেও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পক্ষে সহানুভূতিশীল করে তুলবে।

এছাড়াও কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর তুলনায় এই দাবিনামায় অনেক বেশি ছাড় দেওয়া হয়েছিল। যেমন, ম্যানিফেস্টোতে সব ধরনের উত্তরাধিকার প্রথা বাতিলের অঙ্গীকার থাকলেও এখানে উত্তরাধিকার থেকে একটি বড় অংশ রাষ্ট্রকর্তৃক কেটে নেওয়ার দাবি তোলা হয়েছিল। ম্যানিফেস্টোতে সবধরনের ভূমি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসার অঙ্গীকার থাকলেও এই দাবিনামায় কেবলমাত্র রাজপুত্র এবং বড় জমিদারদের ভূমি জাতীয়করণের দাবি তোলা হয়েছিল।

জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির দাবিসমূহের মধ্যে দেশান্তরীদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া, পার্লামেন্ট সদস্যদের জন্য বেতন-ভাতা নির্ধারণ করে দেওয়া এবং একীভূত জার্মান রিপাবলিক গড়ে তোলার দাবি তাৎক্ষণিকভাবেই মেনে নেওয়া হয়েছিল।

মার্চ-এপ্রিলে কমিউনিস্ট লীগের জার্মান কর্মীরা প্যারিস ছেড়ে স্বদেশে ফিরতে শুরু করলেন। তারা সংগঠনের কাজ করার জন্য নিজ নিজ শহরকেই প্রধানত বেছে নিলেন। কার্ল স্যাপার চলে গেলেন নাসাউ, ভিলহেল্ম ভোলফ গেলেন ব্রেসলাও-তে। নেতৃত্বের এইরকম ছিটকে পড়া দেখে স্টিফেন বর্ন লিখেছিলেন– 'কমিউনিস্ট লীগ এখন সবজায়গাতে বটে, কিন্তু আদতে কোথাও নেই।'

মার্কস ঘোষণা দিলেন তিনি কোলোন থেকে নতুন একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করতে চান 'নতুন রাইনের সংবাদপত্র' নামে কোলোনকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন, কারণ এই শহরে তিনি কর্মসূত্রে আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন তার প্রত্যাশা ছিল প্রাক্তন বন্ধু এবং 'রাইনের সংবাদপত্র' পত্রিকার শেয়ারহোল্ডাররা এই

~ www.amarboi.com ~

নতুন পত্রিকাতেও বিনিয়োগ করবেন হয়তো। এছাড়া নেপোলিয়ন যুগের কিছু মূল্যবোধ এই শহরে বরাবরই কার্যকর ছিল তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল অন্য প্রদেশের তুলনায় মতপ্রকাশের কিছুটা হলেও, বেশি স্বাধীনতা।

মার্কস-পরিবার এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে জার্মানির উদ্দেশে প্যারিস ত্যাগ করলেন সঙ্গে ছিলেন এঙ্গেলস এবং আর্নস্ট ড্রোঙ্কে। ২৬ বছরের তরুণ বিপ্লবী আর্নস্ট ড্রোঙ্কে ইতোমধ্যেই একটি উপন্যাসের জনক, একাধিকবার জেলখাটা এবং একবার প্রচণ্ড দুঃসাহসের সাথে জেলের দেয়াল ভেঙে পালানোর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মেইন্‌জ শহরে সংক্ষিপ্ত যাত্রা বিরতির পর তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন এঙ্গেলস চললেন ভুপের্টালে তার পিতা এবং বন্ধুদের নতুন পত্রিকায় অর্থ জোগানদানে রাজি করানোর উদ্দেশ্যে আর্নস্ট ড্রোঙ্কে গেলেন তার আঙ্কল কোবলেন্‌জ-এর কাছে। আর জেনি তিন সন্তান সঙ্গে নিয়ে গেলেন ট্রিয়ারে মায়ের কাছে কয়েক সপ্তাহের জন্য, যাতে ইতোমধ্যে মার্কস তার নিজের এবং পরিবারের জন্য রেসিডেন্স পারমিট সংগ্রহ করে নিতে পারেন। কোলোনে পৌঁছে যথানিয়মে নিজের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেবার আবেদন জানালেন মার্কস কারণ হিসেবে জানালেন যে তিনি পরিবারসহ এখানে অবস্থান করে অর্থনীতি বিষয়ক কিছু গ্রন্থ রচনা করতে চান। দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের অভিপ্রায় গোপন করলেন তিনি কর্তৃপক্ষ তাকে স্বাগত জানাতে তেমন উৎসুক ছিল না তবু তাকে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হলো আইনগত কিছু ফোঁকর রেখে যাতে বেশি ঝামেলা মনে হলে তাকে আবার বহিষ্কারের পথ খোলা থাকে।

এদিকে অর্থ সংগ্রহের পথে প্রচণ্ড হতাশ হতে হলো এঙ্গেলস নিজেও অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হলেন পিতা তাকে কোনো টাকা দিতে সরাসরি অস্বীকার করলেন অবশেষে মার্কস নিজে তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অবশিষ্ট টাকা এবং ধারকর্জের মাধ্যমে পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিলেন অবশ্য কয়েকজন শেয়ারহোল্ডারও পাওয়া গিয়েছিল

প্রথমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে পত্রিকা প্রকাশ করা হবে ১ জুলাই ১৮৪৮ থেকে। কিন্তু মার্কস তারিখ এগিয়ে আনলেন ১ জুন। কারণ হিসেবে তিনি বললেন যে প্রতিক্রিয়াশীলরা নতুন করে উদ্ধত হয়ে উঠছে এই রকম পরিস্থিতিতে একটি দিনও দেরি করা ঠিক হবে না।

এডিটোরিয়াল বোর্ডে ছিলেন মূলত কমিউনিস্ট লীগের সদস্যরাই বাড়তি যোগ হলেন কবি জর্জ ভিয়ের্থ, আর্নস্ট ড্রোঙ্কে, সাংবাদিক ফার্ডিনান্ড ভোলফ এবং ভিলহেল্ম ভোলফ বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য এই দুই ভোলফের ডাক নাম দেওয়া হলো যথাক্রমে 'রেড ভোলফ' এবং 'লুপাস'

এডিটোরিয়াল বোর্ড থাকলেও পত্রিকা চলত মূলত মার্কসের একনায়কত্বের অধীনে একথা এঙ্গেলস পর্যন্ত স্বীকার করেছেন অবশ্য এই কথাটি এসেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
স্টেফান বর্ন নামক একজন লোকের সূত্রে। পরবর্তীতে তিনি মার্কসের শত্রুদের একজন হয়েছিলেন তিনি পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার কয়েক মাস পরে দপ্তরে গিয়েছিলেন সেখানে তিনি মার্কসকে এমন একনায়কত্ব চালাতে দেখেছেন যে সবচাইতে অনুগত ব্যক্তিটিও মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে বাধ্য। যে কারো পক্ষে তাল মিলিয়ে চলা কঠিন স্টেফান বর্ন বলেছেন– 'সবচাইতে তিক্ত মন্তব্যটি এসেছিল এঙ্গেলস-এর কাছ থেকে। তিনি বলেছিলেন " মার্কস আদৌ সাংবাদিক নয় কোনোদিন সাংবাদিক হতেও পারবে না পত্রিকার লিডিং লেখাটা নিয়ে সে সারাটা দিন কাটিয়ে দেয়। যে কাজটা দুই ঘণ্টায় শেষ করা যায়, সেটিকে মার্কস এমনভাবে বারবার সংশোধন-সংযোজন করতে থাকে, যেন কোনো দার্শনিক সমস্যা নিয়ে কাজ করছে। একবার এখানে কাটছে, ওখানে শব্দ জুড়ছে, আবার সংশোধন করছে, আবার সংশোধন এইভাবে কাজ করতে গিয়ে ছাপার প্রচণ্ড অসুবিধা হয়।" সম্ভবত আমার কাছে মনের ক্ষোভটি প্রকাশ করতে পেরে এঙ্গেলস কিছুটা হালকা হয়েছিলেন।'

'রাইনের নতুন সংবাদপত্র' প্রকাশিত হতো দৈনিক হিসেবে। প্রায়শই সঙ্গে থাকত মোটা-সোটা সাপ্লিমেন্টারি। এছাড়াও মাঝে মাঝে বের হতো বৈকালিক সংস্করণও। স্টেফান বর্নের উক্তি সত্যি হিসেবে ধরে নিলে পত্রিকা এইভাবে নিয়মিত এবং বর্ধিত কলেবরে বের হওয়ার কথা নয়। এছাড়া পত্রিকার সার্কুলেশন কিছুদিনের মধ্যেই পাঁচ হাজার ছাড়িয়ে যায়, যা শহরের অন্য পত্রিকার পক্ষে চিন্তা করাও সম্ভব ছিল না।

অন্যান্য পত্রিকার সঙ্গে 'রাইনের নতুন সংবাদপত্রে'র মূল তফাত ছিল সংবাদ-বিশ্লেষণের অনন্যতায় এবং বিদেশি সংবাদের প্রাচুর্যে। মার্কস নিয়মিত প্রকাশ করতেন ইংল্যান্ডের চার্টিস্ট এবং ফ্রান্সের জ্যাকোবিন আন্দোলনের খবরাখবর। তিনি জার্মানিতে পা রাখার পরদিন থেকেই গ্রাহক হয়েছিলেন তিনটি বিদেশি পত্রিকার। সেগুলো ছিল– দি টাইমস, দি টেলিগ্রাফ এবং দি ইকনোমিস্ট

তবে যথারীতি মার্কস প্রুশিয়ার কর্তৃপক্ষের সাথে বিরোধিতায় লিপ্ত হলেন তিনি লিখলেন– 'জাতীয় সংসদের প্রথম কর্তব্য ছিল দ্বিধাহীনভাবে এবং উচ্চকণ্ঠে জার্মান জনগণের সার্বভৌমত্বের ঘোষণা দেওয়া। আর দ্বিতীয় কর্তব্য ছিল একটি সংবিধান প্রণয়ন করা যাতে জনগণের সার্বভৌমত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়। তা না করে 'নির্বাচিত ফিলিস্টিনরা' যারা অধিকাংশই হচ্ছে উকিল আর স্কুলমাস্টার, ব্যস্ত কেবল নতুন নতুন সংশোধনী এবং ডিক্রি জারি করা নিয়ে। তারা লম্বা লম্বা ভাষণ দেন, কিন্তু সেগুলো বিমূর্ত। এবং তারা নিজেরাই জানেন না তারা কী বলতে চান যখনই মনে হয় যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই তারা অধিবেশনের বিরতি ঘোষণা করেন এবং লাঞ্চের জন্য উঠে যান

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই ধরনের লেখায় ভয় পেয়ে শহরের কিছু ব্যবসায়ী অবিলম্বে পত্রিকা থেকে তাদের শেয়ার তুলে নিলেন এর পাশাপাশি সঙ্কট আরও ঘনীভূত হলো যখন মার্কস বিরোধে জড়িয়ে পড়লেন শহরের সবচাইতে জনপ্রিয় সমাজতন্ত্রী আন্দ্রেস গটশালকের সাথে গটশালক কেবলমাত্র নবগঠিত কোলোন ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যই ছিলেন না, তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট লীগের জার্মান শাখার নেতৃস্থানীয় সদস্যও একজন চিকিৎসক হিসেবে তিনি দরিদ্রদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তার শিষ্যের সংখ্যাও ছিল অনেক বেশি কোলোন ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন গঠন করার এক সপ্তাহের মধ্যেই তার সদস্য সংখ্যা উন্নত হয়েছিল আট হাজারে। তা কেবলমাত্র আন্দ্রেস গটশালকের জনপ্রিয়তার কারণেই।

কিন্তু মার্কস তো কাউকেই ছাড় দেবার পাত্র নন। তিনি গটশালককে অভিযুক্ত করলেন বিপ্লবের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কর্তব্যসমূহ উপেক্ষা করে শ্রমিকদের মধ্যে সরাসরি সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম পরিচালিত করার ভুল স্ট্রাটেজির জনক হিসেবে তাছাড়া গটশালক একথাও প্রচার করছিলেন যে আইনসঙ্গত উপায়েই উক্ত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। আবার গটশালক আহ্বান জানালেন বার্লিন এবং ফ্রাঙ্কফুর্টে জাতীয় সংসদ নির্বাচন বয়কটের। মার্কসের কাছে এইসব কর্মকাণ্ড ইউনাইটেড জার্মান রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার অন্তরায় বলে মনে হয়েছিল আর গটশালকের মতামতকে তিনি সম্পূর্ণ ইউটোপিয়া বলে আখ্যায়িত করলেন রাগ করে গটশালক পদত্যাগ করলেন কমিউনিস্ট লীগের স্থানীয় কমিটি থেকে

তবে গটশালক এবং তার বন্ধু ফ্রিডরিখ আন্নেকে গ্রেপ্তার হলে 'রাইনের নতুন সংবাদপত্র' তার তীব্র নিন্দা জানায় এমনকি ফ্রিডরিখ আন্নেকের ওপর শারীরিক নির্যাতন এবং তার সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে ভয়ভীতি দেখানোর ইতিবৃত্ত তুলে ধরা হয় পত্রিকার পাতায়। 'রাইনের নতুন সংবাদপত্র' এই নির্যাতনের জন্য দায়ী করল পাবলিক প্রসিকিউটর হের হেকারকে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন আধা ঘণ্টা দেরি করে, যাতে পুলিশ এই সময়টাতে আন্নেকের ওপর নির্যাতন চালানোর অবকাশ পায় এই অভিযোগের উত্তরে হেকার বললেন যে তিনি নির্যাতন চালানোর কোনো আদেশ দেননি। 'রাইনের নতুন সংবাদপত্রে' এই কথার উত্তরে তীব্র শ্লেষের সাথে লেখা হলো– 'হের হেকার তাহলে নির্যাতন করার আদেশ দানের ক্ষমতাও রাখেন!'

গটশালক জেলে রইলেন পাঁচ মাস কিন্তু এই সময়ে মার্কসের পত্রিকার ওপর পড়ল সরকারি কোপদৃষ্টি

এমনিতেই কোলোন পুলিশ কখনোই মার্কসকে মুক্তভাবে কাজ করতে দেবার পক্ষপাতী ছিল না এবার তারা আন্নেকে ইস্যু নিয়ে হামলে পড়ল ৭ জুলাই মার্কসকে হাজিরা দিতে হলো তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তার বিরুদ্ধে

দানবীর পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
অভিযোগ পাবলিক প্রসিকিউটরকে অপমান করা এবং জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা আর পুলিশ তখন তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালাচ্ছে পত্রিকা দপ্তরে তারা খুঁজছে অনামি লেখকের কোনো সূত্র, যিনি এই ধৃষ্টতামূলক নিবন্ধটি লিখেছেন। দুই সপ্তাহ পরে মার্কসকে আবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হলো। আগস্ট মাসে এঙ্গেলস এবং ড্রোঙ্কেকে তলব করা হলো সাক্ষী হিসেবে। ৬ সেপ্টেম্বর পত্রিকায় লেখা হলো আরও খারাপ খবর– 'গতকাল আমাদের পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ফ্রিডরিক এঙ্গেলসকে আবার সমন পাঠানো হয়েছে তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেটের তরফ থেকে তবে এবারের সমন সাক্ষী হিসেবে নয়, সহ-অভিযুক্ত হিসেবে

জার্মানি তথা প্রুশিয়ার পরিস্থিতি তখন টালমাটাল। গোটা ইয়োরোপজুড়েই নানা ধরনের অভ্যুত্থান এবং পাল্টা অভ্যুত্থান। অবশেষে এই মামলার বিচারের জন্য মার্কস এবং এঙ্গেলস কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন পরের বছর ৭ ফেব্রুয়ারি সেদিন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জুরিবোর্ডের সামনে আত্মপক্ষ সমর্থন করে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তা শুনে অনেকেই আফসোস করেছেন কেন মার্কস তার পিতার পেশা গ্রহণ করলেন না সেটা করলে ইয়োরোপ পেতে পারত সর্বকালের সেরা একজন আইনজীবীকে তিনি আইনের ২২২ এবং ৩৬৭ ধারা তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ করে জানালেন কেন তাদেরকে এই অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায় না বক্তব্যের শেষে মার্কস বললেন– 'আমি পৃথিবীর বড় বড় ঘটনা নিয়ে ব্যস্ত আমি ইতিহাসের গতিধারা নিয়ে কাজে উৎসাহী। স্থানীয় কর্তাব্যক্তি, পুলিশ, প্রসিকিউশন নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। এই সমস্ত ভদ্রলোক মনে মনে নিজেদের যত বড় বা যত ক্ষমতাধরই ভাবুক না কেন, বর্তমান পৃথিবীতে যে ভাঙাগড়ার পালা চলছে, সেই তুলনায় তারা কিছুই নয়। কিন্তু একটি পত্রিকার প্রথম কর্তব্য তার প্রতিবেশী নির্যাতিত হলে পাশে দাঁড়ানো। প্রথম কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের যে সমস্ত নির্যাতক প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাত চালানো।'

মুগ্ধ জুরিবোর্ড তাদের বেকসুর খালাস দিলেন।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই মার্কসকে আবার দাঁড়াতে হলো কাঠগড়ায়। এবার তার সঙ্গী রাইন ডিস্ট্রিক্ট কমিটি অব ডেমোক্র্যাট-এর দুই সহকর্মী। তাদের তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ– রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উস্কানি দেওয়া।

আবারও আত্মপক্ষ সমর্থনে মার্কসের অনন্যসাধারণ ভাষণ। এক পর্যায়ে তিনি একথাও বললেন যে– 'রাজমুকুটের অধিকারী যখন প্রতিবিপ্লব ঘটান, তখন বিপ্লবের দ্বারা প্রত্যুত্তর দানের পূর্ণ অধিকার জনগণের রয়েছে।'

এবারও মামলা থেকে অব্যাহতি লাভ

কয়েকদিন পরে (২ মার্চ) ৮ম কোম্পানির দুই সৈনিক হাজির মার্কসের বাসায় তারা জানতে চাইল, সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সংবাদ ছাপা হয়েছে কেন? সম্পাদক জবাব দিলেন যে যাকে তারা সংবাদ বলছে, সেটি ছিল মূলত বিজ্ঞাপন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অতএব তা নিয়ে সম্পাদকের কোনো দায়দায়িত্ব নেই। দুই সৈনিক সেকথা মানতে রাজি নয় তারা তাদের তরোয়াল বাতাসে ভয়ংকরভাবে ঘুরিয়ে জানতে চাইল লেখকের নাম নাম না বললে যে ভালো হবে না একথাও তারা মনে করিয়ে দিল মার্কসকে। উত্তরে মার্কস এবার পকেট থেকে বের করলেন পিস্তল সঙ্গে সঙ্গে দুই বীর পুঙ্গব হাওয়া।

মামলা দিয়ে কোনো লাভ না হওয়ায় কোলোনের কর্তৃপক্ষ দ্বারস্থ হলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেও মার্কসকে কোলোন থেকে বহিষ্কারের জন্য উদগ্রীব কিন্তু এর ফলে জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হবে ভেবে সাহস পেলেন না অপেক্ষায় রইলেন উপযুক্ত সময় এবং সুযোগের।

সেই সুযোগ এল ১৮৪৯ সালের মে মাসে। সামরিক আইন জারি হলো প্রুশিয়ায় ১৬ মে মার্কস বিদেশ থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জার্মইন ত্যাগের নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হলো। অভিযোগ– 'অতিথিপরায়ণতার সুযোগের অপব্যবহার করা' পত্রিকার অন্য সম্পাদকরাও একই দমননীতির শিকার। এঙ্গেলস, ভিলহেল্ম ভোলফ এবং ফার্ডিনান্ড ভোলফের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হলো। ড্রোঙ্কে এবং কবি ভিয়ের্থ যেহেতু প্রাশিয়ার নাগরিক ছিলেন না, তাদেরকেও অবিলম্বে কোলোন পরিত্যাগের আদেশ দেওয়া হলো।

অবশেষে মৃত্যু ঘটল 'রাইনের নতুন সংবাদপত্রে'র।

১৯ মে পত্রিকার শেষ সংখ্যা মুদ্রিত হলো লাল কালিতে। এই সংখ্যায় কোলোনের শ্রমিকদের উদ্দেশে লেখা হলো– 'আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে "রাইনের নতুন সংবাদপত্রে"র সম্পাদকমণ্ডলী তাদের প্রতি আপনারা যে সহানুভূতি দেখিয়েছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। সর্বত্র এবং সর্বদা আমাদের শেষ কথা হবে– শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি।'

পরবর্তীতে এঙ্গেলস লিখেছেন– 'আমরা আমাদের দুর্গ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম ঠিকই, কিন্তু আমরা পশ্চাদপসরণ করলাম অস্ত্রশস্ত্র আর মালপত্র নিয়ে, বাজনা বাজিয়ে, শেষ লাল সংখ্যার পতাকা ওড়াতে ওড়াতে।'

কিন্তু মার্কস-পরিবারের জন্য ব্যাপারটা এত রোমান্টিক ছিল না। প্রেস এবং পত্রিকার কর্মচারীদের পাওনা, নিউজপ্রিন্ট এবং অন্যান্য সামগ্রীর বাকি দাম মেটাতে হলো মার্কসকে। প্রেস বিক্রি করে দিলেন পানির দরে। সব দেনা পরিশোধ করার পরে তিনি যথারীতি কপর্দকশূন্য জেনি তখন চতুর্থবারের মতো গর্ভবতী সন্তানদেরসহ তাকে পাঠানো হবে ট্রিয়ারে মায়ের আশ্রয়ে কিন্তু রাস্তার খরচ নেই জেনি তার পারিবারিক রুপার তৈজসপত্র এবার বন্ধক দিলেন ফ্রাঙ্কফুর্টের বন্ধকি দোকানে

জেনি এবং সন্তানদের বিদায় দিয়ে মার্কস এবং এঙ্গেলস গেলেন বাডেন-এ তখনো সেখানে বিপ্লবী যোদ্ধারা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে সেখানে বিপ্লবী বাহিনীকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাদের পুরনো সহকর্মী ভিলিচ তিনি আন্তরিকতার সাথে অভ্যর্থনা জানালেন মার্কস এবং এঙ্গেলসকে তারা বিপ্লবী বাহিনীকে ফ্রাঙ্কফুর্টে অভিযান চালানোর উপদেশ দিলেন। কিন্তু সেই উপদেশ গ্রাহ্য হলো না।

এঙ্গেলস যুদ্ধবিদ্যার উৎসাহী ছাত্র সরাসরি যুদ্ধে যোগদানের এই সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। তিনি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যুদ্ধে নাম লেখালেন কিছুদিনের মধ্যেই উন্নীত হলেন এডিকং পদে তিনি পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে অন্তত ৪টি সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তার উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ তিনি পরবর্তীতে জানিয়েছিলেন জেনিকে সেটি হচ্ছে– 'যুদ্ধের আগুনের মধ্যে লোকদেখানো বাহাদুরি খুব ঘটে থাকে প্রায় সবাই এই মনোভাবে আক্রান্ত হয় মাথার ওপর দিয়ে বাঁ পাশ দিয়ে শিস কেটে যাওয়া বুলেট তখন নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার আমি কাপুরুষতা প্রায় দেখিনি কারো মধ্যেই। তবে সাহসী-বোকামি দেখেছি অনেক

বাডেনে মার্কসের করার কিছু ছিল না জুনের শুরুতে তিনি প্যারিসে পৌছালেন জাল পাসপোর্ট নিয়ে প্যারিস তখন রাজকীয় সৈন্য এবং কলেরা মহামারীতে আক্রান্ত বিপ্লবীরা ছিন্নভিন্ন জাতীয় সংসদের মনটাগনার্ড অংশ একদিন রাজপথে বিক্ষোভের ডাক দিলে সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল মিছিলের ওপর হতাহতের কোনো সীমা-পরিসীমা রইল না

জেনি ইতোমধ্যে এসে পৌছেছেন প্যারিসে কিন্তু বেশিদিন থাকার সুযোগ ঘটল না বিজয়ী প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনী তখন ঘরে ঘরে তল্লাশি চালাচ্ছে বিপ্লবের সাথে সংশ্লিষ্টদের খুঁজে বের করার জন্যে ১৯ মার্চ একজন পুলিশ সার্জেন্ট এসে দাঁড়াল রু দ্যে লিলে-র ৪৫ নম্বর বাড়ির সামনে তার হাতে একটি সরকারি আদেশ তাতে বলা হয়েছে, মার্কসকে অবিলম্বে প্যারিস ছেড়ে যেতে হবে। তবে তিনি ফ্রান্সেই থাকতে পারবেন তাকে থাকতে হবে ব্রিটানির কাছে মরবিহান নামক একটি দপ্তরের নজরদারিতে মার্কসকে যে ফ্রান্স থেকে বহিষ্কার করা হলো না, তার কারণ তখনো পুলিশ তার আসল পরিচয় জানতে পারেনি তিনি তখন পর্যন্ত 'মসিয়ে র‍্যাম্বোজ' হিসেবেই নিজের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছিলেন

ব্রিটানি হচ্ছে একটি পরিত্যক্ত জলাভূমি ম্যালেরিয়ার ডিপো সেখানে পরিবার নিয়ে বসবাস করা মানে মৃত্যুর মুখে সবাইকে ঠেলে দেওয়া মার্কস তাই ফ্রান্স ত্যাগের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করলেন।

জার্মানি কিংবা বেলজিয়াম তাকে গ্রহণ করবে না সুইজারল্যান্ডও তাকে গ্রহণ করতে অসম্মতি জানাল তখন বাকি থাকে একটিমাত্র শহর, যেখানে কোনো আশ্রয়প্রার্থী বিমুখ হয় না লন্ডন

২৭ আগস্ট ১৮৪৯ 'এসএস সিটি বুলেনে' নামক জাহাজের ক্যাপ্টেন ডোভার উপকূলে নোঙর করে পুলিশের কাছে রুটিনমাফিক প্যাসেঞ্জারদের তালিকা

দানবীর পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
হস্তান্তর করলেন প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে আছেন একজন গ্রিক অভিনেতা, একজন ফরাসি ভদ্রলোক, একজন পোলিশ অধ্যাপক আর আছেন চার্লস মার্কস নামক একজন ব্যক্তি, যিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন 'ডক্টর' বলে

১১.

লন্ডন কার্ল মার্কসের সর্বশেষ শরণস্থল লন্ডন তখন পৃথিবীর বৃহত্তম এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত শহর পৃথিবীতে লন্ডনই প্রথম শহর যার জনসংখ্যা কোটি পেরিয়ে গিয়েছিল এই শহরের বিস্তার পুরোটা দেখার জন্য সাংবাদিক হেনরি মেহিউ বেলুনে আকাশে উঠেছিলেন কিন্তু তিনি বলতে পারেননি 'এই দানবীয় শহরের শুরুটা কোথায়, আর কোথায় বা শেষ শহর বাড়ছেই। প্রতিদিন বেড়ে চলেছে সবদিকে বেড়ে চলেছে সবদিকের দিগন্তেই নতুন নতুন স্থাপনা মাথা তুলছে দূরে, বহুদূরে তাকালে মনে হয়, লন্ডন শহরটা আকাশের সাথেই মিশে গেছে

১৮৪১ থেকে ১৮৫১ সালের মধ্যে এই শহরে নতুন এসে স্থায়ী বসত গড়েছে ৩ লক্ষ মানুষ তাদের মধ্যে ছিলেন কার্ল মার্কসের মতো দেশ থেকে বিতাড়িত বিপ্লবীরাও এই শহর বিনা প্রশ্নে আশ্রয় দিয়েছে সব রাজনীতি ও সকল মতাদর্শের ধারককে

তবে এই নগরশ্রেষ্ঠ যথারীতি একটি অন্ধকার দিকও ধারণ করত শহরের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠা গরিব বস্তি তাদের পানি নেই, রাস্তা নেই, আলো নেই কলেরা তখন নিয়মিত ব্যাপার। কারণ শহরের সবগুলো স্যুয়ারেজ লাইন টেমস-এ গিয়ে মিশেছে আবার লন্ডনের পানির চাহিদা মেটানো হতো সেই দূষিত টেমস-এর পানি দিয়েই 'দি টাইমস' পত্রিকায় একজন পত্রলেখকের আর্তি ছাপা হয়েছিল– "স্যার, আমরা আপনার সহানুভূতি এবং ক্ষমতার প্রয়োগ কামনা করছি! আমরা স্যার, বন্য জীবন যাপন করছি। লন্ডনের বাকি অংশের লোকেরা এবং ধনীরা আমাদের কথা জানেও না স্যার। আমাদের নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথাও নেই আমরা গোবর এবং বিষ্ঠার মধ্যে বাস করি স্যার আমাদের কোনো আলাদা বাথরুম নেই, কোনো ডাস্টবিন নেই, কোনো ড্রেইন নেই, কোনো পয়ঃপ্রণালি নেই গ্রিক স্ট্রিটের স্যুয়ারেজ কর্তৃপক্ষের অফিসে বারবার দরখাস্ত দিয়েছি, ধরনা দিয়েছি কিন্তু তারা, সব মহান, ধনী এবং ক্ষমতাবান মানুষ, আমাদের কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেনি কোনো ময়লার গর্তের তাকনা নেই আমরা খুবই ভুক্তভোগী স্যার, আমাদের মধ্যে অনেকেই সবসময় অসুখে ভোগে আর যদি কলেরা আসে, তাহলে একমাত্র খোদাই জানে আমাদের কী অবস্থা হবে।"

লন্ডনের জনস্বাস্থ্যের করুণ দশা জানা যায় একটি পরিসংখ্যান থেকেই প্রতি ৩ জন শিশুর মধ্যে ১ জন মারা যেত বয়স ১ বছর পূর্ণ হবার আগেই

আমার বই
দানবার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লন্ডনের মার্বেল-স্থাপত্য এবং মনস্টারিগুলো দেখে মুগ্ধ হয় বিদেশিরা কিন্তু মার্কস কখনো সেগুলো দেখার ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন বলে জানা যায় না এমনকি নতুন আশ্রয়স্থল এই শহরের মানুষদের জীবনযাপন দেখার জন্য কোনো আগ্রহ দেখাননি তিনি। এই শহরের মানুষ কোন ধরনের পোশাক পরে, কোন কোন খেলায় উৎসাহী, কোন কোন সংগীত এখানে জনপ্রিয়– এসব বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিলেন না মার্কস। তবে ১৮৫০-এর জুলাই মাসে রিজেন্ট স্ট্রিটের একটি ফ্যাক্টরির দোকানে ইলেকট্রিক ট্রেনের ইঞ্জিন দেখে অত্যন্ত উৎসাহী এবং উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি তার ধারণা হলো যে স্টিম ইঞ্জিন একসময় পৃথিবীকে বদলে দিয়েছিল এবার ইলেকট্রিক ট্রেন আরেকবার বদলে দেবে পৃথিবীকে। এই ইঞ্জিন হবে ট্রয়ের ঘোড়া। তার মতে– 'অর্থনৈতিক বিপ্লব অবশ্যই রাজনৈতিক বিপ্লব ডেকে আনবে কারণ শেষেরটি হচ্ছে প্রথমটির প্রকাশ

কাজ ছাড়া থাকতে পারেন না মার্কস অবিলম্বে তিনি কমিউনিস্ট লীগের হেড কোয়ার্টার স্থাপন করলেন জার্মান ওয়ার্কার্স এডুকেশন কমিটির অফিসকক্ষে। একই সঙ্গে তিনি নির্বাচিত হলেন নির্বাসিতদের সাহায্য করার জন্য গঠিত সমিতির সদস্য পদে। কিন্তু নিজের আর্থিক দীনতার কোনো সমাধান নেই তার সামনে। ১৮৪৯ সালের ৫ সেপ্টেম্বর, লন্ডনে আসার সপ্তাহ খানেক পরে, তিনি ফার্ডিনান্ড ফ্রিলিগ্রাথকে চিঠিতে লিখছেন– 'আমি আসলেই খুব খারাপ অবস্থায় আছি। আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। তাকে ১৫ তারিখের মধ্যেই প্যারিস ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু আমি এখনও জানি না যে তার পথ-খরচার টাকা আমি কীভাবে জোগাড় করব। এটাও জানি না, এখানে এনে তাকে রাখব কোথায়

জেনি লন্ডনে এসে পৌঁছালেন ১৭ সেপ্টেম্বর। সঙ্গে তিন ভাগ্যতাড়িত শিশুসন্তান। জেনিচেনের জন্ম ফ্রান্সে লরা আর এডগার জন্ম নিয়েছিল বেলজিয়ামে। একই রকম ভ্রাম্যমাণ প্রসব ঘটল তাদের দ্বিতীয় পুত্রেরও। পৃথিবীতে তার আগমন নভেম্বরের ৫ তারিখে। সেদিন লন্ডনে আলোকসজ্জা এবং হাউইবাজি চলছিল। লন্ডনের মানুষ সেদিন উৎসব করছিল তাদের পার্লামেন্ট ভবন নিরাপদ থাকার স্মরণে। ১৬০৫ সালের এই দিনে গুইডো ফোকেস নামের একজন সন্ত্রাসী পার্লামেন্ট ভবন গুঁড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছিল তার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় প্রতিবছর এই দিনটিতে তাই উৎসব করে লন্ডনবাসী সেই সন্ত্রাসীর সাথে মিলিয়ে অবিলম্বে নবজাতকের ডাক নাম হয়ে গেল– ফকসে। (জার্মান ভাষায় ফক্সচেন)

মার্কসের এক অমোচনীয় অভ্যাস ছিল মানুষকে ডাক নাম এবং ছদ্ম নাম দেবার রাজনৈতিক কারণে কিছুটা প্রয়োজনও ছিল তার যেমন প্যারিসে আত্মগোপনের সময় নিজে 'মসিয়ে র‍্যামবোজ' নাম ধারণ এমনকি লন্ডনে এসেও তিনি অনেকদিন যাবৎ চিঠিতে সই করেছেন 'এ উইলয়ামস' নামে তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বেশিরভাগ সময় পরিবারের সদস্য এবং পরিচিতদের উপনাম দিতেন তিনি ঝোঁকের বশে এঙ্গেলসকে তার কাল্পনিক সৈনিক জীবনের কারণে ডাকা হতো 'জেনারেল' বলে হেলেন ডেমুথ হয়ে গেলেন 'লেনচেন', কখনো কখনো 'নীম' জেনিচেনকে ডাকা হতো 'কুই কুই চায়নিজ সম্রাজ্ঞী', লরার কখনো 'কাকাডাউ' কখনো 'হটেনটট'। নিকটজনরা মার্কসকে ডাকত 'মুর' বলে সন্তানরা 'মুর' তো বলতই, কখনো কখনো ডাকত 'ওল্ড নিক' কিংবা 'চার্লি' বলেও কবি কিনকেল, যাকে ভিলেন বানিয়ে মার্কস লিখেছিলেন 'গ্রেট মেন অব দি এক্সাইল' নামের পুস্তিকাটি, তাকে সবসময় চিহ্নিত করা হতো 'গটফ্রিড' বলে

অক্টোবর মাসে মার্কস তার স্ত্রী এবং সন্তানদের নিয়ে উঠলেন চেলসি এলাকার অ্যান্ডারসন স্ট্রিচের একটা বাসায় মাসিক ভাড়া ৬ পাউন্ড যা দেবার সামর্থ্য মার্কসের ছিল না।

একজন কপর্দকশূন্য নির্বাসিত মানুষ, একটি সম্পূর্ণ অচেনা জায়গায় এলে তার সকল বন্ধু এবং পরিচিতজনদের সাথে যোগাযোগ করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মার্কস আদৌ সেই ধাতুতে গড়া ছিলেন না একমাত্র এঙ্গেলস-এর বন্ধুত্বকেই মূল্য দিতেন তিনি। দেখা গেল, রিফ্যুজিদের সাহায্য করার জন্য গঠিত সমিতি অচিরেই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। এই বিভক্তির পেছনে দায়ী ছিলেন তিনজন মানুষ। গুস্তাভ ভন স্ট্রুভে, কার্ল হেইনজেন এবং মার্কসের সেই সময়কার পারিবারিক চিকিৎসক লুইস বাউয়ের। এই ভাঙনের পরে মার্কস অত্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে ডাক্তার লুইস বাউয়েরকে জানালেন যে, যেহেতু তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এখন সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী, তাই তার পক্ষে আর ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব নয় ডাক্তারকে তিনি ধন্যবাদ জানালেন তার পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা দেয়ায়। সেইসঙ্গে তিনি বললেন, যেহেতু তিনি ডাক্তারের সাথে আর যোগাযোগ রাখবেন না, তাই তিনি তার পাওনা মিটিয়ে দিতে চান। কিন্তু ডাক্তার বাউয়ের যখন বিল পাঠালেন, মার্কস রেগে গিয়ে বললেন যে যেহেতু ডাক্তার বিল করেছেন বেশি বেশি, সেই কারণে তিনি আদৌ কোনো টাকা পরিশোধ করতে রাজি নন।

মার্কসকে অপছন্দ করতেন অনেকেই। তাকে বলতেন 'স্যাডিস্টিক ইন্টেলেকচুয়াল থাগ' কিন্তু শিক্ষক হিসেবে তার অপরিসীম যত্ন এবং ধৈর্যের কথা স্বীকার করেছেন সবাই নির্বাসিত তরুণদের তিনি পড়াতেন স্প্যানিস, গ্রিক, ল্যাটিন ভাষা। পড়াতেন দর্শন এবং রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র ভিলহেল্ম লিবক্লেফট জানাচ্ছেন– 'অন্য সময় যিনি ঝড়ের মতো অশান্ত, সেই তিনিই পড়ানোর সময় অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিতে পারতেন।' বক্তৃতার সময় তিনি ছিলেন বাহুল্যবর্জিত, কিন্তু আকর্ষণীয়। 'বুর্জোয়া সম্পত্তি কী' এই বিষয়ে তিনি কয়েকদিন ধরে বক্তৃতা দিয়েছিলেন গ্রেট উইন্ডমিল স্ট্রিটের বাড়ির ছাদে সেখানে শ্রোতার ভিড় হয়েছিল

ব্যাপক, যাকে বলা হয় 'ক্যাপাসিটি ক্রাউড' লিবক্লেফট বর্ণনা দিয়েছেন মার্কসের পড়ানোর পদ্ধতির। প্রথমে তিনি বিষয়বস্তু সম্পর্কে মূল কথাগুলো বলে নিতেন। তারপর বিস্তারিত লেকচার দিতেন সেগুলোর ওপর। ব্যাখ্যা করতেন নানা দিক থেকে। বক্তৃতার সময় ব্যবহার করতেন ব্ল্যাকবোর্ড এবং অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ। আলোচ্য বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দেবার পরে তিনি ছাত্রদের আহ্বান করতেন, তাদের কোনো প্রশ্ন বা বোঝার ঘাটতি রয়ে গেছে কি না। ছাত্রদের দিক থেকে কোনো সাড়া না পেলে তিনি নিজেই ছাত্রদের কাউকে কাউকে ডেকে নিতেন তাদের প্রশ্ন করতেন পঠিত বিষয় নিয়ে। ছাত্রটি ঠিকভাবে উত্তর দিতে না পারলে আবার নতুন করে বোঝাতেন তিনি।

গ্রেট উইন্ডমিল স্ট্রিটের ছাত্রদের রুটিন ছিল যথেষ্টই ব্যস্ত রবিবারে লেকচার দেওয়া হতো ইতিহাস, ভূগোল এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর। তারপরেই ডিসকাশন সেশন ছিল 'বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা এবং বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি' নিয়ে। কমিউনিজম নিয়ে মুক্ত আলোচনা চলত সোমবার এবং মঙ্গলবার। সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে ভাষা শিক্ষা, গান শেখা, ছবি আঁকা এমনকি নাচ শেখার ক্লাসও হতো। শনিবারের বিকেলটা বরাদ্দ ছিল সংগীত, আবৃত্তি এবং পত্রিকা থেকে আকর্ষণীয় খবরগুলো অন্যকে পড়ে শোনানোর জন্য।

এসবের মাঝে ফাঁক পেলে মার্কস যেতেন নির্বাসিত ফরাসিদের প্রতিষ্ঠিত একটি ক্লাবে। অক্সফোর্ড স্ট্রিটের পাশেই রথবোন প্লেসে ছিল এই ক্লাবটি এখানে ফরাসিরা তলোয়ার চালানো অভ্যেস করত মার্কস নিজেও এই খেলায় নামতেন তিনি তেমন দক্ষ ছিলেন না তলোয়ারবাজিতে। কিন্তু সেটি পুষিয়ে নিতেন তীব্র আক্রমণাত্মক খেলার মাধ্যমে।

বলাই বাহুল্য যে তলোয়ারের চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল তার হাতের কলম এটা দিয়ে তিনি আক্রমণ শাণাতেন। আবার তিনি পত্রিকা বের করতে অগ্রসর হলেন। জার্মান ভাষায় প্রকাশিত এবারের পত্রিকার নাম ছিল 'রাইনের নতুন সংবাদপত্র– পলিটিক্যাল ইকনোমিক্যাল রিভিউ।' কিন্তু পত্রিকার খরচ আসবে কোত্থেকে? ইংল্যান্ডে তার কোনো চেনা-জানা সচ্ছল মানুষ নেই ফ্রান্স থেকে টাকা পাওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হলো। মার্কস পরিকল্পনা করলেন, টাকা সংগ্রহের জন্য কনরাড শ্রামকে আমেরিকায় পাঠাবেন। পরে হিসাব করে দেখা গেল, আমেরিকায় গিয়ে শ্রাম সর্বোচ্চ যে পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন, তার সমুদ্র পাড়ি দিতে পথ-খরচার পরিমাণ অনেক বেশি হবে যাই হোক, তবু মার্কস পত্রিকার কাজে অগ্রসর হলেন।

প্রথম সংখ্যা নির্ধারিত তারিখে বের হতে পারেনি। মার্কস অসুস্থ হয়ে শয্যায় পড়েছিলেন দুই সপ্তাহ এই সময় কম্পোজিটর তার হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পাঠোদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন কমিউনিস্ট লীগের কেউ কেউ এই পত্রিকা প্রকাশের বিরুদ্ধে ছিলেন। তবু শেষ পর্যন্ত পত্রিকা বেরুল। যদিও ৫ টির বেশি সংখ্যা বেরুতে পারেনি।

এই 'রিভিউ'তে মার্কস বিস্তারিত লিখেছেন ফরাসি বিপ্লবের পরাজয়ের কারণ সম্পর্কে ডিসেম্বর ১৮৪৮-এর নির্বাচনে লুই নেপোলিয়ন বিপুল ভোটে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন মার্কসের চোখে তিনি ছিলেন কুৎসিত রকমের চালাক, সাধারণ মানের প্রতারক, নির্বোধভাবে মহৎ, একটি হিসাবি কুসংস্কার, বেদনাদায়ক রকমের অনুকরণকারী, বোকা সেজে থাকা চতুর, ঐতিহাসিকভাবে ভাঁড়, নিজের আসল চেহারা লুকিয়ে রাখা একটা অপদার্থ। তিনি কেন ভোটে জিতলেন? ব্যাখ্যা খুবই সহজ। সকল শ্রেণির মানুষই ভেবেছিল যে এই জুনিয়র বোনাপার্টকে তারা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে। কৃষকসমাজ মনে করেছিল যে তিনি ধনীদের শত্রু, প্রলেতারিয়েত মনে করেছিল যে তিনি বুর্জোয়াদের রিপাবলিক উল্টে দেবেন, অভিজাতদের কাছে তিনি ছিলেন রাজকীয় ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার ভরসাস্থল, আর সেনাবাহিনীকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যুদ্ধের এইসবের যোগফল– ফ্রান্সের সবচাইতে সাধারণ মানের মানুষটির জটিল গুরুত্ব তৈরি হয়ে যাওয়া। যেহেতু তিনি ছিলেন "কিছুই না" তাই তিনি সবকিছুকেই গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে পেরেছিলেন।'

বিপুল উদ্যম, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনা সত্ত্বেও পত্রিকা টিকিয়ে রাখা গেল না। পত্রিকার পাঠক ছিল মূলত ইংল্যান্ডে প্রবাসী জার্মানরা। এই ক্ষুদ্র প্রচারসংখ্যা থেকে পত্রিকার ব্যয় উঠানো সম্ভব হতো না। ফলে আরও দুরবস্থায় পতিত হতে হলো মার্কস এবং তার পরিবারকে

এই সময় (২০ মে, ১৮৫০) জেনি মার্কস একটি চিঠি লিখেছিলেন ফ্রাঙ্কফুর্টে ভাইডেমেয়ারের কাছে। এই চিঠিকে মনে হবে চার্লস ডিকেন্স-এর বই থেকে তুলে ধরা একটি অধ্যায়–

"প্রিয় হের ভাইডেমেয়ার'

আপনি ও আপনার স্ত্রী আমাকে অমন বন্ধুত্বপূর্ণ ও সাদর আতিথ্য দেবার পর, আপনাদের বাড়িতে অত আরামে আপনজনের মতো থেকে আসার পর দেখতে দেখতে এক বছর কেটে যেতে চলল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমার দিক থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাননি আপনারা। আপনার স্ত্রী যখন আমাকে বন্ধুর মতো অমন সুন্দর একখানা চিঠি লিখেছিলেন, তখনো আমি চুপ করে ছিলাম। তারপর আপনাদের বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবার খবর পেয়েও আমার নৈঃশব্দ ভাঙেনি। আমার দিক থেকে এই চুপচাপ থাকাটা আমাকে পীড়ন করেছে প্রায়শই, তবু বেশিরভাগ সময়েই আমার পক্ষে লেখাটা অসম্ভব হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
দাঁড়িয়েছিল। এমনকি আজও লিখতে গিয়ে দেখছি ব্যাপারটা কঠিন ঠেকছে। বড়ই কঠিন ঠেকছে।

তবে পরিস্থিতির চাপে আজ আমি হাতে কলম তুলে নিতে বাধ্য হয়েছি। আমার সানুনয় অনুরোধ, 'রিভিউ' থেকে কার্লের প্রাপ্য কিছু পারিশ্রমিক পেয়ে থাকলে কিংবা ভবিষ্যতে পেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা যেন আমাদের পাঠিয়ে দেন। টাকাটা আমাদের ভীষণ ভী-ষ-ণ দরকার। যে ত্যাগস্বীকার আমাদের করতে হচ্ছে এবং বছরের পর বছর যা আমরা করে চলেছি তা বাড়াবাড়িরকম জাহির করেছি, তেমন দোষ অবশ্যই কেউ আমাদের দিতে পারবেন না। আমাদের অবস্থার কথা জনসাধারণ কখনোই প্রায় কিছুই জানতে পারেনি। আমার স্বামী এসব ব্যাপারে বড়ই স্পর্শকাতর। তিনি বরং তাঁর শেষ সম্বলটুকু ত্যাগ করবেন, তবু আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত 'মহৎ ব্যক্তিদের মতো' গণতান্ত্রিক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে পারবেন না। তবে বন্ধুদের, বিশেষ করে, কোলোনের বন্ধুদের কাছ থেকে তাঁর 'রিভিউ'-এর জন্য সক্রিয় ও সোৎসাহ সমর্থন আশা করতে পারতেন তিনি। 'রাইনের নতুন সংবাদপত্রে'র জন্য তাঁর ত্যাগ স্বীকারের কথা যে-মহলের জানা আছে প্রথমত সেখান থেকেই এই রকম সমর্থন তিনি আশা করতে পারতেন। কিন্তু তার পরিবর্তে কী দেখা গেল? না, অসতর্ক এবং এলোমেলো পরিচালনার দোষে গোটা ব্যাপারটাই গেল পুরো নষ্ট হয়ে। কোনটা যে এ ব্যাপারে বেশি দায়ী– পত্রিকা বিক্রেতার, অথবা ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে পরিচালকদের ঢিলেমি, নাকি কোলোনে আমাদের পরিচিতদের গা-ছাড়া ভাব, অথবা গণতন্ত্রীদের মনোভাব– তা বলা শক্ত।

এখানে আমার স্বামী দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ যতসব ভাবনাচিন্তায় এত অসহ্য রকমে জড়িত ও প্রায় অভিভূত হয়ে পড়েছেন যে তার ফলে তাঁর সবটুকু কর্মশক্তি এরই পিছনে ব্যয়িত হয়ে চলেছে। এবং এই দৈনন্দিন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরিব্যাপ্ত এই জীবনসংগ্রামে মাথা জাগিয়ে রাখার জন্য যা একান্ত দরকার তাঁর সেই শান্ত স্বচ্ছ সমাহিত আত্মমর্যাদাবোধটুকু পর্যন্ত নষ্ট হতে বসেছে। প্রিয় হের ভাইডেমেয়ার, আপনি তো জানেন কাগজখানির জন্য আমার স্বামী কী পরিমাণ ত্যাগ স্বীকারই না করেছেন! কাগজ চালানোর জন্য নগদে হাজার হাজার থ্যালার ব্যয় করেছেন তিনি। এবং কাগজটির মালিকানা স্বত্ব এমন এক সময়ে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন যখন তার ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল যৎসামান্য। এই শেষোক্ত কাজটি তিনি করেছেন সেইসব মাননীয় গণতন্ত্রীদের অনুরোধে রাজি হয়ে গিয়ে; তিনি রাজি না হলে পত্রিকাটির সমস্ত ধারদেনার অংশীদার হতে হতো যাঁদের, আর তা করেছেন এমন এক সময়ে ভবিষ্যতের সব আশাই যখন নষ্ট হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছিল। পত্রিকাটির রাজনৈতিক মর্যাদা এবং কোলোনস্ত তাঁর পরিচিত ব্যক্তিবর্গের নাগরিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে আমার স্বামী পুরো দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন; দেনা শুধতে ছাপাখানাটি বিক্রি করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দিয়েছেন, পত্রিকাটির যাবতীয় আদায়ীকৃত অর্থ দিয়ে দিয়েছেন; এবং চলে আসার আগে পত্রিকার নতুন কার্যালয়ের ভাড়া, সম্পাদকদের প্রাপ্য বেতন ইত্যাদি মেটাতে তিনি এমনকি ৩০০ থ্যালার ঋণ পর্যন্ত করেছেন। অথচ তখন তাঁকে দেশ থেকে বলপ্রয়োগে নির্বাসন দেওয়া হচ্ছে। আপনি তো জানেন, নিজেদের বলতে আমরা কিছুই রাখিনি তখন। শেষ সম্বল বলতে আমাদের যা ছিল, সেই রুপোর বাসনপত্র বন্ধক রাখতে আমি ফ্রাঙ্কফুর্টে গেছি এবং কোলোনে আমার আসবাবপত্র বিক্রি করে দিয়েছি। এসব না করলে সবকিছু খোয়ানোর ভয় ছিল।

প্রতিবিপ্লবের দুঃসময় শুরু হওয়ার মুখে আমার স্বামী প্যারিসে গেলেন। তিনটি বাচ্চা নিয়ে তাঁর পিছু পিছু আমিও গেলাম। প্যারিসে থিতু হয়ে বসতে না বসতেই সেখান থেকেও তাঁকে বহিষ্কার করা হলো। এমনকি আমাকে ও বাচ্চাদেরও একটা দিন বেশি থাকতে দেওয়া হলো না।

সমুদ্র পেরিয়ে আবার স্বামীর অনুগমন করলাম আমি। একমাস পরে আমাদের চতুর্থ সন্তানের জন্ম হলো। তিনটি সন্তান থাকা এবং চতুর্থ আরেকটির জন্ম দেওয়ার অর্থ যে কী তা বুঝতে হলে লন্ডন এবং এখানকার পরিস্থিতির সাথে আপনার পরিচয় থাকা দরকার। শুধুমাত্র বাড়িভাড়া বাবদই আমাদের মাসে মাসে ৪২ থ্যালার করে গুনে দিতে হচ্ছিল। যে টাকা আমাদের ছিল, তা দিয়ে কোনোরকমে এই খরচের সাথে তাল মিলিয়ে চলছিলাম আমরা। কিন্তু 'রিভিউ' প্রকাশ করার সময় সেই সামান্য পুঁজিও শেষ হয়ে গেল। চুক্তি থাকা সত্ত্বেও আমাদের টাকা দেওয়া হচ্ছিল না। এবং পরে যখন তা দেওয়া হলো তা পাওয়া গেল অল্প অল্প করে খেপে খেপে। ফলে আমাদের এখানকার পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়াল অত্যন্ত ভয়াবহ।

আমাদের ঐ জীবনের কেবলমাত্র একটি দিনের বর্ণনা এখানে আমি দেব, দিনগুলো যেমনভাবে কাটত, হুবহু সেই ভাবে। এ থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে সম্ভবত খুব কম শরণার্থীকেই আমাদের মতো জীবন কাটাতে হয়েছে। বাচ্চাকে বুকের দুধ দেবার মতো ধাত্রী রাখা এখানে অত্যন্ত খরচের ব্যাপার। তাই বুকে-পিঠে অনবরত অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও ঠিক করেছিলাম যে আমিই বাচ্চাকে খাওয়াব। কিন্তু আমার বাচ্চা সোনামণিটাকে মায়ের দুধের সঙ্গে এত বেশি দুশ্চিন্তা এবং ভেতরে পুষে-রাখা উদ্বেগ হজম করতে হচ্ছিল যে তার স্বাস্থ্য সবসময়ই খারাপ যাচ্ছিল। দিনে-রাতে অসম্ভব কষ্টভোগ করছিল সে। পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার পরে বেচারা কোনোদিনও পুরো একটা রাত্রি নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘুমাতে পারেনি। রাত্রে বড়জোর একটানা দুই-তিন ঘণ্টা ঘুমাত সে। যে সময়টার কথা বলছি, তার অল্প কিছুদিন আগে বাচ্চাটা মাংসপেশির সাংঘাতিক আক্ষেপ রোগে ভুগছিল। এবং সে-সময় সর্বদাই তার প্রাণটি ছিল জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। অসুখ বেড়ে গেলে যন্ত্রণার চোটে এত জোরে স্তন চুষত যে ঘষা লেগে আমার স্তনের বোঁটা যেত শুকিয়ে আর চামড়া ফেটে রক্ত বেরিয়ে প্রায়ই তা চুঁইয়ে বাচ্চাটার কাঁপা-কাঁপা কচি ঠোঁট দুটোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মধ্যে চলে যেত। একদিন আমি ওইভাবে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বসে আছি, এমন সময় আমাদের বাড়ির তত্ত্বাবধায়িকা ঘরে ঢুকল। তার আগের শীতকালে ওকে আমরা ২৫০ থ্যালার দিয়েছিলাম। এবং তার সাথে তখন এই মর্মে চুক্তিও হয়েছিল যে ভবিষ্যতে বাড়িভাড়ার টাকা ওর হাতে না দিয়ে খোদ বাড়িঅলার হাতে দেব। কারণ বাড়িঅলা ওর বিরুদ্ধেই খেলাপের পরোয়ানা জারি করেছিল। তত্ত্বাবধায়িকা কিন্তু বাড়িতে ঢুকে সরাসরি সেই চুক্তির কথা অস্বীকার করল এবং তক্ষুনি তার পাওনা ৫ পাউন্ড মিটিয়ে দেবার দাবি করল। আমাদের হাতে তখন কোনো টাকা ছিল না। একটু পরেই দুই সহকারী শেরিফ এসে ঘরে ঢুকল এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে আমাদের সামান্য যা কিছু ছিল, সেই চাদর বিছানা জামাকাপড়, এমনকি কোলের বাচ্চাটার দোলনা আর মেয়েদের পুতুল পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে জমা করল। মেয়েরা একপাশে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছিল। তারা জানিয়ে দিল যে ২ ঘণ্টার মধ্যে পাওনা পরিশোধ না করলে সবকিছু নিয়ে চলে যাবে। তার মানে ঠান্ডায় জমে যাওয়া বাচ্চাদের নিয়ে আর নিজের বুকের অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে আমাকে মেঝেতে শুতে হবে। আমাদের বন্ধু শ্রাম সাহায্য জোগাড়ের উদ্দেশ্যে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু যে গাড়িটা ভাড়া করেছিলেন তিনি, তার ঘোড়া দুটো হঠাৎ বাঁধন ছেড়ে ছুট লাগানোতে তিনি গাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মারাত্মক আহত হলেন। তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় বাসায় ফিরিয়ে আনা হলো। ঠান্ডায় আমার বাচ্চাদের তখন কাঁপুনি ধরে গেছে। আর তাদের জড়িয়ে ধরে হাপুস নয়নে কাঁদছি আমি।

পরের দিন বাসা ছাড়তে হলো আমাদের। দিনটা ছিল ঠান্ডা, বৃষ্টিভেজা, মেঘাচ্ছন্ন। আমার স্বামী মাথা গোঁজার মতো আশ্রয় খুঁজে ফিরতে লাগলেন। কিন্তু চারটি বাচ্চার কথা শুনে কেউই আমাদের ভাড়াটে হিসেবে গ্রহণ করতে চাইছিল না। অবশেষে একজন বন্ধু আমাদের সাহায্য করলেন। ফলে বাড়িভাড়ার টাকাটা মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হলো। এদিকে আমি সমস্ত বিছানাপত্র বিক্রি করে ওষুধের দোকানি, রুটিওয়ালা, মাংসবিক্রেতা ও গোয়ালাদের সব পাওনা মিটিয়ে দিলাম। বিছানাগুলো বিক্রি করে দেবার পরে একটা ঠেলাগাড়িতে সবগুলো তোলা হচ্ছিল। একই সঙ্গে কী ঘটল বলি শুনুন। তখন সূর্য অস্ত গিয়েছিল। অতএব সাব্যস্ত হলো যে আমরা 'ব্রিটিশ সূর্যাস্ত আইন' ভঙ্গ করছি। বাড়িওয়ালা দুই কনস্টেবল নিয়ে ছুটে এল। তার বক্তব্য ছিল এই যে ওই বিছানা চাদর ইত্যাদির মধ্যে তার নিজের কিছু জিনিসও থাকা সম্ভব যা আমরা বিদেশে পাচার করছি। ব্যস আর কী চাই! পাঁচ মিনিটের মধ্যে চেলসিয়া এলাকার সমস্ত লোক, কমপক্ষে দুই-তিনশো জন হবে, জুটে গেল আমাদের দরজার সামনে। বিছানাগুলো আবার ঘরে ফিরিয়ে আনা হলো, কারণ পরের দিন সূর্যোদয়ের আগে সেগুলো ক্রেতাকে দেওয়া যাবে না। সব জিনিসপত্র বিক্রি করে দেওয়ার পরে আমাদের ধার-দেনা পাই পয়সা পর্যন্ত মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হলো। অবশেষে আমার কচিকাঁচা বুকের ধনগুলোকে নিয়ে একটা হোটেলের দুই রুমে এসে উঠলাম। লিস্টার স্কয়ারের ১ নম্বর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লিস্টার স্ট্রিটের জার্মান হোটেলের ওই ঘর দুটিতে আমরা আছি। এখানে সপ্তাহে সাড়ে ৫ পাউন্ডের বিনিময়ে আমরা মানুষের যোগ্য আতিথ্য পাচ্ছি।

প্রিয় বন্ধু, আমাদের এখানকার জীবনের একটি দিনের বর্ণনা দিতে গিয়ে লম্বা-চওড়া গল্প ফেঁদে এত কথা বললাম বলে ক্ষমা করবেন। আমি জানি, এটি অসমীচীন। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। হাতের কলম ঠিকমতো চলছে না। কিন্তু অন্তত একবারের জন্য হলেও আজ আমার সবচেয়ে পুরনো, ভালো আর সত্যিকারের বন্ধুর কাছে সব কথা বলে মনটা হালকা করা খুব দরকার বোধ করছি। মনে করবেন না এইসব তুচ্ছ ছোটখাটো দুঃখ-দুর্দশা, ভাবনা-চিন্তা আমার মনোবল নষ্ট করে দিয়েছে। আমি খুব ভালো করেই জানি যে আমাদের সংগ্রাম বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার নয়। এবং বিশেষ করে আমি হচ্ছি সেই বাছাই করা, সুখী, ভাগ্যবতীদের একজন, কারণ আমার জীবনের প্রধান অবলম্বন আমার স্বামী এখনও আমার পাশেই আছেন। সত্যি সত্যি যা আমার আত্মাকে কষ্ট দিচ্ছে এবং হৃদয়কে রক্তাক্ত করছে, তা হলো এই চিন্তা যে ছোটখাটো ব্যাপারের জন্য আমার স্বামীকে কতই না কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে, আমার পক্ষে কত সামান্য পরিমাণেই না তার সাহায্যে আসা সম্ভব হচ্ছে এবং যিনি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে অসংখ্য লোকের উপকার করে এসেছেন, তিনি নিজে কত না অসহায়! কিন্তু তাই বলে, প্রিয় হের ভাইডেমেয়ার, ভুলেও একথা ভাববেন না যে আমরা কারো কৃপাপ্রার্থী। যাঁদেরকে আমার স্বামী মতাদর্শ-ভাবনাচিন্তার শরিক করেছেন, উৎসাহ এবং সমর্থন জুগিয়েছেন, তাঁদের কাছে একটিমাত্র বস্তুই তাঁর কাম্য। তা হচ্ছে, কাজকর্মে আরও বেশি প্রাণের লক্ষণ প্রকাশ করা এবং 'রিভিউ'কে আরও বেশি সমর্থন জানানো। তাঁর হয়ে এটুকু দাবি করার মতো অহঙ্কার এবং অধিকার আমার আছে। এটুকু নিশ্চয়ই তাঁর প্রাপ্য। এটুকু দাবি করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে বলে আমি মনে করি না। আমার দুঃখ কেবলমাত্র এটুকুই। আমার স্বামী কিন্তু এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করে থাকেন। কখনো, এমনকি সবচেয়ে ভয়ংকর মুমাদের মহূর্তগুলোতেও, তিনি ভবিষ্যতে আস্থা হারাননি, এমনকি তাঁর মনোরম রসিকতাবোধও হারিয়ে ফেলেননি। আমাকে হাসি-খুশি থাকতে দেখলে এবং আমাদের নয়নের মণি সন্তানদের তাদের মায়ের কোলঘেঁষে থাকতে দেখলেই তিনি খুশি থাকতেন। প্রিয় হের ভাইডেমেয়ার, আমার স্বামী জানেন না যে আপনাকে আমাদের অবস্থার কথা এত বিস্তারিতভাবে জানাচ্ছি। এ কারণে আমার অনুরোধ, এই চিঠির সবকথা তাঁকে জানাবেন না। আমার এই চিঠি সম্পর্কে তিনি এটুকুই শুধু জানেন যে তাঁর নাম করে আপনাকে শুধু যতটা বেশি সম্ভব চাঁদা এবং গ্রাহকমূল্য সংগ্রহ করতে এবং সেই অর্থ আমাদের কাছে পাঠাতে অনুরোধ করেছি।

হে বন্ধু বিদায়! আপনার স্ত্রীকে জানাবেন যে আমি তাঁকে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে মনে রেখেছি। সন্তানদের জন্য অনেক চোখের জল ফেলতে হয়েছে যে মাকে, তার হয়ে আপনার ছোট্ট সোনামণিটাকে চুমু দেবেন। আমাদের বড়

আমার বই
দানবীর পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিনটি বাচ্চা সবকিছু সত্ত্বেও চমৎকার রয়েছে। সত্যি। সবকিছু সত্ত্বেও। মেয়েরা ভারি মিষ্টি, স্বাস্থ্যবতী, হাসিখুশি আর সুশীলা। আর আমাদের গোলগাল চেহারার বাচ্চা ছেলেটা হয়েছে ভারি খোশমেজাজি এবং তার মাথাটা সব মজার মজার ধারণায় বোঝাই। আমাদের এই বাচ্চা ভূতটি সারাদিন আশ্চর্য আবেগ দিয়ে বাজখাঁই গলায় গান গায়। পুরো ঘর কাঁপতে থাকে যখন সে তার ভয়ংকর গলা খুলে ফ্রিলিগ্রাথের মার্সেই সংগীত থেকে গেয়ে চলে–

এসো জুন, আনো আমাদের তরে মহৎ অনুষ্ঠান
যশসমৃদ্ধ কীর্তি রাখিতে প্রাণ করে আনচান।

সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি।

ইতি
আপনাদের জেনি মার্কস।"

১২.

কয়েকদিন পরে মার্কস তার পরিবার নিয়ে উঠে এলেন সোহো এলাকার ৬৪ নম্বর ডিন স্ট্রিটের বাড়িতে। বাড়ির মালিক ছিলেন লেস-ফিতার ব্যবসায়ী একজন ইহুদি এখানে তাদের পুরো গ্রীষ্ম কাটাতে হয়েছিল অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্য দিয়ে। জেনি আবার অন্তঃসত্ত্বা এবং পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যয়ের একেবারে শেষ প্রান্তে। এবার বাধ্য হয়ে জেনিকে যেতে হলো হল্যান্ডে মার্কসের মামা লিয়ন ফিলিপস-এর কাছে। এই ভদ্রলোকের প্রতিষ্ঠিত ইলেকট্রিক এবং ইলেকট্রনিক কোম্পানি এখন সারা পৃথিবীতে 'ফিলিপস' নামে পরিচিত। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ফিলিপস কোম্পানির নাম সবাই এখন জানে। ফিলিপস তার ভাগ্নেবধূকে সস্নেহ আলিঙ্গন করলেন বটে, কিন্তু জানিয়ে দিলেন যে ইয়োরোপজুড়ে তার ভাগ্নে যে বিপ্লবের সূত্রপাত করেছে, সেই কারণে তার ব্যবসা এখন খুবই মন্দা। তাই তার পক্ষে এখন জেনি ও পরিবারকে সহায়তা করার কোনো উপায় নেই। জেনি নিজেদের দুরবস্থা চরম পর্যায়ে পৌঁছানোর কথা জানিয়ে বললেন যে, মামাশ্বশুরের সাহায্য বা ঋণ না পেলে তাদের হয়তো আমেরিকাতে পাড়ি জমাতে হবে। এ কথায় বিন্দুমাত্র দুঃখিত না হয়ে ফিলিপস জানালেন যে সেটি বরং একটি ভালো আইডিয়া আমেরিকাতে গিয়ে অনেকেই নিজের ভাগ্য ফিরিয়েছে তিনি অবশ্য ছোট্ট নাতিটার জন্য সামান্য উপহারসামগ্রী তুলে দিলেন জেনির হাতে

হল্যান্ড থেকে লন্ডনে রওনা দেবার আগে জেনি চিঠিতে লিখলেন– 'আমি খুব ভয় পাচ্ছি কার্ল। আমি ফিরে আসছি একেবারে শূন্যহাতে প্রচণ্ড আশাভঙ্গের কারণে আমি ভেঙে পড়েছি আমি ভয় পাচ্ছি যে আমি বোধহয় মরেই যাব তুমি যদি বুঝতে পারতে যে এই মুহূর্তেই তোমাকে আর বাচ্চাদের দেখার জন্যে তীব্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আকাঙ্ক্ষায় আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে! বাচ্চাদের কথা লিখতে গেলেই আমার চোখ থেকে জল নামছে।'

লন্ডনে সেই সময় অনেক নির্বাসিত বিপ্লবী বাস করছেন তারা কোনো-না-কোনো স্থায়ী কর্মে লিপ্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে কেউ প্রেসের কম্পোজিটর, কেউ ঘড়িনির্মাতা বা সারাইকারী, কেউ মুচি। কেউ কেউ জার্মান বা ইংরেজি শিখিয়ে কিছু পাউন্ড উপার্জন করেন কিন্তু মার্কস এই ধরনের কোনো নিয়মিত উপার্জনের ব্যবস্থা করতে পারেননি তিনি আমেরিকা চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছিলেন কিন্তু দেখা গেল যে টিকেটের মূল্য জোগাড় করা তার পক্ষে অসম্ভব খালাসি বা শ্রমিকের কাজ করার বিনিময়ে বিনা ভাড়ায় আমেরিকা যাওয়ার সুযোগ পেলেও তিনি সেই মুহূর্তেই জাহাজে উঠে বসতে রাজি ছিলেন।

এই অবস্থা থেকে যথারীতি পরিত্রাণ করলেন এঙ্গেলস।

মার্কসকে সাহায্য করার জন্য এঙ্গেলস তার আজন্মলালিত সাংবাদিক হবার স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে পিতার টেক্সটাইল ফার্মে কেরানির চাকরি গ্রহণ করলেন এই কারণে লন্ডন ছেড়ে তাকে চলে যেতে হলো ম্যাঞ্চেস্টারে সেখানেই তাকে থাকতে হয়েছে পরবর্তী ২০ বছর 'আমার স্বামী এবং আমাদের পরিবারের আমরা সকলেই তোমাকে খুব মিস করি। মাঝে মাঝেই তোমার সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে।' ১৮৫০-এর ডিসেম্বরে এঙ্গেলস-এর লন্ডন ত্যাগের কয়েকদিন পরে জেনি লিখলেন– 'তবু আমি সান্ত্বনা পাই এই কারণে যে তুমি একদিন একজন কটন-লর্ড হয়ে উঠবে।'

এঙ্গেলস-এর এই রকম কোনো ইচ্ছা কোনোদিনই ছিল না তিনি বরং মনে মনে এই ধরনের ব্যবসাকে নীচ কাজ হিসেবেই বিবেচনা করতেন এভাবে ম্যাঞ্চেস্টারে থাকা এবং এই কাজ করাটাকে তিনি কোনোদিনই প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারেননি যদিও বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা যেত না। তাকে পুরোদস্তুর একজন ল্যাঙ্কাশায়ার-ব্যবসায়ী বলে মনে হতো তিনি নিয়মিত যোগ দিতেন অভিজাতদের ক্লাবের অনুষ্ঠানে, তার সেলার পূর্ণ থাকত দামি শ্যাম্পেনে, তিনি ছুটির দিনে চেশায়ার হান্টে যেতেন শিকারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তিনি কখনোই ভোলেননি যে তার মূল কাজ হচ্ছে তার প্রতিভাবান দরিদ্র বন্ধুকে নিরন্তর সহযোগিতা করে যাওয়া। তিনি অনেকটা শত্রুশিবিরে গুপ্তচরের কাজ করতেন। সুতা ব্যবসায়ের গোপন তথ্যগুলো তিনি মার্কসকে সবিস্তারে জানাতেন, আন্তর্জাতিক বাজারের প্রবণতাসমূহের রিপোর্ট পাঠাতেন, আর নিয়মিত পাঠাতেন ছোট ছোট ব্যাংকনোট এই টাকাটা তিনি সরাতেন কোম্পানির ক্যাশবাক্স থেকে। কখনো কখনো কোম্পানির ব্যাংক একাউন্ট থেকেও টাকা সরিয়ে রাখতেন। পোস্ট অফিসের মাধ্যমে মার্কসের কাছে টাকা পাঠানোর সময় তিনি অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন যাতে টাকা মার না যায় কখনো কখনো একটা নোটকে তিনি কেটে দুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
টুকরা করে প্রতিটি টুকরা আলাদা আলাদা খামে পাঠাতেন। তিনি এতই সতর্কতার সাথে নিয়মিত টাকা সরানোর কাজটি করতেন যে তার পিতা, কিংবা তার ব্যবসায়িক পার্টনার পিটার আরমেন এ বিষয়ে কোনোদিন সন্দেহের অবকাশই পাননি।

এই অতি সতর্কতার কারণে কখনো কখনো মার্কসের কাছে টাকা পাঠাতে দেরি হয়ে যেত যেমন পরবর্তী নভেম্বরে এঙ্গেলস লিখলেন– 'আজ আমি চিঠিটা লিখছি শুধু একথা জানাতে যে তোমাকে যে ২ পাউন্ড পাঠানোর কথা ছিল, আজ তা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। আরমেন কয়েকদিনের জন্য বাইরে গেছেন। তিনি কাউকে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চালানোর জন্য অথরাইজ করে যাননি। ফলে আমরা ব্যাংক থেকে কোনো টাকা তুলতে পারছি না। সামান্য যে পরিমাণ টাকা ক্যাশ হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে, সেটা দিয়েই আমাদের চালিয়ে নিতে হচ্ছে। আজ ক্যাশবাক্সে আছে কেবলমাত্র ৪ পাউন্ড বুঝতেই পারছ বন্ধু যে তোমাকে আরও কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতেই হবে।'

কয়েকমাস পরে তার পিতা ম্যাঞ্চেস্টারে এলে এঙ্গেলস জেদ এবং অনেক দর কষাকষি করে তার কাছ থেকে বাৎসরিক ২০০ পাউন্ডের একটি এন্টারটেইনমেন্ট অ্যালাউন্সের প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন।

অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা সরানোর জন্য এঙ্গেলস-এর মনে কোনো অনুশোচনা ছিল না তিনি লিখছেন– 'ব্যবসার অবস্থা খুবই ভালো। ১৮৩৭ সালে কোম্পানির যা সম্পদ ছিল, এখন পরিমাণ তার দ্বিগুণ। এই পরিস্থিতিতে আমার খুব বিবেকবান হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।'

কয়েকদিন পরেই অবশ্য তার বাবার ধারণা হলো যে ছেলেকে বার্ষিক ২০০ পাউন্ড অতিরিক্ত দেওয়াটা বেশি হয়ে যায়। তিনি সেটাকে কমিয়ে ১৫০ পাউন্ড করলেন এই সিদ্ধান্তে তার অমিতব্যয়ী পুত্র অখুশি হলেও বিকল্প পথ খুঁজে নিতে দেরি করেননি। তিনি হিসেবের মার-প্যাঁচ দেখিয়ে এই অফিস থেকে তার পিতার লভ্যাংশের প্রায় অর্ধেকই গিলে ফেলতে সক্ষম হলেন। ১৮৫৩ সাল নাগাদ তিনি ম্যাঞ্চেস্টারে দুটি বাড়ির খরচ চালানোর সামর্থ্য অর্জন করলেন। একটি নিজের জন্য। এই বাড়িতে তিনি স্থানীয় শিল্পপতি এবং অভিজাতদের অভ্যর্থনা জানাতেন পাশের রাস্তায় ছিল একটি সুসজ্জিত ফ্ল্যাট, যেখানে থাকতেন তার প্রেমিকা মেরি বার্নস এবং তার বোন লিজি।

তবে এঙ্গেলস ম্যাঞ্চেস্টারে চলে যাওয়ার আগেই মার্কস ও তার যৌথ নামে লেখা একটি চিঠি ছাপা হয় ১৫ জুন ১৮৫০ 'লন্ডন স্পেকটেটর' পত্রিকায় চিঠিটা কৌতূহল উদ্রেক করে

"আমরা কখনো আশাই করতে পারিনি যে এই শহরে এত গোয়েন্দা আছে আমরা যে বাড়িতে বাস করি, তার দরজায় সবসময় খুব মনোযোগের সাথে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাকিয়ে থাকে কেউ একজন। শুধু তা-ই নয়, আমাদের বাড়িতে কে ঢুকছে আর কে বেরুচ্ছে সেটাও খতিয়ে দেখার জন্য উন্মুখ তারা আমরা এই শহরে এক কদমও হাঁটতে পারি না পেছনে আরেকজনের নজরদারি ছাড়া। আমরা কোনো অনুষ্ঠানে বা কোনো কফি হাউজে গেলেও সেখানে সঙ্গী হয় আমাদের কোনো অচেনা বন্ধু

পত্রিকার পাঠকরা এই ধরনের অভিযোগ সত্য বলে মেনে নেবেন, কারণ পত্রলেখক পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন যে তারা দেশ থেকে নির্বাসিত বিপ্লবী। মার্কস এবং এঙ্গেলস এই চিঠির মাধ্যমে মূলত ইংল্যান্ডবাসীর আত্মগর্বের কাছেই আবেদনটি তুলে ধরেছেন তারা এটাও লিখেছেন যে, আগে যেসব দেশে তারা আশ্রয় নিয়েছিলেন– ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড– কোনো স্থানেই তারা প্রুশিয়ার রাজার অশুভ শক্তির হাত থেকে রেহাই পাননি "এখন এই লন্ডনে, আমাদের শেষ আশ্রয়স্থলে এসেও যদি আমাদের সেই প্রুশিয়ার রাজার অশুভ প্রভাবের মধ্যেই দিনাতিপাত করতে হয়, তাহলে প্রুশিয়া যে দাবি করে থাকে– তারাই হচ্ছে ইয়োরোপের মধ্যে সবচাইতে ক্ষমতাবান– সেটাকেই তো সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়।... এই রকম পরিস্থিতিতে ব্যাপারটিকে ইংল্যান্ডবাসীর সামনে তুলে ধরা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। আমরা বিশ্বাস করি– পৃথিবীর সকল ধর্মের, সকল বর্ণের, সকল মতাদর্শের মানুষের আশ্রয়স্থল হিসেবে ইংল্যান্ডের যে ঐতিহ্য ও সুনাম রয়েছে, ইংল্যান্ডের মানুষ তা কিছুতেই ক্ষুণ্ন হতে দেবেন না।"

এটি ছিল মার্কসের একটি মরিয়া প্রচেষ্টা যাতে ইংল্যান্ড থেকে তাকে কোনোভাবেই নির্বাসিত হতে না হয়। কিছুদিন আগে প্রুশিয়ার রাজাকে হত্যার একটি চেষ্টা করা হয়েছিল তার পর থেকেই প্রুশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের রাজধানীতে আশ্রয় পাওয়া 'রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের' বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন তবে সবচাইতে বেশি নজর ছিল লন্ডনের সোহো এলাকার ডিন স্ট্রিটের বাড়িটার ওপর। এই শত্রুতা যতটা রাজনৈতিক, তারচেয়ে বেশি ছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যক্তিগত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম ফার্ডিনান্ড ভন ভেস্টফালেন। জেনির সৎ ভাই জেনির সঙ্গে মার্কসের বিয়ে ঠেকাতে তিনি সর্বস্ব পণ করেছিলেন। এই বিবাহটিকে নিজের পরিবারের জন্য অমর্যাদাকর বলে মনে করতেন তিনি। তাই সাত বছর পেরিয়ে গেলেও তার মনের মধ্যে যে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল, তা বিন্দুমাত্র প্রশমিত হয়নি।

স্পেকটেটরের সেই চিঠিতেই মার্কস উল্লেখ করেছিলেন যে, "রাজা ফ্রেডরিক উইলয়াম গুলিবিদ্ধ হবার দুই সপ্তাহ আগে কিছু লোক আমাদের সাথে বারবার যোগাযোগ করে রাজহত্যায় জড়িত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। তারা নিজেদের পরিচয় দেয়, বিপ্লবী বলে কিন্তু আমরা নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, হয় তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ফাঁদ পাতার কাজে নিয়োজিত প্রুশিয়ার গুপ্তচর, অথবা অতি-রাজভক্ত কেউ এটা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে তারা আমাদের বোকা বানাতে পারেনি

তাদের উদ্দেশ্য ছিল একটি সাজানো ছকের মধ্যে মার্কসকে জড়িয়ে পরবর্তীতে নিজেরাই সেটাকে ফাঁস করে দেবে। তারপর ব্রিটিশ সরকারের কাছে অনুরোধ জানাবে কথিত ষড়যন্ত্রের 'মূল হোতা' কার্ল মার্কসকে প্রুশিয়ার হাতে তুলে দিতে।

এই গুপ্তচরদের মধ্যে ছিলেন ভিলহেল্ম স্টিবার, যিনি পরবর্তীতে বিসমার্কের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হয়েছিলেন। তিনি ১৮৫০-এর বসন্তে সাংবাদিকের ছদ্মবেশে লন্ডনে দায়িত্ব পালন করছিলেন স্মিডট নামে তিনি বিপ্লবী সেজে কমিউনিস্টদের সদর দপ্তর গ্রেট উইন্ডমিল স্ট্রিটের ২০ নম্বর বাড়িটিতেও কিছুদিন যাতায়াত করেছিলেন সেখান থেকে এক জরুরি তারবার্তায় ভন ভেস্টফালেনের সন্দেহকে সত্যি বলে জানিয়েছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর 'শয়তান ভগ্নিপতি' নাকি সেখানে সভায় বসে প্রিন্সকে হত্যার অনুমোদন দিয়েছেন।

"গত পরশু একটি সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন মার্কস এবং ভোলফ। সেখানে একজন বক্তা চিৎকার করে বললেন যে– 'দি মুন কাফ (মহারানি ভিক্টোরিয়া) নিজেও তার ভবিতব্য এড়াতে পারবেন না। ইংরেজদের ইস্পাতের অস্ত্রগুলো সবচাইতে উন্নত। এখানকার কুড়ালগুলো খুবই ধারালো। গিলোটিন অপেক্ষা করছে সবগুলো রাজকীয় মস্তকের জন্য।' এভাবেই বাকিংহাম প্যালেস থেকে মাত্র কয়েক শত গজ দূরে বসে ইংল্যান্ডের রানিকে হত্যার ঘোষণা দিলেন একজন জার্মান ব্যক্তি সভা শেষ হওয়ার আগে মার্কস বললেন যে, তারা সবাই শান্ত থাকতে পারেন সব জায়গাতে তাদের লোক নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছে নির্ধারিত সময়েই সবকিছু ঘটবে। এবং ইয়োরোপের কোনো রাজতন্ত্রই এ থেকে নিস্তার পাবে না।"

মার্কসের শত্রুরা এই অভিযোগকে কিছুটা সত্যি বলেই দাবি করতেন। কিন্তু বাস্তবে এটি ছিল একেবারেই মিথ্যা একটি রিপোর্ট। রিপোর্টটি ভন ভেস্টফালেন তৎক্ষণাৎ লন্ডনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাঠান। লর্ড পামারস্টোন সেটিকে ফরেন অফিসে জমা করতে বলেন রিপোর্টটি এখন পর্যন্ত রক্ষিত আছে। কিন্তু রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এমনকি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে পর্যন্ত খবরটি জানানোর প্রয়োজন মনে করেননি কয়েকদিন পরে অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূত ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র সচিবের সাথে সাক্ষাৎ করে পুনরায় অভিযোগ জানালেন যে মার্কস এবং কমিউনিস্ট লীগ রাজহত্যার কথা বলেছেন উত্তরে সচিব স্যার জর্জ গ্রে ছোটখাটো একটা লেকচার দিলেন উদারনৈতিক গণতন্ত্র সম্পর্কে– 'আমাদের আইন অনুযায়ী, শুধু হত্যার কথা বলার অপরাধে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় না

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'স্পেকটেটরে' লেখা চিঠি মার্কসের বেশ কয়েকটি উদ্দেশ্য পূরণ করেছিল একদিকে লন্ডনে তার থাকার পরিবেশ নষ্ট করার প্রুশীয়-ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছিল একই সাথে সেইসব অতিবিপ্লবী, যারা শ্রমিক শ্রেণিকে শিক্ষিত এবং সংগঠিত করার বদলে দিনক্ষণ ঠিক করে বিপ্লব করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উন্মুখ হয়েছিল, তাদেরকেও নিরস্ত হতে বাধ্য করেছিল

কমিউনিস্ট লীগের মধ্যে মার্কসের প্রতি বিরোধ-ভাবাপন্ন অংশের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন অগাস্ট ভিলিখ ১৮৪৯ সালের বাডেন-যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন এঙ্গেলস-এর কমান্ডার লন্ডনে এসে জার্মান দেশান্তরীদের সাথে যোগ দেবার পর থেকেই তিনি ক্রমাগত উত্ত্যক্ত করার চেষ্টা করছিলেন মার্কসকে। অনেক পরে জেনি লিখেছিলেন– 'ভিলিখ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। বলেছিলেন যে, প্রতিটি বিবাহিত সম্পর্কের মধ্যে যে উষ্ণতা থাকে, সেটাকেই তিনি পুনরুজ্জীবিত করতে চান ভিলিখ তার আচরণ দিয়ে, তার উৎকট ঝলমলে পোশাক দিয়ে, সবসময় তার প্রতি যাতে অন্যের মনোযোগ আকর্ষিত হয় সেইরকম চেষ্টা দিয়ে প্রতিনিয়ত উত্ত্যক্ত করতেন রুচিশীল মানুষকে ১৮৫০-এর বসন্তকালে তিনি প্রকাশ্যে বলতে শুরু করলেন যে 'জেনির স্বামী একজন প্রতিক্রিয়াশীল' এই রকম মন্তব্য করে কেউ মার্কসের কাছ থেকে পার পায়নি কোনোদিন। তিনি পাল্টা গালি দিয়ে বললেন– 'ভিলিখ হচ্ছে অশিক্ষিত বর্বর সে নিজে তো ব্যভিচারী বটেই, একই সঙ্গে ব্যভিচারিণী নারীর স্বামীও। একটা পুরোদস্তুর গর্দভ এই রকম কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে ১ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং চলাকালে ভিলিখ মার্কসকে সরাসরি ডুয়েলের আহ্বান জানালেন

ভিলিখ ছিলেন সত্যিকারের ক্র্যাকশট। তিনি ২০ গজ দূর থেকে অনায়াসে হরতনের শীর্ষে গুলি বেঁধাতে পারতেন। মার্কস এই ডুয়েল প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু তার অন্ধ ভক্ত কনরাড শ্রাম, যিনি কোনোদিন পিস্তল থেকে একটা গুলিও ছোড়েননি, তিনি ভিলিখের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বসলেন ইংল্যান্ডে ডুয়েল নিষিদ্ধ। সেই কারণে তারা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যান্টওয়ার্প দ্বীপে গিয়ে ডুয়েলের দিনক্ষণ ঠিক করে এলেন

মার্কস এবং জেনি আরও বেশি ভয় পেয়ে গেলেন যখন শুনলেন যে ভিলিখ তার সেকেন্ড বা সহকারী যোদ্ধা হিসেবে গ্রহণ করেছেন বার্থেলেমিকে। বার্থেলেমি ছিল বিশাল শরীরের অধিকারী এক মস্তানবিশেষ সাধারণের চেয়ে বেশি লম্বা, বলিষ্ঠ ও পেশিবহুল চেহারা, কুচকুচে কালো কোঁকড়ানো চুল ও জ্বলজ্বলে কালো চোখের এই মানুষটি ছিল দক্ষিণ ফ্রান্সের মানুষ এবং দৃঢ়সংকল্পের জীবন্ত একটি প্রতিমূর্তি। দাঁড়টানা জাহাজে কয়েদি-নাবিক হিসেবে কাজ করার সাজা হয়েছিল তার কাঁধে ছিল সেই সাজা খাটার ছ্যাঁকা খাওয়া দাগ ১৮৩৯ সালের ব্লাঁশে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বার্বেস অভ্যুত্থানের সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর কিন্তু সেই বয়সেই সে একজন পুলিশকে হত্যা করে শাস্তি হিসেবে কয়েদ-কলোনিতে পাঠানো হয় তাকে। ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে কয়েদিদের সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দেওয়া হলে´ সে-ও মুক্তি পেয়ে প্যারিসে ফিরে আসে। প্রলেতারিয়েতের সবগুলো আন্দোলন, মিছিল, সভায় সে যোগ দিত। জুন অভ্যুত্থানেও সে সক্রিয় অংশ নেয় পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েও সে পালায়নি বরং শেষ ব্যারিকেডে শত্রুর হাতে ধরা পড়ে। এবার তাকে সাজা দেওয়া হলো কায়েনা দ্বীপে নির্বাসন সেখানে গোলমরিচ খুব ভালো জন্মে, কিন্তু মানুষের আয়ু খুব সংক্ষিপ্ত কিন্তু কায়েনাতে পাঠানোর আগেই সে জেল ভেঙে পালাতে সক্ষম হলো এবং চলে এল লন্ডনে এখানে প্রথম দিকে মার্কসের বাসায় যাতায়াত করলেও ভিলিখের প্রতিই তার পক্ষপাত ছিল বেশি

সেই বার্থেলেমি যখন ডুয়েলে ভিলিখের সেকেন্ডম্যান হলো, তখন সবাই শ্রামের বাঁচার আশা ত্যাগ করতে বাধ্য। ভিলহেল্ম লিবক্লেখট সেই ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন এইভাবে– 'ডুয়েলের নির্দিষ্ট তারিখটি এসে গেল সারাদিন উৎকণ্ঠিত অবস্থায় প্রহর গুনছিলাম আমরা পরদিন সন্ধেবেলা, মার্কস তখন বাইরে, বাসায় আছেন কেবল জেনি মার্কস এবং হেলেন ডেমুথ, এমন সময় দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল বার্থেলেমি। জেনি আকুল হয়ে ডুয়েলের খবর জানতে চাইলেন। বার্থেলেমি জবাবে আড়ষ্টভাবে মৃত্যুর খবর ঘোষণার মতো করে কেবল বলল যে "শ্রামের মাথায় বুলেট ঢুকেছে।" কথা কয়টি বলেই আবার সে আড়ষ্টভাবে অভিবাদন জানাল, তারপর জুতোর উপর ভর দিয়ে সাঁ করে ঘুরে বেরিয়ে গেল। জেনি এই দুঃসংবাদে প্রায় অজ্ঞান। অন্যদের খবরটা জানানোর মতো স্বাভাবিক হতে তার প্রায় একঘণ্টা লেগে গেল। আমরা সবাই শ্রামের আশা ত্যাগ করলাম

পরদিন আমরা একত্রে বসে শোকার্ত পরিবেশে শ্রামের কথা আলোচনা করছি, এমন সময় দরজাটা খুলে গেল, আর ঘরে ঢুকল সেই লোকটি যে মারা গিয়েছে বলে আমরা নিশ্চিত হয়েছিলাম। মাথায় একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা কিন্তু শ্রামের মুখে বেশ প্রফুল্ল হাসি সে জানাল যে বুলেট তার মাথায় আলতোভাবে আঁচড় কেটে চলে গিয়েছিল, ফলে সে কেবলমাত্র জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল জ্ঞান ফিরে পেয়ে সে দেখল তার মাথার কাছে উৎকণ্ঠিত মুখে বসে আছে তার সেকেন্ডম্যান আর ডাক্তার ভিলিখ আর বার্থেলেমি তাকে মৃত ভেবে দ্বীপ ছেড়ে চলে গেছে তৎক্ষণাৎ পরের জাহাজে ফিরে এসেছে শ্রাম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৩.

লন্ডন থেকে কমিউনিস্ট লীগ পরিচালনার স্বপ্নের ইতি ঘটল মার্কসের

১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫০-এর চূড়ান্ত সভায় তিনি প্রস্তাব করলেন কেন্দ্রীয় কমিটি কোলোনে স্থানান্তরের। কারণ লন্ডনের বহুধাবিভক্ত বিপ্লবীদের পক্ষে এটি পরিচালনা অসম্ভব। এই ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করার কোনো অবকাশ ছিল না কিন্তু কোলোনের বিপ্লবীরাও ছিলেন যথেষ্ট ঝঞ্ঝার মধ্যে রাজা ৪র্থ ফ্রেডরিক উইলিয়ামকে হত্যাচেষ্টার পরে প্রুশিয়ার সরকার কমিউনিস্টদের ওপর দমন-পীড়নের পরিমাণ দ্বিগুণ করে দেয়। ১৮৫১ সালের গ্রীষ্মে কোলোন কমিটির ১১ জন সদস্যই জেলবন্দি অবস্থায় হত্যার ষড়যন্ত্র মামলার জন্য অপেক্ষা করছেন বেচারা মার্কস! তিনি চাইছিলেন সংগঠন পরিচালনার ঝক্কি থেকে রেহাই নিয়ে লেখালেখিতে মনোনিবেশ করতে কিন্তু কোলোন মামলার কারণে উল্টো তাকে জড়িয়ে পড়তে হলো আরও অনেক বেশি কাজে তিনি ঘোষণা দিয়ে অভিযুক্তদের পক্ষে লবিং এর কাজ শুরু করলেন বিপদের সময় সাথিদের ত্যাগ করার কথা তিনি ভাবতেও পারেন না তদুপরি, প্রুশিয়ার সরকার এই হত্যাচেষ্টার পেছনের মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে তার দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করছিল। এই মিথ্যা অভিযোগ মার্কসের মনে প্রচণ্ড ক্রোধ তৈরি করার জন্য যথেষ্ট। তিনি দিনরাত কাজে নেমে পড়লেন অভিযুক্তদের পক্ষে একটি ডিফেন্স কমিটি তৈরি করলেন, মামলার খরচের জন্য ফান্ড তৈরি করতে শুরু করলেন, আর অনবরত পত্রিকাগুলোতে অভিযুক্তদের সপক্ষে লিখতে থাকলেন চিঠির পরে চিঠি মার্কসের এই তৎপরতার কথা জেনি চিঠিতে লিখেছেন এক বন্ধুর কাছে– 'আমাদের বাড়িতে একটা পূর্ণাঙ্গ অফিস বসানো হয়েছে। দুইজন বা তিনজন একটানা লিখে চলেছে, কয়েকজন এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে, আর কয়েকজন শহরের বন্ধুদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে আনছে, যাতে যে বেচারারা লেখালেখি করে চলেছে, তারা দুটি খেয়ে বাঁচতে পারে এরই মধ্যে আমার তিনটি বাচ্চা হইচই অবিরাম করছে, আর তাদের বাবার কাছে ধমক খাচ্ছে কী এক উত্তেজিত কর্মব্যস্ততা!'

১৮৫২ সালের ৪ অক্টোবর রায় দেওয়া হলো ১১ জনের মধ্যে ৭ জনকে দেওয়া হলো বিভিন্ন মেয়াদের সাজা পিটার গেরহার্ড রজার, হাইনরিখ বুরগেস, পিটার নত্যুং-এর কারাদণ্ড হলো ৬ বছরের ভিলহেল্ম ভুরোসেফরাইফ, কার্ল ভুনিবাল্ড অটো এবং ডা. হেরমেন বেকারের ৫ বছর ফ্রিডরিখ লেসনারের বেলায় ৩ বছর দুর্গে অন্তরীণ থাকার শাস্তি ঘোষণা করা হলো

মার্কস অত্যন্ত তিক্ততার সাথে বললেন যে বিচারের নামে কেবলমাত্র প্রহসনই হয়েছে আগে থেকেই ঠিক করা হয়েছিল যে অভিযুক্তদের সাজা দেওয়া হবেই

এই রায়ের পরেই মার্কস কমিউনিস্ট লীগ বিলুপ্তির অনুরোধ জানান সেটি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হলো ১৮৫২ সালের ১৭ নভেম্বর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এরপরে মার্কস অনেকগুলো বছর সকল ধরনের সমিতি ও সংগঠন থেকে দূরে ছিলেন তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাঠকক্ষে নিবিড় পড়াশোনায় ডুবে গেলেন।

৬৪ ডিন স্ট্রিটের বাসায় ছয়টি দুর্দশার মাস কাটিয়ে মার্কস পরিবার ১৮৫০-এর শেষে উঠে এলেন শতখানেক গজ দূরের অপর একটি বাড়িতে সেই বাড়িটার নম্বর ছিল ২৮। এখন সেই বাড়িটির জায়গায় একটি বিলাসবহুল রেস্টুরেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তবে বাড়িটার এক কোণে গ্রেটার লন্ডন কাউন্সিল লিখে রেখেছে 'কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩), এখানে বসবাস করেছেন ১৮৫১ থেকে ১৮৫৬ অব্দি।' যে ইংল্যান্ডে মার্কস জীবনের শেষ ৩৪ বছর কাটিয়ে গেছেন, সেই দেশের মানুষ এখন পর্যন্ত ঠিক করতে পারেনি যে তারা মার্কসকে ঘৃণা করবে নাকি তাকে নিয়ে গর্ব করবে। পুরো ইংল্যান্ডে এই একটিমাত্র অফিসিয়াল স্বীকৃত এক লাইনের ফলক আছে এই বাড়িটিতে। আরও খেয়াল করার ব্যাপার– এই ফলকে যে সালের কথা বলা হয়েছে, সেটি ভুল

মার্কস পরিবার নতুন বাড়িতে ওঠার ২ সপ্তাহ আগে তাদের সন্তান হাইনরিখ গুইডো ফকসি হঠাৎ-ই খিঁচনি এবং ফিট রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় 'কয়েক মিনিট আগেও সে হাসছিল আর মজা করছিল'– মার্কস লিখলেন এঙ্গেলসকে– 'তুমি কল্পনা করতে পার এখানকার পরিস্থিতি। এই সময় তোমার অনুপস্থিতি আমাদের আরও নিঃসঙ্গ করে দিচ্ছে।' ফকসি-র হঠাৎ মৃত্যুতে জেনি পুরো বিহ্বল উন্মাদিনী হয়ে পড়েছিলেন যেন আর মার্কস খেপে উঠছিলেন কোনো সান্ত্বনার বাণী শুনলেই। তার সেই চণ্ড ক্রোধের প্রধান শিকার হলেন সেই শ্রাম, যিনি কিছুদিন আগেই মার্কসের সম্মান রক্ষার্থে ভিলিখের সাথে ডুয়েলে লড়ে নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছিলেন।

এই আচরণের কারণে কনরাড শ্রাম চিরদিনের জন্য মার্কসের সঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন তার ভাই রুডলফ শ্রাম আগে থেকেই মার্কসের বিরোধী শিবিরে অবস্থান নিয়েছিলেন। পরে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে দুই ভাই একবার লন্ডনে অবস্থানরত জার্মানদের নিয়ে একটি সমাবেশ করেছিলেন, কিন্তু সেখানে মার্কস-এঙ্গেলস বা তার ঘনিষ্ঠ কাউকে আমন্ত্রণ জানাননি।

এই রকম আরেকজন পরিত্যক্ত ব্যক্তি ছিলেন এডুয়ার্ড ভন মুলের-টেলারিং। এর সঙ্গে মার্কসের বিচ্ছেদের কারণটাও তুচ্ছ টেলারিং একসময় ছিলেন 'রাইনের নতুন সংবাদপত্রে'র প্রতিনিধি তিনি একটু কলহপ্রিয় মানুষ হিসেবেই পরিচিত ছিলেন আগে থেকেই। জার্মান ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন একটা বলনাচের আয়োজন করেছিল একেবারে শেষ মুহূর্তে টেলারিং একটি টিকেট চাইলেন এঙ্গেলস-এর কাছে। এঙ্গেলস জানিয়ে দিলেন যে এই সময়ে তা কোনোভাবেই দেওয়া সম্ভব নয় সেইসঙ্গে খোঁচা মারলেন এই বলে যে টেলারিং

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
অ্যাসোসিয়েশনের একটি সভাতেও যোগ দেননি। এমনকি তার মেম্বারশিপ কার্ডটাও অফিস থেকে সংগ্রহ করেননি। এঙ্গেলস তাকে এটাও মনে করিয়ে দিলেন যে, এই রকম আচরণের জন্য দুইদিন আগেও একজনকে অ্যাসোসিয়েশন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে টেলারিং তর্ক শুরু করলে ভিলিখের সভাপতিত্বে অ্যাসোসিয়েশনর পরবর্তী সভায় তাকে বহিষ্কার করা হলো। রেগে-মেগে টেলারিং মার্কস-এঙ্গেলসকে গালি দিয়ে একটি চিঠি পাঠালেন অ্যাসোসিয়েশনে। এবার মাঠে নামলেন স্বয়ং মার্কস 'গতকাল তুমি অ্যাসোসিয়েশনের কাছে যে চিঠি লিখেছ, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি তোমার অভিযোগ প্রমাণ করার। জানি তা তুমি পারবে না। আমি বিভিন্ন সময় দেখেছি, তোমার লোকদেখানো বিপ্লবীপনার পেছনে রয়েছে তোমার নিজস্ব স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা, তোমার ঈর্ষা, তোমার অপ্রশমিত আত্মগর্ব, আর পৃথিবীর ওপর ক্ষোভ যে কেউই তোমার প্রতিভার কদর করতে জানল না। এই রোগ তোমার সৃষ্টি হয়েছে পরীক্ষাতে পাস করতে না পারার মুহূর্ত থেকেই।' মজার ব্যাপার এই যে এর আগে মার্কস তাকে সাংবাদিকতায় উৎসাহ জুগিয়েছেন নিরন্তর অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ লাভের ব্যাপারে টেলারিংকে রিকমেন্ড করেছিলেন মার্কসই।

এই ধরনের লোকদের মার্কস নিজেই তুচ্ছাতিতুচ্ছ জ্ঞান করতেন। প্রশ্ন উঠতেই পারে যে এত তুচ্ছ ও নগণ্য লোকের কথায় কান না দিয়ে স্রেফ অবজ্ঞা করে এড়িয়ে চলাটাই কি যথেষ্ট ছিল না? সুইজারল্যান্ডের প্রায় অচেনা এক রাজনীতিবিদ কার্ল ভোগ্‌ট-এর মোকাবিলায় কেন তিনি লিখতে গেলেন ২০০ পৃষ্ঠার বই 'হের ভোগ্‌ট'? বিপ্লবী কবিতার নামে শূন্যগর্ভ আস্ফালনে অভ্যস্ত গৌণকবি গটফ্রিড কিঙ্কেলকে অপছন্দ করতেন অনেকেই। কিন্তু কেউই তো তাকে নিয়ে একশো পৃষ্ঠার পুরো একটা ব্যঙ্গ-গ্রন্থ রচনা করতে যাননি। মার্কসের অনেক শুভানুধ্যায়ী তাকে বলেছেন যে সিংহের উচিত নয় গুবরে পোকার সাথে লড়তে গিয়ে সময় নষ্ট করা। উত্তরে একরোখা মার্কস বলেছেন যে এইসব হাতুড়ে বিপ্লবীদের মুখোশ ক্ষমাহীনভাবে খুলে দেওয়াটা বিপ্লবী কাজের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ নয় 'আমাদের উচিত সমালোচনার ক্ষেত্রে কাউকে ছাড় না দেওয়া। চিহ্নিত শত্রুদের তুলনায় মুখোশধারী বন্ধুদের বিরুদ্ধে এই ধরনের সমালোচনা আরও বেশি দরকার।'

রুডলফ শ্রাম সম্পর্কে তিনি বললেন– 'উঁচুগলায় হইচই করা নেহায়েতই কাপড়ের দোকানে সাজানো পুতুলের মতো লোক, যে নিজের জোরে এক ইঞ্চিও নড়তে জানে না। নেহায়েত একটা হামবাগ।'

গুস্তাফ স্টুভকে গালি দিলেন এই বলে– 'তার মুখের চামড়াসর্বস্বতা, তার ঠেলে ওঠা চোখের ধূর্ত দৃষ্টি, স্টুপিডের মতো আচরণ, ম্রিয়মাণ চোখের দীপ্তি, তার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আধা স্লাভ আধা কেলমাক অবয়ব দেখে যে কেউ এক মুহূর্তেই বুঝে ফেলবে যে দাঁড়িয়ে আছে একজন অস্বাভাবিক লোকের সামনে।'

আর্নল্ড রুগে সম্পর্কে মার্কসের অভিমত– 'একথা বলা সম্ভব নয় যে এই লোকটির সুন্দর অবয়ব তার মনের ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে সক্ষম রুগে জার্মান বিপ্লবে দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে সাঁটানো নোটিশের মতো, যার মধ্য দিয়ে পানিও চলাচল করতে পারে।'

মার্কসের সমালোচকরা বলেছেন, এই ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে নিষ্প্রভ করে দিয়ে তিনি স্যাডিস্টিক আনন্দ পেতেন কেউ কেউ বলেছেন যে অন্তহীন পারিবারিক দুর্দশা এবং শারীরিক অসুস্থতা তাকে খুব স্পর্শকাতর করে তুলেছিল। অবশ্যই সেই সময় মার্কসের অর্থনৈতিক দুর্দশা ছিল প্রায় অসহ্য যে দুই রুমের বাসায় তিনি পরিবার নিয়ে থাকতেন, সেই বাড়ির সবগুলো আসবাবই ছিল ভাঙাচোরা। ধুলো জমে থাকত সবকিছুর ওপর। সামনের ঘরটার বিরাট অংশ জুড়ে থাকত অয়েল ক্লথে ঢাকা একটা বড় টেবিল। সেই টেবিলের ওপর মার্কসের পাণ্ডুলিপি, বই এবং খবরের কাগজ ডাঁই করে রাখা, বাচ্চাদের খেলনা, তার স্ত্রীর সেলাই করার সরঞ্জাম, কানাভাঙা কয়েকটি কাপ, ছুরি, কাঁটাচামচ, ধূমপানের পাইপ আর ছাইভর্তি বড়সড় অ্যাসট্রে। কোথাও বসতে চাইলে জায়গা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। একজন অতিথি লিখেছেন– 'এইঘরে একটা চেয়ার আছে যার একটা পায়া নেই। অপর চেয়ারটির চারটি পা-ই আছে বটে, কিন্তু তার ওপর মার্কসের কন্যারা রান্না-বাড়া খেলা নিয়ে ব্যস্ত। অতিথিকে সচরাচর এই চেয়ারটিতেই বসতে দেওয়া হয়। কিন্তু কন্যাদের রান্না-বান্না শেষ না হওয়ায় আমাকে দাঁড়িয়েই থাকতে হলো।'

প্রুশিয়ার একজন গুপ্তচর ছদ্ম পরিচয়ে মার্কসের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তিনি রিপোর্ট করছেন– 'সত্যিকারের বোহেমিয়ান বুদ্ধিজীবীর জীবন যাপন করেন তিনি মনে হয় তার জামা-কাপড় ধোয়া, ইস্ত্রি করা কিংবা বদলানোর সুযোগ ঘটে খুবই কম। তিনি মদ খেয়ে মাতাল হতে খুবই পছন্দ করেন। সারাদিন তিনি অলসভাবে কাটিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু যখন কাজ করতে শুরু করেন তখন দিন-রাত একাকার হয়ে যায়। তার ঘুমাতে যাওয়ার কিংবা ঘুম থেকে ওঠার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। প্রায়শই তিনি সারারাত না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেন। আবার সকালে পোশাক না ছেড়েই সোফার ওপর ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমান সন্ধ্যা পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে কে এল বা কে গেল, তাতে তার ঘুমের কোনো ব্যাঘাত ঘটে না।'

এই রকম জীবন যাপন একজনকে অবশ্যই খিটখিটে করে তুলতেই পারে। কিন্তু মার্কসের বাড়িতে যারা নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন, তারা বলেছেন যে এত দুঃখ-কষ্টভোগ তার মানবিক গুণাবলিকে ক্ষুণ্ন করতে পারেনি তার পরিবারে অভাব-অনটন ছিল, কিন্তু অশিষ্ট আচরণের প্রমাণ কেউ কখনো দিতে পারেনি

দানবীর পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৪.

কার্ল মার্কস কি পরিচারিকা হেলেন ডেমুথের গর্ভে একটি অবৈধ পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন?

১৮৫০ সালে মার্কসের মামার কাছে ঋণ-সাহায্য চাইতে গিয়ে বিফল মনোরথ জেনি লিখেছেন– 'তোমার এবং বাচ্চাদের কাছে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কত যে প্রবল! যদিও জানি তুমি আর লেনচেন হেলেন ডেমুথ মিলে বাচ্চাদের দেখভাল ঠিকমতোই করছ। লেনচেন না থাকলে আমি কিছুতেই মনকে শান্ত রাখতে পারতাম না

অনেকেই খুব রসালো ইঙ্গিত করেছেন এই বলে যে, হেলেন ডেমুথ তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব খুব ভালোভাবেই পালন করেছেন। বাড়তি হিসেবে পালন করেছেন জেনির অবর্তমানে মার্কসের শয্যাসঙ্গিনী হবার দায়িত্বও।

জেনি লন্ডনে ফিরে আসার নয় মাস পরে, ১৮৫১ সালের ২৩ জুন হেলেন একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। বার্থ সার্টিফিকেটে বাচ্চার নাম লেখা হলো– হেনরি ফ্রেডরিক ডেমুথ ওরফে ফ্রেডি। পিতার নাম এবং পেশার ঘর পূরণ করা হয়নি। শিশুটিকে খুব তাড়াতাড়ি তুলে দেওয়া হলো একটি উৎসাহী পালক পরিবারের হাতে। লুইস নামে পরিচিত এই শ্রমিক পরিবারটি সম্ভবত পূর্ব লন্ডনে বসবাস করত। পরবর্তীতে এই সন্তান হেনরি লুইস ডেমুথ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। (ফ্রেডরিকের পরিবর্তে তিনি লুইস নাম ধারণ করেছিলেন)। নিজের জীবন কাটিয়েছেন হ্যাকনি অঞ্চলের ভাড়া বাড়িতে। তিনি পরবর্তীতে একজন দক্ষ লেদ-অপারেটর হয়েছিলেন। সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডেও তিনি সক্রিয় ছিলেন। যৌথ ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী ছিলেন তিনি। হ্যাকনি লেবার পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন ছিলেন ফ্রেডি। তার পরিচিত লোকেরা বলেছেন যে ফ্রেডি ছিলেন খুব ধীর-স্থির স্বভাবের মানুষ। কোনোদিন তিনি নিজের পরিবার নিয়ে আলাপ করতেন না তার মৃত্যু হয়েছিল ১৯২৯ সালের ২৮ জানুয়ারি।

ফ্রেডির জন্ম হয়েছিল মার্কসের দুই রুমের বাসার পেছনের ঘরে। আর হেলেনের ক্রমশ ফুলে ওঠা পেট তো অবশ্যই জেনির চোখে ধরা পড়েছিল। জেনি প্রচণ্ড দুঃখ পেয়েছিলেন। ক্রোধান্বিতও। কিন্তু এটুকু অন্তত বুঝতেন যে এই ঘটনা চাউর হলে মার্কসের প্রতিপক্ষ এবং শত্রুদের হাতে তা পরিণত হবে সবচাইতে মারাত্মক অস্ত্রে। তাই তিনি ঘটনাটি গোপন রাখতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করলেন।

বছরের পর বছর ধরে মার্কসের শত্রুরা আন্দাজ করেছে যে তিনি একটি অবৈধ সন্তানের জন্মদাতা। কিন্তু ১৯৬২ সালের আগে ফ্রেডির পিতার পরিচয় নিয়ে কোনো নিশ্চিত সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি। ঐ বছরে আমস্টারডামের ইন্টার ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল হিস্টরির মার্কস-আর্কাইভে ইতিহাসবিদ ওয়ার্নার

দুর্বার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ব্লামেনবার্গ এই বিষয়ের উল্লেখসহ একটি চিঠি খুঁজে পান। চিঠির লেখক লুইস ফ্রেবার্গার। তিনি ছিলেন হেলেন ডেমুথের বন্ধু এবং এঙ্গেলস-এর বাড়ির পরিচারক। এটি লেখা হয়েছিল ২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮। ফ্রেবার্গারের এই চিঠিটাকে গণ্য করা হয় তার মনিব এঙ্গেলস-এর মৃত্যুশয্যায় দেওয়া স্বীকারোক্তি হিসেবে।

"আমি জেনারেলকে (এঙ্গেলস) নিজে বলতে শুনেছি যে ফ্রেডি ডেমুথ মার্কসের সন্তান। টুসি (মার্কসের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা এলিয়েনর) আমার কাছ থেকে এই কথা শুনেছে। কিন্তু মোটেও বিশ্বাস করেনি। জেনারেল খুব অবাক হয়েছিলেন তার এই একগুঁয়ে মনোভাব আঁকড়ে থাকা নিয়ে। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে গসিপ থামাতেই তিনি এই মিথ্যা ঘোষণা দিয়েছিলেন যে তিনি তার সন্তানকে অস্বীকার করেছেন। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে জেনারেলের মৃত্যুর অনেক আগেই আমি একথা আপনাকে বলেছিলাম।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে জেনারেল এই কথাটি জানিয়েছিলেন মিস্টার মুরকে। (স্যামুয়েল মুর– কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো এবং ক্যাপিটাল গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদক)। মিস্টার মুর অরপিংটনে গিয়ে একথা টুসিকে বলেছিলেন। কিন্তু টুসি বিশ্বাস করেনি। কারণ হিসেবে সে বলেছে যে জেনারেল সবসময়ই তাদের কাছে নিজেকে ফ্রেডির পিতা হিসেবে স্বীকার করেছেন। অরপিংটন থেকে ফিরে মিস্টার মুর আবার জেনারেলের কাছে এসেছিলেন। জেনারেল নিজের বলা কথায় স্থির থেকে তাকে জানালেন যে ফ্রেডি হচ্ছে মার্কসেরই সন্তান। টুসির অস্বীকৃতির কথা শুনে তিনি বলেছিলেন– টুসি তার পিতাকে একজন আইডল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।'

তার মৃত্যুর আগেরদিন, রবিবারে জেনারেল এই কথাটি টুসিকে সামনাসামনি জানিয়েছিলেন একটি স্লেটের ওপর লিখে। টুসি এতই ভেঙে পড়েছিল যে সে আমার প্রতি তার ঘৃণার কথাও ভুলে গিয়ে আমারই কাঁধে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। জেনারেল আমাদের... অনুমতি দিয়েছেন কেবলমাত্র তখনই এই তথ্য প্রকাশ করার যখন তিনি অভিযুক্ত হবেন এই কারণে যে তিনি ফ্রেডির প্রতি অবিচার করেছেন। তিনি চাননি যে তার নাম আরও নিন্দিত হোক, বিশেষ করে যখন এতে কারো কোনো লাভ-ক্ষতির ব্যাপার আর জড়িত নেই। মার্কসের দোষ নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে তিনি তাকে মারাত্মক পারিবারিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছিলেন। আপনি, আমি, মিস্টার মুর, মার্কসের কন্যারা বাদ দিয়ে এই সত্যটা জানতেন কেবলমাত্র লেসনার এবং পফেনডার। লেসনার আমাকে বলেছিলেন– 'আমরা সবাই জানি যে ফ্রেডি হচ্ছে টুসিদের ভাই। কিন্তু আমরা কখনোই জানতে পারিনি যে শিশুটি কোথায় লালিত-পালিত হয়েছে।'

মার্কসের সাথে ফ্রেডির চেহারার অনেক মিল। অন্যদিকে জেনারেলের চেহারার সঙ্গে তার মিল খুঁজতে যাওয়াই বোকামি। মার্কস ঐ সময় জেনারেলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কাছে যে চিঠিটা লিখেছিলেন, আমি সেটাও পড়েছি। আমার ধারণা, জেনারেল সেটি পুড়িয়ে ফেলেছেন। এমন অনেক চিঠিই তিনি নষ্ট করে দিয়েছেন।

এই বিষয়ে আমি এর চাইতে বেশি কিছু জানি না। ফ্রেডি কখনোই জানতে পারেনি কে তার আসল পিতা।

মার্কস নিজে সবসময় ডিভোর্সের ভয়ে ভীত ছিলেন। তার স্ত্রী এই ব্যাপারে ছিলেন উন্মত্তের মতো ঈর্ষাপরায়ণা। তিনি সন্তানটিকে ভালোও বাসতেন না। তাছাড়া লোক জানাজানি এবং অপবাদের ভয়ে তিনি সন্তানের জন্য কিছু করার সাহস কোনোদিনই পাননি।"

যদিও এই চিঠিটা জনসমক্ষে এসেছে অনেক অনেক বছর পরে (১৯৬২ সালে), তবুও অনেক গবেষক এটাকেই দাম্পত্যজীবনে মার্কসের অবিশ্বস্ততার চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। অবশ্যই কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করেছেন। এলিয়েনর মার্কসের জীবনীলেখক ইভন্নে ক্যাপ এই চিঠিটাকে একটি 'অতি উচ্চ কল্পনা' বলে বাতিল করে দিতে চেয়েছেন। আর এঙ্গেলস-এর জীবনীলেখক অধ্যাপক টেরেল কারভার এই চিঠিকে একটা মস্ত ধাপ্পা এবং প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার মতে– 'নাৎসি দালালরা সমাজতন্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য এই চিঠি তৈরি করেছে।' তিনি এই দাবিও করেছেন যে, উক্ত চিঠিটা টাইপ করা অবস্থায় পাওয়া গেছে। কোনো হাতের লেখা নয়। চিঠির শেষে কোনো স্বাক্ষর নেই।

এছাড়াও আরও কিছু অসংলগ্নতা খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন– ফ্রেবার্গার মার্কসের লেখা যে চিঠির কথা উল্লেখ করেছেন, যেটি তিনি দেখেছেন বলে দাবি করেছেন, সেই দাবি কতখানি যুক্তিযুক্ত? ফ্রেবার্গারের জন্ম ১৮৬০ সালে। তিনি এঙ্গেলস-এর বাড়িতে কাজ নিয়েছেন ১৮৯০ সালের পরে। এত বছর পরেও যখন ফ্রেবার্গার চিঠিখানা দেখতে পেয়েছিলেন, তার মানে নিশ্চয়ই এঙ্গেলস এটিকে কাগজপত্রের মধ্যে সংরক্ষণ করেছিলেন। প্রশ্ন হলো এত বছর যে চিঠি তিনি সংরক্ষণ করলেন, সেই একমাত্র প্রমাণটিকে কেন তিনি নষ্ট করে ফেললেন এই শেষ পর্যায়ে এসে?

আরেকটি প্রশ্ন ওঠে জেনির ব্যবহার নিয়ে। যদি হেলেনের গর্ভে মার্কসের সন্তান জন্ম নিয়ে থাকে, তাহলে এই অবৈধ প্রণয়ের কারণে জেনির পক্ষে তো হেলেনকে পত্রপাঠ বিদায় করে দেওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কোনো কারণে তা সম্ভব না হলে অন্তত তার সাথে জেনির আচরণে উষ্ণতা থাকার কথা নয়। কিন্তু মৃত্যুর দিন পর্যন্ত জেনির সঙ্গে হেলেন ডেমুথের সম্পর্ক আগের মতোই আন্তরিক এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল।

টুসির চিঠি পড়ে মনে হয়, তারা ফ্রেডিকে এঙ্গেলস-এর সন্তান বলেই জানতেন। মেজোরোন লরার কাছে ১৭ মে ১৮৮২ তারিখের চিঠিতে টুসি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
লিখেছেন– 'যে কোনো দিক থেকে বিচার করলে বলতেই হবে ফ্রেডির আচরণ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। অন্যদিকে তার প্রতি জেনারেলের বিরক্তি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আমাদের কারোই উচিত নয় অতীতকে তার সবটুকু রক্ত-মাংসসমেত টেনে সামনে আনা। কিন্তু ফ্রেডির সামনে আমি যতবারই দাঁড়িয়েছি ততবারই আমার নিজের মধ্যে অপরাধবোধ কাজ করেছে। বারবার মনে হয়েছে যে তার প্রতি অবিচার করা হয়েছে। কী একটা জীবন এই মানুষটির! তার কাছ থেকে এইসব কথা শোনা আমার জন্য একই সঙ্গে দুঃখজনক এবং লজ্জাকর ব্যাপার।'

প্রায় দশ বছর পরে, ১৮৯২ সালের ২৬ জুলাই টুসি লিখেছেন– 'আমি সেন্টিমেন্টাল হতে পারি, কিন্তু সবসময় আমি বলব যে ফ্রেডির প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়েছে। আমরা যেসব কাজের জন্য অন্যকে সবসময় উৎসাহিত করি, তার কত সামান্য অংশই না নিজেরা পালন করি!'

জেনির বারংবার তাগাদা সত্ত্বেও হেলেন ডেমুথ কখনোই তার গর্ভের সন্তানের পিতার নাম উচ্চারণ করেননি। এমনকি এঙ্গেলস যখন সেই সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তখনো তিনি বলেননি যে এঙ্গেলসই হচ্ছেন তার সন্তানের পিতা মার্কসের শিষ্য এবং পরিবারের সদস্যরা এটিসহ আরও যেসব বিষয় মার্কসের সুনামের ওপর আঘাত হানতে পারে, সবকিছুই মুছে ফেলার চেষ্টা করেছেন। তারপরেও কিছু চিহ্ন থেকেই যায়। জেনি ১৮৬৫ সালে লেখা তার আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধ 'এ সর্ট স্কেচ অব অ্যান ইভেন্টফুল লাইফ'-এ একজায়গায় বলছেন– '১৮৫১ সালের গ্রীষ্মে একটি ঘটনা ঘটেছিল, যার কথা আমি বিস্তারিত বলতে চাই না। যদিও সেই ঘটনা আমাদের চরম দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল এখানে যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে, তা ফ্রেডির জন্ম ছাড়া অন্য কিছু নয় বলেই মনে হয়। যদি ফ্রেডি হেলেন ডেমুথের কোনো গোপন প্রেমিকের সন্তান হতো, তাহলে ব্যাপারটা নিয়ে জেনির তেমন মাথাব্যথা থাকার কারণ ছিল না।

হেলেন যখন ছয় মাসের পোয়াতি, সেই সময়, ৩১ মার্চ ১৮৫১ তারিখে মার্কস যে চিঠি লিখেছিলেন এঙ্গেলসকে, সেই চিঠি সন্দেহকে আরও বাড়িয়ে দেয় সেখানে মার্কস লিখেছেন– 'আমি স্বীকার করছি যে গলা পর্যন্ত পেটি বুর্জোয়া পাঁকে ডুবে গেছি। তবে ব্যাপারটির ট্রাজিও-কমিক যবনিকা টানার জন্য আমি একটি 'উপায়' ঠিক করেছি। সেই উপায়ের কথা আজ আমি তোমাকে বিস্তারিত লিখব না। পরে জানাব।'

কিন্তু দুইদিন পরের চিঠিতে মার্কস লিখলেন– 'আমি চিঠিতে সেই উপায়টার কথা লিখছি না। যে কোনো মূল্যে সেটিকে বাস্তবায়ন করতে হবে। আমি আগামী সপ্তাহে তোমার কাছে যাব অন্তত একটা সপ্তাহ আমাকে এখান থেকে দূরে অবস্থান করতে হবে।'

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জেনি লিখেছিলেন ১৮৫১ সালের গ্রীষ্মের প্রথম দিকের কথা। ৩১ মার্চে লেখা মার্কসের চিঠি সেই উক্তির সত্যতা নিশ্চিত করছে– 'আমার স্ত্রী ২৮ তারিখ থেকে শয্যাশায়ী যদিও অসুস্থতা তেমন ভয়ংকর নয়। সে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। তার কারণ যতটা না শারীরিক, তার চাইতে বেশি পারিবারিক।'

প্রতিপক্ষ নিশ্চিত না হলেও এ ব্যাপারে কানাঘুষার কমতি ছিল না। রুডলফ শ্রাম তো বলেই বেড়াত যে– 'বিপ্লবের নামে প্রসব হয়েছে মার্কসের অবৈধ সন্তান।'

নিশ্চিত প্রমাণটি পেয়েছিলেন রাশিয়ার ডেভিড জাযানভ। তিনি মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর রচনাসমগ্র সম্পাদনা করতে গিয়ে এই লিখিত দলিলটি পেয়েছিলেন। একথা তার কয়েকজন কমরেডকে জানানোয় স্তালিন তাকে জেলে বন্দী করেছিলেন। ১৯৯০-এ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ছয় দশক ধরে লুকিয়ে রাখা তথ্যগুলো জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়। এইসব তথ্য থেকে জানা যায় যে, ফ্রেডি ঠিকই জানতেন তার আসল জন্মদাতার পরিচয়। এটাও জানা যায় যে মৃত্যুশয্যায় এঙ্গেলস যে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন, সেটার কথা তৎকালীন জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতৃবৃন্দ জানতেন। তারা এই স্বীকারোক্তির অস্তিত্ব নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দিহান ছিলেন না। আবার একই সাথে তারা এটিকে লুকিয়ে ফেলতেও বিন্দুমাত্র ইতস্তত বোধ করেননি।

১৫.

১৮৫৩ সালের এপ্রিল মাসের এক দিনে একজন রুটিঅলা ২৮ ডিন স্ট্রিটের বাড়িতে ঢুকল হনহন করে। সে আজ জানিয়ে দিতে এসেছে যে তার বকেয়া পাওনা মিটিয়ে না দিলে সে অবিলম্বে এই বাড়িতে রুটি সরবরাহ বন্ধ করে দেবে। তাকে দরজা খুলে স্বাগত জানাল ৬ বছরের খুদে এডগার। রুটিঅলা জিজ্ঞেস করল মি. মার্কস বাড়িতে আছেন কিনা। এডগার তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল– 'না, বাবা চিলেকোঠার ঘরে নেই

তারপর রুটি তিনটি হাতের মধ্যে নিয়ে তীরের মতো ছুটল ভেতরের দিকে।

সোহোর দিনগুলো মার্কস কাটিয়েছেন একরকম অসহায় অবস্থায়। দিনরাত বাড়ির বাইরে পায়চারি করত প্রুশিয়া পুলিশের গুপ্তচররা। তারা নোট করত কে এই বাড়িতে ঢুকছে আর কে বেরুচ্ছে। আর সারাদিন পাওনা টাকার জন্য তাগাদা দিতে আসত কসাই, রুটিঅলা, আদালতের চৌকিদার।

এঙ্গেলস-এর কাছে লেখা চিঠিগুলোতে কেবল দুর্দশার বর্ণনা ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫২ তারিখের চিঠিতে লিখছেন– 'এক সপ্তাহ আগে আমি এমন এক অবস্থায় পড়েছিলাম যে আমার পক্ষে বাইরে বেরুনো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারণ আমার একমাত্র কোটটি বন্ধকি দোকানে আটকে ছিল। বাকিতে না পাওয়ায় আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
অনেকদিন ধরেই মাংস খাচ্ছি না এখন পর্যন্ত পাওনাদাররা মৃদুকণ্ঠে কথা বলছে বটে, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে কবে না জানি বড়সড় বেইজ্জতের মুখোমুখি হতে হয়!'

একই বছরের ৮ সেপ্টেম্বরে লেখা চিঠি– 'আমার স্ত্রী অসুস্থ ছোট্ট জেনিচেন অসুস্থ। লিনচেন হেলেন ডেমুথ স্নায়বিক জ্বরে ভুগছে। ডাক্তার ডাকতে পারছি না। কারণ ওষুধ কেনার মতো কোনো টাকা নেই। গত ৮-১০ দিন ধরে আমরা কেবল রুটি আর আলু খেয়ে বেঁচে আছি। আজ সেটাও জুটবে কিনা তা নিয়ে আমি সন্দিহান। আমি যে কীভাবে এই নারকীয় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাব?'

২১ জানুয়ারি ১৮৫৩ তারিখে লিখলেন– 'এখানে আমাদের দুর্দশা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে।'

১৮৫৩ সালের ৮ অক্টোবরের ভাষ্য– 'গত ১০ দিন ধরে ঘরে একটা কপর্দকও নেই।'

অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী এবং সচ্ছল হওয়ার জন্য কী কী করতে পারতেন মার্কস?

মার্কসের সময়কালে শিক্ষাবিদ এবং চিন্তাবিদদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল না কারোই তবে সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে সবাই সচ্ছলতার স্বাদ পেতেন। কিন্তু মার্কসের পক্ষে সেটা সম্ভব হয়নি। একত্রিশ বছর বয়সের পরে নির্বাসন, একের পর এক দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়া, মার্কসকে সেই অবকাশ দেয়নি।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম তিন দশকে প্রায় সকল বামপন্থি-সমাজতন্ত্রী নেতা লেখালেখিকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করতেন। ১৮৬০-এর পরে অধিকাংশই বামপন্থার পথ না ছেড়েও বিভিন্ন রকমের আপস করতেন। তারা কোনো রাজনৈতিক দলের বাম-অংশের নেতা হতেন। সেখান থেকে যে উপার্জন হতো, তা লেখালেখির তুলনায় অনেক বেশি, নিশ্চিত এবং নিয়মিত। কিন্তু মার্কস কখনোই এই ধরনের পথের কথা মনেও আনেননি

টাকা পাওয়ার আরেকটি পথ ছিল। তা হচ্ছে, সর্বসাধারণের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া। অনেকেই তা করেছেন ফার্ডিনান্ড ফ্রিলিগ্রাথ তার ব্যাংকের কাজ হারানোর পরে বন্ধুরা তার জন্য এই রকম একটি ক্যাম্পেইন করেছিলেন জার্মানি এবং পৃথিবীর সকল দেশের জার্মান অধিবাসীদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছিল। ৩০০০০ থ্যালার পাওয়া গিয়েছিল এই ক্যাম্পেইন থেকে। মার্কসের চোখে এটি ছিল বামপন্থিদের জন্য অবমাননাকর একটি 'বেমানান প্রদর্শনী'। তার প্রথম সন্তান ছোট্ট জেনিচেন পর্যন্ত বলেছিল– 'আমার বাবা এমনটি করলে আমি জনসমক্ষে ঘোষণা দিয়ে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এঙ্গেলস-এর কাছ থেকে টাকা নিতেন তিনি সর্বদাই টাকা চেয়ে চিঠি লিখতেন নিয়মিত কিন্তু এর জন্যেও যে নিদারুণ মনঃকষ্টে ভুগতেন মার্কস, তারও প্রমাণ পাওয়া যায় চিঠিতে– 'আমি তোমাকে নিশ্চিত করতে পারি যে, টাকার জন্য এই চিঠি লেখার বদলে নিজের হাতের আঙুল কেটে ফেলাটাই আমি বেশি পছন্দ করতাম। কারো ওপর নির্ভর করে দিন কাটানোর মতো আত্মধ্বংসী কষ্ট আর নেই।' পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলো যখন তিনি তৎকালীন বিশ্বের সবচাইতে বেশি প্রচারিত পত্রিকা 'নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন'-এর লন্ডন প্রতিনিধি হলেন। সেই সময় প্রতি সপ্তাহে দুটি লেখা ছাপা হতো মার্কসের। প্রতিটি লেখার জন্য তিনি সম্মানী পেতেন ১ পাউন্ড করে।

এই পত্রিকার কথা মানুষ এখনও মনে রেখেছে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে তার বিরামহীন সংগ্রাম এবং প্রধান সম্পাদক হোরেস গ্রিলি-র জন্য গ্রিলি যেমন বিখ্যাত ছিলেন তার পাণ্ডিত্যের জন্য, তেমনই বিখ্যাত ছিলেন রিপাবলিকান দলের থিঙ্কট্যাঙ্ক হিসেবে ভূমিকা পালনের জন্যও তার সহযোগী সম্পাদক চার্লস অ্যান্ডারসন ডানা ১৮৪৮ সালে কোলোনের সেই উত্তাল দিনগুলোতে প্রথম পরিচিত হয়েছিলেন মার্কসের সাথে। অবিলম্বে ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন মার্কসের । কোলোন ছেড়ে চলে গেলেও তিনি সবসময় যোগাযোগ রাখতেন তিনিই পত্রিকার সাথে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন মার্কসের পত্রিকার তরফ থেকে ১৮৫১ সালে মার্কসকে অনুরোধ জানানো হয় ঐ শতকের মধ্যভাগে ইয়োরোপে সংগঠিত বিপ্লবচেষ্টা নিয়ে একটি ধারাবাহিক রচনা লিখতে মার্কস নিজে তখনো ইংরেজিতে লেখার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন না তবু লিখিত হলো নয় পর্বের ধারাবাহিক রচনা– 'জার্মানি: বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লব'। অনেকেরই ধারণা, এই রচনাটির রচয়িতা এঙ্গেলস। ধারণাটি সঠিক হবার সম্ভাবনাই বেশি শুধু এই রচনাই নয়, নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউনে মার্কসের নামে প্রকাশিত ৪৮৭ টি রচনার এক-চতুর্থাংশের লেখক আসলে এঙ্গেলস।

কিছুদিনের মধ্যেই মার্কস সাংবাদিকতাধর্মী কলাম লেখায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। ইংরেজিতে দখলও পাকাপোক্ত হয়ে উঠল। ১৮৫৩ থেকে ১৮৬২ সালের মধ্যে মার্কস নিয়মিত লিখেছেন চারটি সংবাদপত্র এবং দুটি ম্যাগাজিনের জন্য। সেগুলো প্রকাশিত হতো ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, প্রুশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে

একই সাথে বেড়ে যাচ্ছিল গৃহস্থালি খরচও আশ্চর্য মনে হলেও একথাই সত্য যে পারিবারিক জীবনে মার্কস ছিলেন অনেকটাই বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন স্ত্রী জেনির রুচি, সৌন্দর্য, বংশমর্যাদা নিয়ে মার্কস প্রকাশ্যেই গর্ব করতেন জেনিকে তার উপযুক্ত সাংসারিক জীবন দিতে না পারায় সবসময়ই তার মনে অপরাধবোধ কাজ করেছে কন্যারা যাতে একই হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত না হয়, সেই চেষ্টার

~ www.amarboi.com ~
ত্রুটি ছিল না মার্কসের। উত্তর লন্ডনের একটি অপেক্ষাকৃত বড় বাড়িতে উঠে এল মার্কস পরিবার। কন্যাদের পাঠানো হলো একটি লেডিস সেমিনারিতে, সেখানে ত্রৈমাসিক ব্যয় মাথাপিছু ৮ পাউন্ড মেয়েদের জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা হলো। তারা শিখত ফ্রেঞ্চ, ইতালিয়ান, ড্রইং এবং নাচ। অনেকটা কৈফিয়তের সুরে এঙ্গেলসকে লেখা হলো– 'আমি জানি যে এই রকম গৃহস্থালি আমার সামর্থ্যের বাইরে। কিন্তু মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে হলে এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। তুমি নিজেও স্বীকার করবে যে, এই সময়ে খাঁটি প্রলেতারিয়েতের জীবন যাপন করা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সঠিক হবে না। সেটাও করা যেত, যদি পরিবারের সদস্য হতাম কেবলমাত্র আমি এবং আমার স্ত্রী। অথবা আমাদের সন্তানরা কন্যা না হয়ে যদি হতো পুত্র।'

ইতোমধ্যে মার্কস একজন সেক্রেটারি নিয়োগ করেছেন। ভিলহেল্ম পিপার নামক এই যুবকটি নিজেকে ভাবত 'বায়রন এবং লাইবনিজ-এর সমন্বয়ে গড়া' এক অসাধারণ প্রতিভা। তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল মার্কসের জার্মান ভাষায় লেখা আর্টিকেলগুলো পত্রিকার জন্য ইংরেজিতে অনুবাদ করার জন্য এবং ইংরেজি ভাষায় লেখা আর্টিকেলগুলো শুদ্ধ করার জন্য। কিন্তু কোনো কাজই সে পারত না। তার অনুবাদ এবং সম্পাদনাগুলোকে পুনরায় ঠিকঠাক করতে হতো এঙ্গেলসকে। এছাড়াও নানা রকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলেছে সে মার্কস এবং জেনিকে। তবু মার্কস বেশ কয়েক বছর ধরে টেনে গেছেন ভিলহেল্ম পিপার নামক বোঝাটি

কেউ কেউ ব্যাপারটিকে কটাক্ষ করেছেন এই বলে যে, সেক্রেটারি রাখা ছিল মার্কসের দেখানেপনার একটি উদাহরণ।

কিন্তু মার্কসের সমকালের বন্ধুরা তো বটেই, শত্রুরাও অন্তত এই ব্যাপারটি স্বীকার করেছেন যে, তার মধ্যে লোক-দেখানেপনা ছিল না মোটেই। খ্যাতির প্রতিও এক অসম্ভব নিস্পৃহতা ছিল মার্কসের। ১৮৪৮ সালে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের বিদ্রোহের নায়করা ইংল্যান্ডে চলে আসার পরে ব্যাপকভাবে অভিনন্দিত হয়েছিলেন। ইতালির ম্যাজিনি, ফ্রান্সের লুই ব্লাঙ্ক, হাঙ্গেরির কসুথ, জার্মানির কিঙ্কেল তাদের অনুসারীদের দ্বারা মাল্যভূষিত হয়েছেন। তাদের দেওয়া হয়েছে গণসংবর্ধনা, তাদের সম্মানে আয়োজিত হয়েছে বিশাল ভোজসভা তাদের ছবি সাঁটানো হয়েছে দেয়ালে দেয়ালে। গটফ্রিড কিঙ্কেল প্রুশিয়ার স্প্যানডাউ জেল ভেঙে পালিয়ে আসার ঘটনাটি মোহিত করেছিল চার্লস ডিকেন্সকে। তিনি এই ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন 'হাউজহোল্ড ওয়ার্ডস' বইতে কিঙ্কেলকে আমন্ত্রণ জানানো হলো নাটক এবং সাহিত্যের ওপর সিরিজ-বক্তৃতা দেওয়ার জন্য টিকেটের মূল্য ছিল অনেক বেশি মাথা পিছু এক গিনি হলভর্তি মানুষ এক গিনি দিয়ে টিকেট কেটে কিঙ্কেলের বক্তৃতা শুনেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মার্কসের ক্ষেত্রে এসব কিছুই ঘটেনি কোলোন বিদ্রোহের পেছনের মূল মেধা রয়ে গেলেন লোকচক্ষুর আড়ালেই। এ নিয়ে কোনোদিন মার্কসকে আক্ষেপ করতে শোনেনি কেউ। সমালোচনা যেমন সহ্য করতে পারতেন না, তেমনই স্তুতির প্রতিও অনীহা ছিল তার। তিনি সবসময় প্রশংসা করতেন ব্রিটিশ সমবায় আন্দোলনের জনক রবার্ট ওয়েনের। ওয়েনের কোনো আইডিয়া জনপ্রিয় হয়ে উঠলে তিনি তৎক্ষণাৎ এমন কিছু উক্তি করতেন, যা তাকে আগের চাইতেও বেশি অজনপ্রিয় করে তুলত।

মানুষকে কথার জাদুতে আচ্ছন্ন করা মার্কসের অপছন্দের ব্যাপার ছিল। তার সঙ্গীদেরও তিনি সেই শিক্ষাই দিতে চাইতেন। ভিলহেল্ম লিবক্লেখট জানিয়েছেন– 'অন্য শরণার্থীরা যখন রোজ একটা করে বিশ্ববিপ্লবের পরিকল্পনা ফাঁদছেন এবং দিনের পর দিন রাতের পর রাত নিজেদের বুঁদ করে রাখছেন এই আফিমসদৃশ আপ্তবাক্যটি দিয়ে যে 'কালই বিপ্লব শুরু হতে যাচ্ছে', তখন আমরা 'নরকের আগুনখেকো দল', যতসব 'গুপ্ত-বদমায়েশ', 'মানবজাতির কলঙ্ক'– সময় কাটাচ্ছি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। নিজেদের সুশিক্ষিত করে তুলতে ও ভবিষ্যৎ লড়াইয়ের উপযোগী মানসিক অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ উৎপাদনের চেষ্টায় মন দিয়েছি।'

এই উদ্যমের পেছনে ছিল মার্কসের নিরন্তর তাগাদা– 'পড়ো! পড়ো!'

নিজের বাহ্যিক অবয়ব নিয়ে মানুষ যে কত ব্যস্ত থাকতে পারে তার উদাহরণ হিসেবে লুই ব্লাঙ্কের গল্প বলতেন মার্কস। ব্লাঙ্ক সেদিন প্রথম এসেছেন মার্কসের ডিন স্ট্রিটের বাসায়। ব্লাঙ্ক এসে তার কার্ড দিলেন লেনমনিকে। লেনমনি তাকে সামনের ঘরে বসালেন। মার্কস তখন কাপড় বদলাচ্ছেন বাকি ঘরটায়, অর্থাৎ পেছনের ঘরটায়। দুই ঘরের মাঝের দরজাটা আংশিক খোলা ছিল। সেই খোলা দরজা দিয়ে মার্কস এবং জেনি দেখলেন এক মজার দৃশ্য। সেই বিশাল ইতিহাসবিদ, রাজনীতিবিদ, ফরাসি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রাক্তন সদস্য ছিলেন খুবই ছোটখাটো। তাকে দেখলে বছর আটেকের ছেলেদের সমান মনে হতো। কিন্তু তিনি ছিলেন আবার ভীষণ অহঙ্কারী সেই 'বিশাল ব্যক্তিত্ব' ঘরের এদিক-ওদিক তাকিয়ে এক কোণে আবিষ্কার করলেন একটা ভাঙা আয়না। আর যায় কোথায়! আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি শুরু করলেন নিজেকে টান টান করে দাঁড় করানোর কসরৎ। আয়না হাতে নিয়ে তিনি তুড়ুক তুড়ুক লাফাচ্ছেন আর নিজের মুখকে কখনো গম্ভীর বানাচ্ছেন, কখনো চেহারায় ফুটিয়ে তুলছেন কর্তৃত্বের ছাপ মার্কস এবং জেনি অতিকষ্টে হাসি চেপে রেখেছেন। মার্কস এবার গলাখাঁকারি দিয়ে জানান দিলেন যে তিনি আসছেন ঘরে সঙ্গে সঙ্গে স্ট্যাচুর মতো চেয়ারে বসে পড়লেন ব্লাঙ্ক। প্রথমে কথা বলতে শুরু করলেন খুবই কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে। কিন্তু অচিরেই মার্কস তাকে এই কষ্ট থেকে রেহাই দিলেন। আলাপ শুরু করলেন নেহায়েত ঘরোয়া ভাষায়। একটু পরেই দেখা গেল, মার্কসের আন্তরিকতায় সাড়া

~ www.amarboi.com ~
দিয়ে আড়ষ্টতা আর আনুষ্ঠানিকতার খোলস থেকে বেরিয়ে এসে মন খুলে কথা বলছেন ব্লাঙ্ক

অভাব কোনোদিনই পিছু ছাড়েনি মার্কস পরিবারের। কিন্তু পরিবারের মধ্যে ছোট ছোট আনন্দের সূত্র সন্ধান করতে জানতেন সকলেই। প্রত্যেক সন্তানকেই প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন মার্কস। তবু পুত্র এডগারের প্রতি তার পক্ষপাত ছিল একটু বেশিই দুরন্ত স্বভাবের এডগার ছিল সবারই প্রিয়। দুর্বল শরীরের ওপর তার মাথাটি ছিল তুলনামূলকভাবে বড়। এডগার ছিল বাবা-মায়ের জন্য অফুরন্ত আনন্দের উৎস। কোনো কারণে বাবা-মায়ের মুখ মলিন দেখলে এডগার উঁচু গলায় নিজের বানানো গান শুরু করত। তার কণ্ঠের জোর ছিল অনেক বেশি সেই বেসুরো গান এবং গায়কের ভঙ্গি দেখে না হেসে পারতেন না মা-বাবা। নিমেষে দূর হয়ে যেত তাদের নিরাশা। তার পঞ্চম জন্মদিনে মার্কসের সেক্রেটারি পিপার তাকে একটি সুন্দর ট্রাভেল ব্যাগ উপহার দিয়েছিল। পরে সে ওটাকে ফিরিয়ে নেবার ভয় দেখালে এডগার তার বাবার কানে কানে বলেছিল– 'আমি ব্যাগটাকে লুকিয়ে রেখেছি পাপা। আর পিপার আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলব যে আমি ওটা রাস্তার এক গরিব মানুষকে দিয়ে দিয়েছি।'

এইসব চালাকিপূর্ণ কথা উপভোগ করতেন মার্কস 'এডগার আমার সবচাইতে প্রিয় বন্ধু এঙ্গেলসকে ১৮৫৫ সালের ৩ মার্চ তারিখে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন মার্কস। একই চিঠিতে জানিয়েছেন যে প্রায় প্রত্যেকের অসুস্থতা তার বাড়িকে হাসপাতাল বানিয়ে ফেলেছে– এডগার ভুগছে আন্ত্রিক জ্বরে, মার্কস নিজে শয্যাশায়ী প্রচণ্ড কাশি ও ফুসফুসের সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে। জেনি তার একটি আঙুলের কোণপাকা রোগে বিপর্যস্ত। আর ছোট্ট এলিয়েনর বিপজ্জনকভাবে ভঙ্গুর এবং দুর্বল হয়ে পড়ছে দিনে দিনে।

এডগার খুব দ্রুতই আরোগ্য লাভ করবে বলে আশা করছিল সবাই। কিন্তু মার্চের শেষের দিকে তার অবস্থা দ্রুত খারাপের দিকে মোড় নেয়। এবং ডাক্তার জানিয়ে দেন যে, আর কোনো আশা অবশিষ্ট নেই

এডগার মারা গেল ৬ এপ্রিল ভোর ছয়টার সামান্য আগে তাকে তখনো বুকে আঁকড়ে রেখেছিলেন মার্কস। সেদিন ছিল গুড ফ্রাইডে খ্রিষ্টীয় ক্যালেন্ডারের সবচাইতে নিরানন্দ দিন। গির্জার ঘণ্টা যেন সেদিন বালকের বিদায়-ধ্বনি করছিল।

ভিলহেল্ম লিবক্লেখট ডিন স্ট্রিটের বাসায় পৌঁছে দেখলেন জেনি সন্তানের লাশের ওপর শুয়ে শুয়ে কেঁদে চলেছেন জেনিচেন আর লরা হতভম্বের মতো মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা নিজেদের যেন মায়ের স্কার্টের আড়ালে নিতে চাইছে সেই অশুভ শক্তির হাত থেকে বাঁচার জন্য, যে শক্তি তাদের ভাই-বোনদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কেড়ে নিয়ে যায় আর মার্কস যেন স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন কোনো সান্ত্বনাই তাকে শান্ত করতে পারছে না।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হলো দুইদিন পরে। লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় শোকে মুহ্যমান মার্কসকে লিবক্লেখট সান্ত্বনা দিতে চাইলেন এই বলে যে, কত মানুষ তাকে এখনও ভালোবাসে– তার স্ত্রী, তার কন্যারা, তার বন্ধুরা। মার্কস যেন শুনেও শুনলেন না। বললেন– 'কিন্তু তোমরা তো আমার ছেলেটাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না।' কফিন যখন কবরে নামানো হচ্ছিল, তখন মার্কস এগিয়ে গেলেন একেবারে কবরের ধারটিতে। অন্যদের মনে হচ্ছিল যে তিনিও ছেলের কবরে ঝাঁপ দিতে পারেন। সাবধানতা হিসেবে তার পেছনে দুই হাত মেলে পাহারায় রইলেন লিবক্লেখট।

পরবর্তীতে এঙ্গেলসকে লিখেছিলেন মার্কস– 'আমি দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সহবাস করছি বহুদিন ধরে কিন্তু আজ বুঝলাম সত্যিকারের দুঃখ কাকে বলে

এই দুঃখ এবং শোক স্বাভাবিকভাবে মার্কসের পক্ষে সামাল দেওয়া সত্যিই কঠিন ছিল। কিন্তু বাড়ি ফেরার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এমন তীব্র মাথাব্যথায় আক্রান্ত হলেন যে, কয়েকদিন ধরে তিনি কিছু ভাবতেও পারছিলেন না, শুনতেও পাচ্ছিলেন না, দেখতেও পাচ্ছিলেন না

এই শোক কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য এঙ্গেলস কয়েকদিনের জন্য মার্কস এবং জেনিকে ম্যাঞ্চেস্টারে নিয়ে গেলেন। কিন্তু বাড়িতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই যেন শোক বহুগুণে বেড়ে গেল। বাড়িময় ছড়ানো এডগারের চিহ্ন। তার বই, তার খেলনা। স্বাভাবিক হতে অনেক সময় লেগেছিল মার্কস-দম্পতির। (এমনকি অনেক বছর পরে মার্কস বলেছিলেন, সোহোর নামটি কানে এলেই তার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শোকের কাঁপুনি নামতে শুরু করে)

'বেকন বলেন যে, সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের নানা রকম সম্পর্ক থাকে প্রকৃতির সঙ্গে ও পৃথিবীর সঙ্গে, থাকে বহু বিষয়ে কৌতূহল। সেই কারণে তারা সহজেই কোনো ক্ষতির কথা ভুলে যেতে পারেন।' এডগারের মৃত্যুর তিন মাস পরে মার্কস লিখলেন ফার্ডিনান্ড লাসালকে– 'আমি সেই রকম গুরুত্বপূর্ণ কোনো মানুষ নই। আমার সন্তানের মৃত্যু আমার ভিত্তিমূল নাড়িয়ে দিয়েছে আমি এখনও সেই প্রথম দিনের মতোই শোকার্ত। আর আমার হতভাগিনী স্ত্রী তো পুরোপুরিই ভেঙে পড়েছেন।'

কিন্তু তাদের শোক তো আর পাওনাদারের তাগাদা ঠেকাতে পারে না। তবে এবারে সবচাইতে বেশি হুমকি হয়ে দেখা দিলেন তাদের পারিবারিক চিকিৎসক ডা. ফ্রন্ড। তিনি হুমকি দিলেন যে তার বকেয়া বিল মিটিয়ে না দিলে তিনি আইনের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হবেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই অবস্থা থেকে মুক্তির কোনো উপায় পাচ্ছিলেন না মার্কস পরিবার। তবে বরাবরের মতোই মুক্তি এল সম্পূর্ণ অন্য কোনো উৎস থেকে। ১৮৫৫ সালের ৮ মার্চ মার্কস লিখলেন এঙ্গেলসকে– 'গতকাল আমরা একটা খুশির খবর পেয়েছি। আমার স্ত্রীর চাচা অবশেষে নব্বই বছর বয়সে মারা গেছেন

তবে সদ্যপ্রয়াত হাইনরিখ জর্জ ভন ভেস্টফালেনের ওপর মার্কসের ব্যক্তিগত কোনো বিদ্বেষ ছিল না এই নিরীহ আইনজীবী ইতিহাসবিদের প্রতি কোনো ক্ষোভ থাকার কারণও ছিল না। তবে তার এই দীর্ঘজীবীতে জেনিকে তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত করে রাখছিল।

বছরের শেষদিকে জেনি হাতে পেলেন ১০০ পাউন্ড। ১৮৫৬ সালের গ্রীষ্মে পেলেন আরও ১২০ পাউন্ড তবে এই অর্থের প্রাপ্তি তাকে বাড়তি আনন্দ দেয়নি। কারণ এই টাকা তিনি পেয়েছেন তার মায়ের সম্পত্তির অংশ হিসেবে। তার মায়ের মৃত্যুর পরে। জেনির সান্ত্বনার একটিমাত্র বিষয় ছিল যে মায়ের মৃত্যুশয্যায় তিনি যথাসম্ভব সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

এবারে সব বাকি-বকেয়া মিটিয়ে দিয়ে তারা ডিন স্ট্রিট ত্যাগ করলেন। উঠলেন কেনটিস টাউনের ৯ নং গ্রাফটন টেরাসে। ভাড়া বার্ষিক ৩৬ পাউন্ড উত্তর লন্ডনের হিসেবে যথেষ্টই সস্তা বলা চলে। কিন্তু সস্তায় এই বাড়ি পাওয়ার কারণও ছিল। জেনির কথায়– 'বাড়িটায় পৌঁছানোর কোনো পাকা সড়কই ছিল না। চারদিকে তখন নতুন নতুন ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছিল। ফলে স্তূপাকার ইট-পাথরের জঞ্জাল মাড়িয়ে তবে আমাদের বাড়িতে আসতে হতো। বর্ষা শুরু হলে এমন আঠালো লালমাটি বুটজুতোয় মাখামাখি হয়ে যেত যে লোকজন অনেকক্ষণ ধরে ক্লান্তিকর লড়াই চালিয়ে ও কষ্ট করে পা টেনে টেনে তবে আমাদের বাড়িতে পৌঁছুতে পারত। তদুপরি শহরের ঐ আধা-জংলা অঞ্চলটা সন্ধ্যার পরে অন্ধকার হয়ে থাকত। ফলে অন্ধকারের মধ্যে নোংরা জঞ্জাল, কাদা আর পাথরের স্তূপ ভাঙার চেয়ে সন্ধ্যাগুলো চুল্লির আগুনের উষ্ণ সান্নিধ্যে বসে কাটানো লোকের কাছে অনেক বেশি কাম্য মনে হতো।'

গ্রাফটন টেরাসকে লন্ডন মেট্রোপলিটন বিল্ডিং কর্তৃপক্ষ অফিসিয়ালি 'তৃতীয় শ্রেণি'র অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন তবু এই বাড়িকে মার্কস 'খুব সুন্দর' বলেছেন। আর জেনি তো 'সোহোর সেই গর্ত' থেকে বেরুতে পেরেই খুশি এখানে এসেই আবার সংসার সাজানোর ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল তার। বাড়তি হিসেবে হেলেন ডেমুথের সৎ বোন মারিয়ানি ক্রুজকেও নিয়োগ দেওয়া হলো পরিচারিকা হিসেবে। 'আগের সেই গর্তের তুলনায় এই বাড়িটাকে রীতিমতো রাজকীয়ই বলতে হবে' একজন বন্ধুকে লিখলেন জেনি– 'বাড়িটাকে সাজাতে ৪০ পাউন্ড মাত্র খরচ করতে পেরেছি আমরা। (অধিকাংশই সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট থেকে কেনা) তবু এই প্রথম বাড়িতে একটি পার্লার থাকার অনুভূতিটা দারুণ তার উত্তরাধিকারসূত্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পাওয়া রুপোর বাসনকোসন এবং লিনেনগুলো বন্ধকি দোকান থেকে ছাড়িয়ে আনা হলো। ডিনার টেবিলে ন্যাপকিন বিছানোর মতো বিলাসিতাটুকু করতে পেরে জেনি সত্যিই আনন্দিত ছিল। অবশ্য খুশির আরও একটি কারণও ছিল এই বাড়িতে আসার কয়েক সপ্তাহ পরেই জেনি আবিষ্কার করলেন যে তিনি সপ্তম সন্তানের জন্ম দিতে চলেছেন।

তিন সন্তানও এই বাড়িতে এসে খুশি। জেনিচেন এবং লরার বয়স যথাক্রমে ১২ এবং ১১ বছর। এলিয়েনর বা টুসি এখন ২ বছরের। বড় দুই মেয়েকে ভর্তি করা হলো উত্তর হ্যাম্পস্টিড গার্লস কলেজে। মেয়েরা অচিরেই সব বিষয়ে পুরস্কার আনতে শুরু করল। ছুটির দিনে হ্যাম্পস্টিড হিথে বেড়াতে যাওয়া হতো নিয়মিত। সেই সোহো স্ট্রিটের বাড়িতে থাকার সময়ও মার্কস পরিবার হিথে যেতেন সুযোগ পেলেই। হ্যাম্পস্টেড হিথ ছিল একটা 'তৃণভূমি' জায়গাটা ঝোপঝাড় লতাগুল্ম আর ছোট ছোট টিলায় পূর্ণ ছিল। সেখানে ইচ্ছামতো বাচ্চারা তো ছুটাছুটি করতে পারেই, সেইসাথে তাদের চড়ার জন্য গাধা এবং ঘোড়াও ভাড়া পাওয়া যেত ভিলহেল্ম লিবক্লেখট-এর স্মৃতিকথায় উঠে এসেছে চমৎকার বিবরণ–

"সেখানে রবিবারের অবকাশ যাপন ছিল আমাদের পক্ষে সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার। সারা সপ্তাহ ধরে বাচ্চারা হিথে বেড়াতে যাওয়ার কথা আলোচনা করত। হিথে পৌছানোর জন্য হাঁটাটাই ছিল একটি বিশেষ উপভোগ্য ব্যাপার। মার্কসের মেয়েরা ছিল চমৎকার হাঁটিয়ে। একেবারে বিড়ালের মতো তৎপর আর অক্লান্ত পা-চালিয়েছিল তারা। মার্কসরা যেখানে থাকতেন, সেই ডিন স্ট্রিট থেকে হিথ ছিল পাক্কা দেড় ঘণ্টার পথ।

স্বাস্থ্যসম্পদে ধনী কোনো লোকের পকেটে যখন যথেষ্ট তামার পয়সাও না থাকে, তখন খাবারদাবার প্রাথমিক গুরুত্বের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের প্রিয় লেনমনি হেলেন ডেমুথ এটা বিলক্ষণ বুঝতেন। আগুনে ঝলসানো বাছুরের রানের একটা বড়সড় চাঙ ছিল আমাদের প্রধান খাদ্য। ট্রিয়ার থেকে নিয়ে আসা একটা বড়সড় ঝোলায় সেটিকে ভরে নিতেন লেনমনি। এছাড়া ঝোলায় থাকত চা, চিনি এবং মাঝে মাঝে কিছু ফলমূল। হিথে রুটি আর পনির কিনতে পাওয়া যেত। তাছাড়া বার্লিনের কফিখানার মতো বাসনকোসন, গরম পানি আর দুধও মিলত সেখানে। তদুপরি কেনার ক্ষমতা থাকলে বাগদা চিংড়ি, শাপলা আর পেরিউইঙ্কল লতা পেতেও বাধা থাকত না।

হিথে পৌছানোর পর প্রথমেই আমরা আস্তানা গাড়ার উপযোগী একটা জায়গা খুঁজতাম। এই ব্যাপারে চা এবং বিয়ার পাওয়ার সুযোগ-সুবিধার কথা যতদূর সম্ভব বিবেচনায় রাখা হতো তারপর খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের পালা চুকলে সকলেই শোবার কিংবা বসার উপযোগী সবচেয়ে আরামদায়ক জায়গার সন্ধানে তৎপর হয়ে

~ www.amarboi.com ~
উঠত। আর যারা দিবানিদ্রার পক্ষপাতী ছিল না, তারা আসার পথে কেনা রবিবারের খবরের কাগজগুলো বের করে ফেলত আর রাজনীতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করত। বাচ্চারাও অল্পক্ষণের মধ্যেই খেলার সঙ্গী জোগাড় করে ঝোপঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে শুরু করে দিত লুকোচুরি খেলা।

সময় কাটানোর এই ধরনের সুখপ্রদ উপায়ের মধ্যেও আমরা বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করতাম। পাল্লা দিয়ে দৌড়, কুস্তি লড়া, ঢিল ছোড়ার পাল্লা দেওয়া ও অন্য নানা ধরনের খেলাধুলারও ব্যবস্থা থাকত। এক রবিবারে একটা চেস্টনাট বাদামের গাছ আবিষ্কৃত হলো। অনেক বাদাম ধরে আছে। কে যেন বলল– দেখা যাক আমাদের মধ্যে কে বেশি বাদাম পাড়তে পারে। অমনি হুল্লোড় করে লেগে গেলাম আমরা। আমাদের মতো মার্কসও মেতে উঠলেন। গাছের শেষ বাদামটি না পাড়া পর্যন্ত আমাদের ঢিল ছোড়া বন্ধ হলো না ফলত, পরে সপ্তাহখানেক মার্কসের ডান হাত নড়ানোর ক্ষমতা রইল না। অবশ্য আমাদের অবস্থাও যে ভালো ছিল, তা নয়

এই আপাত সচ্ছলতায় আঘাত এল ১৮৫৭ সালে। বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দার শিকার হলো ট্রিবিউন পত্রিকাও। তারা খরচ বাঁচানোর জন্য মার্কসকে জানিয়ে দিল যে সপ্তাহে ২ টির বদলে এখন থেকে একটি লেখা ছাপবেন তারা তবে বন্ধু চার্লস অ্যান্ডারসন ডানা তাদের প্রস্তাবিত 'বিশ্বকোষ'-এর জন্য মার্কসকে বিভিন্ন ভুক্তি লিখতে দিতেন। এতে কিছু উপার্জন হতো বটে, কিন্তু তা ছিল অত্যন্ত অনিয়মিত। ফলে মার্কস পরিবারের অবস্থা ক্রমেই আবার খারাপ হতে থাকে। সেই খারাপ অবস্থাও চূড়ান্ত খারাপ হয়ে গেল আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের বছরে। ট্রিবিউন পত্রিকা মার্কসকে জানিয়ে দিল যে অর্থনৈতিক কারণে বিদেশ থেকে সমস্ত সংবাদ এবং লেখালেখির আমদানি তাদের বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। অতএব আপাতত কার্ল মার্কসের সহযোগিতা তাদের আর প্রয়োজন নেই।

অবস্থা এতটাই খারাপ হলো যে একবার তারা ভাবছিলেন যে হেলেন এবং তার বোনকে বিদায় করে দেওয়া হবে, তাদের দুই মেয়েকে কোনো ভদ্র পরিবারে পরিচারিকার কাজ খুঁজে দেওয়া হবে

১৮৬২ সালে নিরুপায় মার্কস লন্ডন রেলওয়েতে ক্লার্ক পদের জন্য আবেদন করেছিলেন চাকরিটা তার হয়নি। কারণ হিসেবে রেল কর্তৃপক্ষ বলেছিল– মার্কসের হাতের লেখা খারাপ।

১৬.

সেই ১৮৪৫ সালেই মার্কস অর্থনীতি নিয়ে বড় একটি কাজের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন বন্ধুদের। কিন্তু বইটি লেখার কাজ যে তিনি কখন শুরু করেছিলেন তা কেউ বলতে পারেননি বন্ধুরা সবসময়ই জেনেছে যে তাদের সময়ের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সবচাইতে প্রতিভাবান মস্তিষ্কটি পুঁজিবাদী অর্থনীতির অসারতা, নির্মমতা, অমানবিকতা তুলে ধরে এমন একটি গ্রন্থ রচনা করতে যাচ্ছেন, যা পুঁজিবাদকে ধ্বংস করার একটি অভ্রান্ত দিক-নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে। বইটি কতদূর এগুলো তা নিয়ে তারা সবসময় জল্পনা-কল্পনা করছিলেন। কিন্তু সুদীর্ঘ ১৩ বছর পরেও বইটি, সেই 'ম্যাগনাম ওপাস' আলোর মুখ দেখেনি। ১৮৫৮ সালে মার্কস চিঠি লিখে এঙ্গেলসকে জানাচ্ছেন– 'মুনাফা সম্বন্ধে এযাবৎ যেসব ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে, আমি সেগুলো নস্যাৎ করে দিয়েছি।' কিন্তু বাস্তবে তখনো মার্কস সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত কাটাচ্ছেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাঠকক্ষে। ঘাঁটছেন হাজার হাজার ব্লু বুক, পার্লামেন্টারি দলিলপত্র, সমাজ ও অর্থনীতিসংক্রান্ত বই-পুস্তক। রাতে বাড়িতে ফিরেও ডেস্কে বসে নোটবুকে সাজিয়ে নিচ্ছেন প্রস্তুতিমূলক তথ্য-উপাত্ত।

ঐ বছরেই প্রকাশিত হলো হেরাক্লিটাসের দর্শন নিয়ে রচিত ফার্ডিনান্ড লাসালের দুই খণ্ডের বিশাল গ্রন্থ। এই কাজটি দেখে ধাক্কা খেয়েছিলেন মার্কস। ফার্ডিনান্ড লাসালের মতো জার্মান সমাজতন্ত্রীদের স্বঘোষিত নেতা কীভাবে এতবড় একটা বই লেখার সময় পেলেন? নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চাইলেন এই কথা ভেবে যে 'যথেষ্ট পরিমাণ অবকাশ এবং টাকা হাতে থাকলে, আর বন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো লাইব্রেরি নিজের বাড়িতে উঠিয়ে আনার সুযোগ থাকলে এমন একটা বই লেখাই যায়।' বইটিকে তার কাছে মনে হলো 'নেহায়েত হালকা বানানো গল্পের সমাহার'। এই মন্তব্য তিনি জানিয়েছিলেন এঙ্গেলসকেও আর লাসালের কাছে বইটির প্রাপ্তিস্বীকার করে লেখা চিঠিতে জানালেন যে– 'আমি যে বইটি লিখছি, সেটাকে বলা যায় ক্রিটিক অব ইকোনমি... বলা যেতে পারে বুর্জোয়া অর্থনীতির স্বরূপ ক্রিটিক্যালি উন্মোচন করে দেওয়ার কাজ। এটি আসলে ৬টি পৃথক খণ্ডের একত্র সমাহার। ১. অন ক্যাপিটাল (কয়েকটি ভূমিকার মতো অধ্যায়)। ২. অন ল্যান্ডেড প্রপারটি। ৩. অন ওয়েজ লেবার। ৪. অন দি স্টেট। ৫. ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড। ৬. ওয়ার্ল্ড মার্কেট।'

তিনি চিঠিতে এটাও জানালেন যে প্রথম খণ্ডটি ছাপার জন্য তৈরি হয়ে যাবে এই বছরেরই মে মাস নাগাদ। পরের কয়েক মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় খণ্ড। এইভাবে পর পর বেরুবে।

প্রথম যৌবনে এই রকম সময় বেঁধে কাজ করতে শুরু করলে বেরিয়ে আসত মার্কসের সেরাটি। যেমনটি আমরা দেখেছি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর বেলায়। কিন্তু ১৮৫৮-র পর্যায়ে এসে মার্কসের ক্ষেত্রে ঘটছে উল্টোটা কাজের বাড়তি চাপ এলেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কোনো লেখা জমা দেবার জন্য বেঁধে দেওয়া সময় যত ঘনিয়ে আসে, তিনি তত বেশি অসুস্থ হতে থাকেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'আমার লিভারের ব্যথা এই সপ্তাহে এতটাই বেড়ে গেছে যে আমি কিছু লিখতে পারছি না, পড়তে পারছি না, ভাবতে পারছি না, কিছুই করতে পারছি না এঙ্গেলসকে লিখলেন তিনি এপ্রিলের ২ তারিখে– 'আমার অসুস্থতা ভয়াবহ আমি ডাঙ্কার (প্রকাশক) এর জন্য যে কাজটি করব বলেছিলাম তা করা সম্ভব হচ্ছে না। আমি আঙুলে কলম ধরার শক্তিটুকুও পাচ্ছি না।' সারাটা মাসই তিনি অসুস্থ রইলেন।– 'আমি লিভারের এমন সমস্যায় কখনোই পড়িনি আগে। মনে হচ্ছিল আমি বোধহয় লিভারের স্ক্লেরোসিসে আক্রান্ত হয়ে গেছি। নিজের ওপর জোর খাটিয়ে টেবিলে বসে দুই ঘণ্টা কাজ করলে পরের কয়েকটা দিন আমাকে বিছানায় পড়ে থেকে যন্ত্রণায় ছটফট করতে হচ্ছে।'

কোনো কোনো জীবনীলেখক মার্কসকে কটাক্ষ করে বলেছেন– এটা ছিল নিয়মিত একটা বিলাপ আসলে বই লেখার কাজটি করতে না পারাটিকে ঢাকা দেবার জন্যেই মার্কস বারবার এই রকম অসুস্থতায় পড়তেন। তারা মার্কসের মৃত্যুর পরে এঙ্গেলসের একটি উক্তিকে তাদের দাবির সত্যতার সপক্ষে ব্যবহার করে থাকেন। এঙ্গেলস বলেছিলেন– 'যখন তার শারীরিক অসুস্থতা এই বইটির কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করত, তখন মনের ওপরেও চাপ পড়ত প্রচণ্ড। তখন কাজ বন্ধ রাখার কারণ হিসেবে কোনো তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারলে কিছুটা শান্তি পেতেন তিনি।'

মার্কস যে বছরের পর বছর নানা ধরনের অসুখে ভুগছিলেন, সেকথা সবারই জানা। তারপরেও এই ধরনের জীবনীলেখকরা দাবি করেছেন যে, মার্কসের এইসব অসুস্থতার সাথে যোগ হয়েছিল শারীরিক-মনস্তাত্ত্বিক বা সাইকো-সোমাটিক উপসর্গসমূহ। এই ক্ষেত্রে তারা আবার সাক্ষী হিসেবে তুলে আনেন মার্কসের নিজের একটি উক্তি– 'আমার অসুস্থতা শুরু হয় মন থেকে।'

তারা ধারাবাহিকভাবে মার্কসের অসুস্থতার সঙ্গে লেখার চাপের সম্পর্কের উদাহরণ তুলে আনেন। যেমন, ১৮৫১ সালের গ্রীষ্মে 'নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন'-এর জন্য কলাম লেখা শুরুর সময়টিতেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ফলে দ্বারস্থ হতে হলো এঙ্গেলস-এর এঙ্গেলস তার হয়ে লিখে দিলেন অনেকগুলো প্রবন্ধ। কয়েকমাস পরে জোসেফ ভাইডেমেয়ারের কাগজের জন্য লেখার তাগাদা এলে তিনি এক সপ্তাহ বিছানায় পড়ে থাকলেন অসুস্থ হয়ে। পরবর্তীতে ১৮৫৭ সালে, তিনি পয়সার অভাবে যখন আমেরিকান এনসাইক্লোপেডিয়ার কাজ গ্রহণ করলেন, সেই সময়টাতেও তিনি পুরো ৩ সপ্তাহ শয্যাগত থাকলেন লিভারের ব্যথায়। এরপরে, লাসাল এবং প্রকাশক ডাঙ্কার তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইকোনমিক ম্যানুস্ক্রিপ্ট চেয়ে তাগাদা দিতে শুরু করলেন, তখন হঠাৎ তিনি আবার আক্রান্ত হলেন লিভারের ব্যথায় ১৮৫৮ সালের এপ্রিলে মার্কস এতটাই অসুস্থ ছিলেন যে এঙ্গেলসের কাছে চিঠি লেখার ক্ষমতাও তার ছিল না

~ www.amarboi.com ~
সেই সময় জেনি লিখলেন এঙ্গেলসকে– 'তার অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার পেছনে প্রধান কারণ মানসিক বিশ্রামের অভাব এবং প্রকাশকের নিরন্তর তাগাদা। প্রকাশক যতই তাগাদা দিক, মার্কস নিজে বুঝতে পারছে যে তার পক্ষে নির্দিষ্ট তারিখে কোনোমতেই পাণ্ডুলিপি দেওয়া সম্ভব হবে না

কিছুদিন পরেই মার্কস ম্যাঞ্চেস্টারে গেলেন এঙ্গেলস তার ওপর প্রয়োগ করলেন অব্যর্থ অশ্বারোহণ থেরাপি। মার্কস আজ পুরো দুই ঘণ্টা ঘোড়া ছুটিয়েছে জেনির কাছে তার স্বামীর স্বাস্থ্যের রিপোর্ট দিচ্ছেন এঙ্গেলস– 'এবং সে এখন পুরোপুরি সুস্থ বোধ করছে।'

কিন্তু গ্রাফটন টেরাসে নিজের লেখার টেবিলে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার সকল দুশ্চিন্তা ঘিরে বসল তাকে

একই সাথে মার্কস ছিলেন লেখার ব্যাপারে চিরকালের খুঁতখুঁতে স্বভাবের মানুষ। একটি কোনো তথ্য বা যুক্তির জন্য হন্যে হয়ে উঠতেন। সঠিক শব্দটি খুঁজে না পেলে তিনি পাগলের মতো ছোট ঘরটার মধ্যে চক্কর দিতেন, কখনো কখনো সিঁড়ি দিয়ে উঠতেন আর নামতেন। তার লেখাপড়ার ঘরের মেঝেতে যে কার্পেটটি ছিল, অনবরত হাঁটার ফলে চেয়ার থেকে দরজা পর্যন্ত অংশটি সুতো খুলে ঝুলঝুলে হয়ে পড়েছিল

এর ১০ বছর আগে, ১৮৪৬ সালের আগস্ট মাসে এই একই পাণ্ডুলিপি তার দেবার কথা ছিল অন্য একজন জার্মান প্রকাশককে তিনি তার কাছে দেরির কারণ হিসেবে বলেছিলেন– 'প্রথম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ তৈরি অবস্থায় অনেকদিন থেকেই পড়ে আছে আমার টেবিলে। কিন্তু সেটাকে আরেকবার পরিমার্জন-পরিবর্ধন-পরিবর্তন করার আগে আমি ছাপতে দেব না। এটিকে বিষয় এবং রচনার স্টাইলের দিক থেকে আরও উন্নত করতে হবে। ছয়মাস আগের লেখা কোনো রচনা কোনো লেখকই পরিমার্জনা ছাড়া ছয়মাস পরে হুবহু ছাপতে দিতে পারেন না ' তিনি জানালেন যে পরিমার্জনার কাজ করতে তার আরও কমপক্ষে চার মাস সময় লাগবে 'প্রথম খণ্ডটি নভেম্বর মাসের মধ্যে ছাপার উপযুক্ত হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় খণ্ডটি, যেখানে ইতিহাস নিয়ে তুলনামূলক বেশি কাজ করা হয়েছে, প্রথম খণ্ড বাজারে আসার পরপরই তৈরি হয়ে যাবে।'

দশ বছর পরেও দেখা গেল, মার্কসের সেই যুগান্তকারী গ্রন্থ অঙ্কুরেই রয়ে গেছে তবে গ্রন্থের অগ্রগতি নিয়ে লিখতে কোনো ক্লান্তি নেই মার্কসের। তিনি ১৮৫৮-র ফেব্রুয়ারিতে লাসালকে লিখছেন– 'আমি আপনাকে জানাচ্ছি কীভাবে পলিটিক্যাল ইকোনমি বইটার কাজ হচ্ছে। আমি কয়েক মাসের মধ্যেই বইটার চূড়ান্ত কাজে হাত দেব কিন্তু কাজটি অগ্রসর হচ্ছে খুবই ধীর গতিতে কারণটা আপনি বুঝবেন আমি যখন কোনো বিষয়ে লিখে শেষ করছি, ঠিক তখনই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কোনো নতুন তথ্য গোচরে আসছে। তখন আবার পুরো বিষয়টি ঢেলে সাজাতে হচ্ছে, নতুন করে লিখতে হচ্ছে।'

এই যুক্তিটা অবশ্যই মেনে নেবার মতো। কোনো বিষয়ে ন্যূনতম দ্বিধা থাকলে মার্কস সেই লেখা কখনোই ছাপতে দেননি। আর তথ্য এবং বিশ্লেষণ নিয়ে কখনোই আপস করতেন না। ক্যাপিটেলের কুড়ি পৃষ্ঠা ব্যয় করেছিলেন তিনি ইংল্যান্ডের ফ্যাক্টরি আইন নিয়ে লেখার জন্য। এই কয়েকটি পৃষ্ঠা লেখার আগে ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডের বিভিন্ন কমিশনের এবং ফ্যাক্টরি-ইনসপেক্টরদের দেওয়া সকল রিপোর্ট এবং ব্লু বুক পড়েছিলেন তিনি। বছরের পর বছর ধরে ফ্যাক্টরি-ইনসপেক্টররা যত রিপোর্ট দিয়েছিল, সবগুলোই তিনি খুঁটিয়ে পড়েছিলেন। পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা বোঝার ক্ষেত্রে এই রিপোর্টগুলো খুবই কাজের বলে মনে হয়েছিল তার।

আর এসবের সাথে তো নাছোড় বান্দার মতো লেগেছিল সেইসব অভিশাপ, যা সারাজীবনই ভোগ করতে হয়েছে মার্কসকে– অসুস্থতা, দারিদ্র্য এবং পারিবারিক সমস্যা। লাসালকে চিঠি লেখার সময়ও দেখা যাচ্ছে এলিয়েনর ভুগছে হুপিং কাশিতে, জেনি ভুগছেন স্নায়ুর সমস্যায়, বাড়ির দরজায় ভিড় জমিয়ে পাওনা টাকার জন্য হল্লা করছে কসাই, মুদি, বন্ধকি দোকানদার। চরম দুঃখে রসিকতা করে বলেছিলেন মার্কস– 'এমন কাউকে পাওয়া যাবে না যিনি 'টাকা' নিয়ে লিখছেন, অথচ সেই সময়টাতে তার টাকার অভাব প্রচণ্ড।' জীবনযাপনের চাপ এবং লেখার চাপ এক হয়ে মাঝে মাঝে তাকে নিশ্চল করে ফেলত। এই বছরের পুরোটা গ্রীষ্ম তিনি একটি শব্দও লিখতে পারেননি। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে তিনি আশ্বাস দিলেন যে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যেই তার পাণ্ডুলিপি পাঠানো যাবে। কিন্তু একমাস পরে স্বীকার করলেন যে পাণ্ডুলিপি পাঠাতে তার আরও অনেকগুলো সপ্তাহ সময় প্রয়োজন হবে

ডেডলাইন পার হয়ে যাওয়ার ৬ মাস পরে, নভেম্বরের মাঝামাঝিতে প্রকাশক সন্দেহ প্রকাশ করলেন যে, বইটি কেবলমাত্র কল্পনাতেই রয়েছে কি না। লাসারের মারফত একথা জেনে মার্কস লিখলেন– 'বইটির আঙ্গিক নিয়ে আমি অসন্তুষ্ট। মনে হচ্ছে রচনাশৈলীতে আমার লিভার-ব্যথার ছাপ পড়ে গেছে। দুটি কারণে আমি বইটিকে এখন মুদ্রণের জন্য দিতে অপারগ।

১. এটি আমার ১৫ বছর পরিশ্রমের ফসল। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ১৫টি বছর।

২. এই বইটিতেই প্রথমবারের মতো সামাজিক সম্পর্কগুলোকে দেখা হয়েছে পুরোপুরি বিজ্ঞানের আলোকে। এই রকম একটি রচনাকর্মকে আমি যথাযোগ্য আঙ্গিক দান করার আগে কোনোক্রমেই ছাপতে দিতে রাজি নই

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আশা করছি আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে আমি বইটিকে যথাযোগ্য আঙ্গিকে লিখতে পারব

ঐ বছর মার্কস-পরিবারে বড়দিন এল অন্য যে কোনো বছরের তুলনায় অনেক বেশি নিরানন্দ এবং আর্থিক দীনতার পরিবেশে। জেনি সারাদিন ছুটছিলেন পাওনাদার আর তাগাদাদারদের সামাল দেওয়ার জন্য। বাকি সময়টা কপি করছিলেন স্বামীর পাণ্ডুলিপি। মার্কস এই সময় বলেছিলেন– 'আমার স্ত্রীকে যতরকম দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে, সবই সে সহ্য করছে বিপ্লবের স্বার্থে। তবে সে বলে যে বিপ্লবের পরে তার কষ্ট বাড়বে বই কমবে না ঠিকই বলে দেখা যাবে বিপ্লবের পরে যতসব হামবাগ তাদের বিজয় উদযাপন করছে। সেটা দেখাই আমার স্ত্রীর জন্য যথেষ্ট কষ্টকর হবে।'

জানুয়ারির শেষ নাগাদ একটি পাণ্ডুলিপি প্রেসে পাঠানোর উপযোগী হয়ে উঠল। কিন্তু তখন একটি কপর্দকও নেই মার্কসের কাছে। পোস্ট অফিসের খরচও নেই যথারীতি এঙ্গেলস পাঠালেন ২ পাউন্ড পাণ্ডুলিপি গেল প্রকাশকের কাছে।

এই খণ্ডের নাম ছিল 'এ কনট্রিবিউশন টু দি ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকোনমি'। ১৯২ পৃষ্ঠার ছোট্ট বই ছাপার অক্ষরে বেরুল ১৮৫৯ সালের জুলাই মাসে।

একথা সত্যি যে বহু বছর ধরে একটা ম্যাগনাম ওপাসের জন্য অপেক্ষমাণ ভক্তকুলের জন্য এই বইটি হতাশাই নিয়ে এসেছিল ভিলহেল্ম লিবক্নেখট তো বলেই ফেললেন– 'আর কোনো বই তাকে এতটা হতাশ করেনি এই কৃশকায় বইটির অর্ধেক জুড়ে ছিল প্রচলিত অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলোর পর্যালোচনা। আর বাকি অর্ধেকে ছিল সেই গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা– 'সিভিল সোসাইটির অ্যানাটমি খুঁজতে হবে তার রাজনৈতিক অর্থনীতির মধ্যে' উল্লেখ্য, গ্রন্থটির এই অংশ চিরায়ত চিন্তার মর্যাদাই লাভ করেছে ভূমিকাতে মার্কস লিখেছেন– 'সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে মানুষ জড়িত হয় কতকগুলো ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ও অনিবার্য নির্দিষ্ট সম্পর্কে, যাকে বলা যায় উৎপাদন সম্পর্ক, যা মানুষের বৈষয়িক উৎপাদন শক্তির বিকাশের একটি পর্যায়ের অনুরূপ। এই উৎপাদন-সম্পর্কগুলোর সমষ্টিই হচ্ছে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, সেই আসল বুনিয়াদ, যার ওপর গড়ে ওঠে আইনগত আর রাজনৈতিক উপরিকাঠামো সামাজিক চেতনার রূপগুলো হয় তারই অনুরূপ বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন পদ্ধতিই সাধারণভাবে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আত্মিক জীবনপ্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে। মানুষের সত্তা তার চেতনার দ্বারা নির্ধারিত নয়, বরং ঠিক তার বিপরীত মানুষের সামাজিক সত্তাই নির্ধারণ করে তার চেতনাকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মার্কস আশা করেছিলেন যে এই বই নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা-সমালোচনা হবে অন্তত বিরুদ্ধবাদী গোষ্ঠী ব্যাপক সমালোচনায় ফেটে পড়বে তারা কী ধরনের সমালোচনা করবে, সেটা আগে থেকেই আঁচ করে উত্তর দেবার জন্যেও প্রস্তুতি নিয়েছিলেন মার্কস। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা অভূতপূর্ব এক পন্থা গ্রহণ করল তা হচ্ছে– 'কন্সপিরেসি অব সাইলেন্স'।

জেনি হতাশ ও বিরক্ত হয়ে লিখলেন– 'আমরা এই বইটি নিয়ে যে প্রত্যাশা গোপনে লালন করছিলাম, তা হোঁচট খেল 'নীরবতার ষড়যন্ত্রের' দ্বারা যে দুই-একটি অগভীর আলোচনা ছাপা হয়েছে, সেগুলো কেবলমাত্র বইটির ভূমিকা পর্যন্তই পৌঁছাতে পেরেছে। বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠককে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রাখার অপচেষ্টা চালিয়েছে তারা

এই ষড়যন্ত্র টিকবে না বলে আশা করে জেনি বলছেন– 'দ্বিতীয় খণ্ড অবশ্যই এইসব মানুষের মানসিক বৈকল্যকে ধাক্কা দিতে সমর্থ হবে।'

মার্কস এইবার সত্যি সত্যিই তার 'ম্যাগনাম ওপাস' অর্থাৎ 'ক্যাপিটাল' বইটি লিখে শেষ করার জন্য কৃতসংকল্প হলেন বিভিন্ন সংগঠন থেকে তিনি ইতোমধ্যেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন এমনকি কোনো কোনো কমরেড তাকে কমিউনিস্ট লীগ পুনর্জীবিত করার জন্য অনুরোধ জানালেও তিনি তাতে কর্ণপাত করেননি উত্তর হিসেবে বলেছিলেন যে তিনি সংগঠন করার চাইতে মস্তিষ্কের ব্যবহার এবং তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরির মাধ্যমেই প্রলেতারিয়েতের জন্য বেশি কাজ করতে পারবেন। বলাবাহুল্য এঙ্গেলস তার এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছিলেন। তিনি 'পুঁজি' শেষ করার জন্য মার্কসকে সবসময় তাগাদা দিয়ে গেছেন একথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে গ্রন্থ এবং তত্ত্বের জগতে তাদের দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতির ক্ষতি পুষিয়ে নিতে 'পুঁজি' প্রকাশের বিকল্প নেই

মার্কস তার প্রিয়তম বন্ধুকে আগের বছর জানিয়েছিলেন যে তার গ্রন্থরচনার কাজ সমাপ্তির পথে বাকি কেবল 'ফিনিশিং টাচ' দেওয়া। সেই কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে ১৮৬৫-র সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই তিনি এঙ্গেলসকে লিখলেন– 'আমি অশ্বের অবিরাম ছুটে চলার মতো কাজ করে চলেছি

এঙ্গেলস ইতোপূর্বে অনেকবার এই ধরনের কথা শুনেছেন। তবে এবার মার্কস কিন্তু সত্যি সত্যিই একনাগাড়ে কাজ করে চলছিলেন। যদিও শারীরিক অবস্থা যথারীতি প্রতিকূল ছিল, তবু তিনি কাজে কোনো বিরতি দিচ্ছিলেন না ১৮৬৫-র গ্রীষ্মে তিনি লিভারের ব্যথা এবং ভ্যাপসা গরমের কারণে প্রায় প্রতিদিনই বমি করছিলেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল বাড়িতে অবিরাম অতিথির আগমন জেনির ভাই এডগার ভন ভেস্টফালেন এসে উঠলেন ৬ মাসের জন্য বাড়ির অন্য সদস্যদের কথা না ভেবে প্রতিদিন সেলারের সব পানীয় শেষ করে ফেলতেন তিনি তার সঙ্গে ছিল অবিরাম 'খাই খাই' মনোভাব অন্য অতিথিদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসেছিলেন মার্কসের ভগ্নিপতি, মাসট্রিখট থেকে এক ভাইঝি এবং ফ্রিলিগ্রাথ পরিবার অতিথিদের স্থান সঙ্কুলানের জন্য মার্কসকে বেশি ঘরওয়ালা নতুন বাড়িতে উঠতে হয়েছিল, যা তার সামর্থ্যের সাথে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। 'আমাকে এখন পুরোপুরি বন্ধকি দোকানের ওপর নির্ভর করে চলতে হচ্ছে সর্বদা অতিথি পছন্দ করলেও এইবার তিক্তকণ্ঠে বলেছিলেন মার্কস– 'সকাল থেকে আমার দরজায় পাওনাদারদের ভিড় লেগে যায় দিন দিন এটা অসহ্য ঠেকছে।'

এই ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও তিনি তার লেখার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

এই বছর অর্থাৎ ১৮৬৫ সালের শেষের দিকে তিনি লেখা সমাপ্ত করলেন। ১২০০ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি কালির ছোপ এখানে-ওখানে নানা বিমূর্ত চিত্র তৈরি করেছে লেখাগুলো জড়ানো-প্যাঁচানো পাঠোদ্ধারের জন্য যথেষ্ট কঠিন ১৮৬৬ সালের প্রথম দিন থেকে তিনি সেটিকে ফ্রেশ কপি করতে বসলেন সেইসাথে কিছু সংশোধনও 'জন্মের লম্বা পথ পাড়ি দেবার পরে নবজাতককে যেভাবে পরিচ্ছন্ন করা হয়

কিন্তু এই সময় তার শরীরে কার্বাঙ্কলের আক্রমণ ভয়াবহ হয়ে উঠল। এঙ্গেলস সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন বন্ধুকে চিকিৎসা নিতে চিঠিতে লিখলেন– 'তুমি তো জানোই যে আমি সম্ভবমতো সবকিছু করতে প্রস্তুত আর এই জরুরি ঘটনার ক্ষেত্রে, অন্যান্য পরিস্থিতিতে ঝুঁকি নেওয়ার যে অধিকার আমার রয়েছে, তার চেয়েও বেশি আমি নিতে পারি। কিন্তু আমি বলি কী, তোমার সুবুদ্ধি হোক, আমাকে এবং তোমার পরিবারকে একটিমাত্র অনুগ্রহ করো– নিজের চিকিৎসাটা করাও! তোমার যদি কিছু একটা ঘটে যায় তাহলে গোটা আন্দোলনের কী দশা হবে!'

ডাক্তারের নির্দেশে একমাসের জন্য তাকে চলে যেতে হলো মারগেটে সমুদ্রস্নানের উদ্দেশ্যে সমুদ্রস্নানের পাশাপাশি দিনে তিনবেলা আর্সেনিক খেতে হতো তাকে সেই সময়টাতে পাণ্ডুলিপির কাজ না করতে পারায় প্রচণ্ড মনঃকষ্ট পেয়েছেন মার্কস

একমাসের চিকিৎসায় কার্বাঙ্কলের কষ্ট কমে এল। কিন্তু এবার আক্রমণ করল বাত এবং দাঁতের ব্যথা। সেইসাথে লিভারের পুরনো ব্যথা জেগে উঠল নতুন করে। এইসব ধকল সামলে যখন তিনি লেখার জন্য নিজেকে শারীরিকভাবে উপযুক্ত মনে করছেন, ঠিক সেই সময় কাগজের দোকানদার সাফ জানিয়ে দিল যে পূর্বের বাকি শোধ না করলে সে আর লেখার কাগজ সরবরাহ করবে না

কাগজ কেনার টাকার জন্য আবার হাত পাততে হলো এঙ্গেলস-এর কাছে

এই সময়পর্বে সকল অসুবিধাকে অগ্রাহ্য করে অনবরত কাজ করে যাচ্ছিলেন মার্কস জামাতা পল লাফার্গ তার লেখার ঘর এবং কাজের বর্ণনা দিয়েছেন এক স্মৃতিকথায়–

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'ঘরখানা ছিল বাড়ির দোতলায়। টানা একটা জানালা দিয়ে আলো এসে ভরে দিত ঘরখানা জানালা দিয়ে চোখে পড়ত পার্কের দৃশ্য। জানালার বিপরীত দিকে ঘর গরমের চুল্লির দুইপাশে দেয়াল জুড়ে ছিল বইয়ের র‍্যাক র‍্যাকগুলো বই দিয়ে ভরা। বইগুলোর ওপরে ছাদ পর্যন্ত খবরের কাগজ আর পাণ্ডুলিপিতে ঠাসা। চুল্লির বিপরীতে জানালার একপাশে দুটো টেবিল টেবিল দুটোর উপরেও কাগজপত্র, বই আর খবরের কাগজের স্তূপ। ঘরের মাঝখানে সবচাইতে আলোকিত জায়গাটিতে ছিল একটা সাধারণ লেখার ডেস্ক আর একটা কাঠের আর্মচেয়ার। আর্মচেয়ার আর পেছনের বইয়ের তাকগুলোর মাঝখানে, জানালার বিপরীত দিকে একটা চামড়ায় মোড়ানো সোফা সময় সময় বিশ্রামের জন্য এই সোফাটায় শুতেন মার্কস। চুল্লির উপরকার তাকে থাকত আরও কিছু বই, চুরুট আর দেশলাই, তামাকের বাক্স, পেপার ওয়েট আর কয়েকটি ছবি ছবিগুলো ছিল মার্কসের স্ত্রী এবং কন্যাদের, ভিলহেল্ম ভোলফ আর এঙ্গেলস-এর

লাফার্গ বইয়ের বিন্যাস নিয়েও কথা বলেছেন– 'বই কিংবা কাগজপত্র গুছিয়ে রাখতে কিংবা বলা চলে, অগোছালো করতে দিতেন না তিনি। বইপত্রের অগোছালো ভাবটা ছিল আপাত বিশৃঙ্খল আসলে সবকিছুই থাকত তাদের নির্দিষ্ট জায়গাতে। ফলে দরকার পড়লেই নির্দিষ্ট বই কিংবা নোটবইটি হাতের কাছে পেয়ে যাওয়া তার পক্ষে সহজ হতো এমনকি কথাবার্তার সময়েও প্রায়ই থেমে গিয়ে বই টেনে নিতেন, আর ঠিক তখন যে বিষয়ের আলাপ করছিলেন, টেনে নেয়া বই থেকে তার সপক্ষে উদ্ধৃতি কিংবা পরিসংখ্যান হাজির করতেন বইপত্র সাজিয়ে রাখতেন তিনি বিষয়বস্তু অনুসারে। বইয়ের আকার অনুসারে নয় বই ছিল তার কাছে মনের হাতিয়ার, বিলাসদ্রব্য নয়। মার্কস বলতেন– ওরা আমার দাস, যেমনটি চাইব সেইভাবে আমার কাজে লাগতে হবে ওদের

মার্কস ছিলেন কড়া ধূমপায়ী

কথায় কথায় লাফার্গকে একবার বলেছিলেন– 'পুঁজি বইটা লেখার সময় যত চুরুট ফুঁকেছি, বইটা থেকে এমনকি তার দামও উঠবে না।'

একবার একটা বিজ্ঞাপন দেখলেন মার্কস। হলবর্ন টোব্যাকো কোম্পানির বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে– 'যত বেশি ধূমপান করবেন, তত বেশি টাকা বাঁচাতে পারবেন এই চুরুটগুলো ছিল অপেক্ষাকৃত সস্তা আর গন্ধটাও ছিল অনেক বেশি কটু। এই নতুন সস্তা চুরুট টানা শুরু করে মার্কস বন্ধুদের বলেছিলেন যে, প্রতি বাক্স চুরুটে তার সাশ্রয় হচ্ছে এক শিলিং ছয় পেন্স। এইভাবে যদি এই চুরুটটা তিনি চালিয়ে যেতে পারেন, তাহলে একসময় চুরুট থেকে সাশ্রয় হওয়া টাকা দিয়েই জীবন যাপন করতে পারবেন

এইভাবে সাশ্রয় করতে গিয়ে ফুসফুসের এমন অসুখে আক্রান্ত হলেন মার্কস, যে পারিবারিক ডাক্তার তাকে ধূমপান ত্যাগের পরামর্শ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৮৬৬-৬৭ সালের পুরো শীতকাল অসুস্থ ছিলেন মার্কস। কিন্তু 'পুঁজি' লেখা থেকে বিরতি নেননি তার পরিশ্রমের কথাও লিখেছেন লাফার্গ– 'যদিও অনেক রাত করে শুতে যেতেন মার্কস, তবু সকাল আটটা থেকে নয়টার মধ্যেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তেন। খানিকটা কালো কফি খেয়ে খবরের কাগজ পড়তেন তারপরে গিয়ে ঢুকতেন পড়ার ঘরে। রাত দুটো বা তিনটা পর্যন্ত কাজ করতেন কেবলমাত্র খাওয়ার সময়টুকুতেই কাজ বন্ধ থাকত

'পুঁজি' বইয়ের প্রথম খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠাগুলো তিনি লিখেছিলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কারণ এই সময়টাতে তার পশ্চাদ্দেশের ফোঁড়াগুলো ভয়ংকরভাবে বড় হয়ে গিয়েছিল বসতে গেলেই তীব্র ব্যথায় জ্ঞান হারানোর উপক্রম হতো উপশম হিসেবে এই সময় আর্সেনিক খাওয়া বন্ধ করে রেখেছিলেন তিনি কারণ হিসেবে বলতেন– 'আর্সেনিক আমার মাথাটাকেও ভোঁতা করে দেয়। আমি এখন আমার মস্তিষ্ককে পূর্ণ সতেজ করে রাখতে চাই

অবশেষে কুড়ি বছর গর্ভধারণের পর জন্ম নিল 'পুঁজি'। ১৮৬৭ সালের এপ্রিল মাসের ২ তারিখে তিনি এঙ্গেলসকে বললেন– 'আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বইটি লেখা শেষ হওয়ার আগে তোমার সাথে যোগাযোগ করব না। এবার সেটা হয়েছে।'

এবার পাণ্ডুলিপি পৌঁছে দিতে হবে হামবুর্গে প্রকাশক মেইসনারের কাছে মার্কস নিজেই যেতে চান সেখানে।

কার্বাঙ্কলের ব্যথার কথা ভুলে তিনি ৫২ ঘণ্টার জঘন্য এক সমুদ্রযাত্রা শেষে পৌঁছালেন হামবুর্গে প্রকাশক মেইসনার পাণ্ডুলিপি হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কম্পোজের জন্য ছুটলেন। তিনি চাইছিলেন মে মাসের মধ্যেই বইটি ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করতে আর মার্কস একমাসের জন্য রয়ে গেলেন তার ভক্ত ডা. কুগেলমানের বাড়িতে হ্যানোভার শহরে। উদ্দেশ্য, বইয়ের প্রুফগুলো নিজের হাতে সংশোধন করা।

কুগেলমান ছিলেন সেই সময় হ্যানোভারের খুবই যশস্বী গাইনোকোলজিস্ট সেইসাথে ছিলেন মার্কস-এঙ্গেলস দুজনেরই ভক্ত মার্কসের সকল বই এবং রচনা তার সংগ্রহে ছিল এই বাড়িতে থাকার সময় মার্কস একদিন দেখতে পেলেন তার 'পবিত্র পরিবার' বইটির কপি। এই বইয়ের কোনো কপি মার্কসের কাছেও ছিল না

কুগেলমান পরিবারের সঙ্গে একটি মাস সত্যিকারের স্বস্তির জীবন কাটিয়েছিলেন মার্কস বিভিন্ন চিঠিতে তার উল্লেখ আছে। তাকে আতিথ্য দিতে পেরে কুগেলমান পরিবারও অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত হয়েছিলেন অনেক পরে ডা. কুগেলমানের কন্যা ফ্রান্সিস্কা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন–

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

' মার্কস আসছেন শুনে রাইন অঞ্চলের প্রাণোচ্ছল তরুণী মেয়ে, আমার মা, একটু চিন্তিতই হয়ে পড়েছিলেন তিনি ধারণা করেছিলেন যে রাজনীতি নিয়ে সম্পূর্ণ আত্মমগ্ন এক মস্ত পণ্ডিত ব্যক্তিকে দেখবেন, যিনি সমকালীন সমাজব্যবস্থার ঘোর বিরোধী। ডাক্তার হিসেবে তখন আমার বাবা প্রতিদিন সারা সকাল এবং দুপুরেরও অনেকটা সময় কাজে ব্যস্ত থাকতেন কাজেই মা ভেবে পাচ্ছিলেন না কীভাবে তিনি মার্কসের মতো অমন একজন ব্যক্তিত্বকে একা একা আপ্যায়ন করবেন কিন্তু বাবা মাকে এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে মার্কসের সঙ্গে কাটানোর কয়েকটি দিনের স্মৃতি এরপর সারাজীবন স্মরণ করে মা আনন্দ পাবেন আমার বাবার কোনো ভবিষ্যদ্বাণী আর কখনো এমনভাবে ফলতে দেখা যায়নি

অতিথি ব্যক্তিটি যখন স্টেশন থেকে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হলেন তখন মায়ের পূর্বধারণা অনুযায়ী গোমড়ামুখো বিপ্লবীর বদলে এক ফিটফাট চটপটে খোশমেজাজি ভদ্রলোককে শুভেচ্ছা জানাতে দেখে তিনি তো তাজ্জব ভদ্রলোকের মুখে রাইন অঞ্চলের অন্তরঙ্গ উচ্চারণ শুনে মায়ের আমার বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল ভদ্রলোকের রুপোলি ছোপধরা চুলের রাশের নিচ থেকে তরুণ, কালচে, হাসিহাসি চোখ দুটো তাকিয়ে ছিল আর তার কথাবার্তা এবং চলাফেরা ছিল তরতাজা তারুণ্যে ভরা। তিনি আমার বাবাকে রাজনৈতিক বিষয়ে সামান্যতম আলোচনাও করতে দিলেন না বরং চুপ করিয়ে দিলেন এই বলে যে– অল্পবয়সী ভদ্রমহিলাদের জন্য ও-জিনিস নয়, ওসব কথা পরে হবে প্রথম দিন সন্ধেবেলায় তার গল্পগুজব এত মনমাতানো, রসরসিকতা আর হাসিখুশিতে ভরপুর ছিল যে আমার মায়ের সময় কোথা দিয়ে কেটে গিয়েছিল তার হিসাব ছিল না।...

মার্কসের সঙ্গে তাদের সেইসব আলোচনার কথা স্মরণ করেই আমার মা-বাবা বিশেষ আনন্দ পেতেন যে আলোচনাগুলো দিনের প্রথম ভাগে সকালবেলায় ঘটত। কেননা ঐ সময়টাতে তারা সবচেয়ে একান্তে, নিজের মনে থাকার অবকাশ পেতেন। মা তখন অন্য সময়ের চেয়ে আরও একটু সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে প্রাতরাশের আগে সংসারের কাজ সেরে রাখতেন তারপর কফির টেবিলে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করে কাটাতেন তিনজনে আমার মা যদিও দর্শনশাস্ত্র তেমন গভীরভাবে পড়েননি তবু দর্শন বিষয়ে তার আগ্রহ ছিল প্রবল মার্কস তার কাছে কান্ট, ফিখটে আর শোপেনহাওয়ার নিয়ে আলোচনা করতেন। মাঝে মাঝে উল্লেখ করতেন হেগেলেরও তরুণ বয়সে মার্কস নিজেই ছিলেন হেগেলের উৎসাহী সমর্থক।

হেগেল একসময় এইমর্মে একটি উক্তি করেছিলেন যে তার ছাত্রদের মধ্যে রোজেনক্রান্টসই একমাত্র ব্যক্তি যিনি তাকে বুঝেছিলেন– যদিও ভুলভাবে, তবু... এই কথাটির উল্লেখ প্রায়ই করতেন মার্কস

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মার্কসের কাছে বন্ধুত্ব ছিল পবিত্র বস্তু। একসময় এক ব্যক্তি তার সঙ্গে দেখা করতে এসে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস সম্পর্কে এই উক্তি করেছিলেন যে এঙ্গেলস তো অবস্থাপন্ন লোক, তিনি ইচ্ছা করলেই মার্কসকে গুরুতর অর্থকষ্ট থেকে উদ্ধারের জন্য আরও বেশিকিছু করতে পারতেন। মার্কস তখন মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন– এঙ্গেলস ও আমার মধ্যে সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ ও প্রীতিপূর্ণ যে সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই যখন কেউ এমন কিছু বলত যা তার পছন্দ হতো না তখন সাধারণত রসিকতা দিয়ে তার জবাব দিতেন মার্কস সাধারণত আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি কখনো স্থূল পদ্ধতি গ্রহণ করতেন না, বরং প্রত্যুত্তর দিতেন এমন খোঁচা দিয়ে যে তা কখনো লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হতো না।...

শোবার ঘর ছাড়া অপর যে ঘরখানা তার কাজের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, দুপুরের খাওয়ার আগে ঘণ্টা দেড়েক সময় সেখানে বসে তিনি চিঠিপত্র লিখতেন, কাজ করতেন কিংবা খবরের কাগজ পড়তেন ওই ঘরে বসেই তিনি 'পুঁজি'র প্রথম খণ্ডের প্রুফ দেখেছিলেন।

বাবা মনে করতেন মার্কসের মুখাবয়বের সাথে জিউসের মুখের অসম্ভব মিল ছিল তার এই মতে অনেকেই সায় দিতেন। উভয়েরই ছিল অজস্র চুলেভরা প্রকাণ্ড মাথা, উচ্চচিন্তার দ্যোতক প্রশস্ত কপাল, কর্তৃত্বব্যঞ্জক অথচ সহৃদয় দৃষ্টি।'

শুধু কুগেলমান-পরিবার নয়, হ্যানোভারে মার্কস পেয়েছিলেন অনেক বড় পদবিধারী মানুষের স্তুতি সেখানকার স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরোর পরিচালক, মেরকেল, মার্কসের সঙ্গে দেখা করতে এসে বলেছিলেন যে তিনি কয়েক বছর ধরে 'টাকা' নিয়ে গবেষণা করছেন, কিন্তু কোনো যথার্থ উত্তর পাচ্ছেন না মার্কস তাকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন একদিনেই।

স্থানীয় রেলরোড কোম্পানির প্রধান মার্কসের সম্মানে এক ডিনার-পার্টির আয়োজন করেছিলেন।

সবচেয়ে চমক নিয়ে এসেছিলেন বিসমার্কের একজন গোয়েন্দা তিনি মার্কসকে সবিনয়ে এবং একান্তে জানিয়েছিলেন যে 'স্বয়ং চ্যান্সেলর চান আপনার অসাধারণ মেধা জার্মান জনগণের কাজে লাগুক।'

পুরো মাস জুড়েই মার্কস ছিলেন প্রাণবন্ত একবারও ভয়ংকর হয়ে ওঠেনি কার্বাঙ্কল প্রায় প্রতিরাতেই ডিনার পার্টিতে অংশ নিলেও তার লিভার ও পিত্তের ব্যথা জ্বালাতন করেনি তাকে। মনে হচ্ছিল যে নির্ঘুম কষ্টে কাটানো রাতের পর রাত, অনিশ্চয়তার দিন-মাস-বছর এখন অতীতের স্মৃতি মাত্র

এসব জেনে এঙ্গেলস ২৭ এপ্রিল লিখলেন– 'আমার সবসময়ই মনে হয়েছে যে, এই বইটি লিখতে অস্বাভাবিক সময় লাগানোই ছিল তোমার অনেকগুলো বছরের কষ্টের মূল কারণ আমি জানতাম যে এই কাজের বোঝা মাথা থেকে নামিয়ে ফেলতে না পারলে তুমি স্বস্তি পাবে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মার্কস 'পুঁজি'র প্রুফ দেখা শেষ করলেন ১৬ আগস্ট।

আর এঙ্গেলস-এর কাছে লিখলেন– 'প্রথম খণ্ডের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এটা যে শেষ পর্যন্ত সম্ভব হলো, সে কেবল তোমারই ঋণে। তোমার নিজেকে উৎসর্গ করা সাহায্য ছাড়া আমি কোনোভাবেই এই বিশাল কাজ শেষ করতে পারতাম না আমি ধন্যবাদের সাথে তোমাকে আলিঙ্গন করছি। সালাম হে প্রিয় বিশ্বস্ত বন্ধু আমার!'

এটা প্রায় অবধারিতই ছিল যে মার্কস তার 'পুঁজি' উৎসর্গ করবেন এঙ্গেলসকে। কিন্তু মুদ্রিত আকারে বাজারে আসার পরে দেখা গেল এই 'ম্যাগনাম ওপাস' উৎসর্গ করা হয়েছে ভিলহেল্ম ভোলফ-এর নামে।

মার্কস যে এই বই উৎসর্গ করেছিলেন ভোলফ-কে তার কারণ একাধিক। একটা কারণ তো অবশ্যই যে ভোলফ ছিলেন মার্কসের চিন্তাধারার সারাজীবনের সঙ্গী অপর কারণটিও গৌণ নয় সবসময় অভাবে ভুগলেও একটা সময়ে মার্কস-পরিবারের আর্থিক দৈন্য চরমে পৌঁছেছিল। জেনি নিজেও আর পাওনাদারদের অপমান সইতে পারছিলেন না। সেই সময় মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন ভিলহেল্ম ভোলফ ১৮৫৩ সালে দেশ থেকে নির্বাসিত ভোলফ বাস করতেন ম্যাঞ্চেস্টারে জীবিকা নির্বাহ করতেন জার্মান প্রবাসীদের ইংরেজি এবং ইংরেজদের জার্মান ভাষা শিক্ষাদানের মাধ্যমে। মার্কস-এঙ্গেলসের সাথে তার সম্পর্ক শুরু হয়েছিল ব্রাসেলস-এ কমিউনিস্ট করেসপন্ডেনস কমিটিতে কাজ করার সময়। পরবর্তীতে তিনিও অংশ নিয়েছিলেন প্যারিসে এবং কোলোনের বিদ্রোহে। ম্যাঞ্চেস্টারে বাস করার সময় মার্কসের খোঁজখবর পেতেন এঙ্গেলস-এর কাছ থেকে সেই ভোলফ মৃত্যুর পূর্বে উইল করে গেছেন যে তার শেষকৃত্য এবং ডাক্তারের পাওনা মেটানোর পরে জমানো টাকা পাবেন মার্কস এবং তার পরিবার দেখা গেল নিজে সাদাসিধে জীবনযাপন করে এই অনুরাগী মার্কসের জন্য রেখে গেছেন অপ্রত্যাশিত বড় অঙ্কের টাকা। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, ডাক্তারের বকেয়া পাওনা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচের পরে মার্কস হাতে পেলেন নগদ ৮২০ পাউন্ড। চরম অনটনের সময় এই বড় অঙ্কের টাকা পাওয়াটা যে মার্কস-পরিবারের জন্য কতটা আশীর্বাদ ছিল তা যে কোনো ভুক্তভোগীই বুঝতে পারবেন। ভোলফ-এর সেই ঋণ স্মরণ করেই মার্কস 'পুঁজি' উৎসর্গ করেছিলেন তার নামে। উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল– 'আমার অবিস্মরণীয় বন্ধু ভিলহেল্ম ভোলফকে, যিনি ছিলেন প্রলেতারিয়েতের নির্ভীক, বিশ্বস্ত এবং সক্রিয় পক্ষশক্তি।'

'পুঁজি' প্রকাশের পর যথারীতি শিকার হয়েছিল 'নীরবতার ষড়যন্ত্রের' এমনকি শ্রমজীবী শ্রেণির মধ্যেও প্রথম দিকে তেমন সাড়া জাগেনি দুঃখ করে জেনি বলেছিলেন– 'এমন সব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে এই বইটি লেখা হয়েছে, য' অন্য কোনো বইয়ের ক্ষেত্রে ঘটেনি আমি সেইসব না-জানা তথ্য, সেইসব

পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
দুঃখ-কষ্ট, সেইসব দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়া দিনগুলো নিয়ে পুরো একটা বই লিখে ফেলতে পারব এই বইটার জন্য যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে তার কথা যদি শ্রমজীবী মানুষরা জানতে পারে এবং যদি জানতে পারে যে এই ত্যাগ স্বীকার পুরোটাই করা হয়েছে কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থেই– তাহলে তারা হয়তো এই বইটার প্রতি একটু বেশি আগ্রহ দেখাবে

১৭.

প্রায় জীবনভর বন্ধুত্বের মধ্যে এঙ্গেলস কেবলমাত্র একবারই মার্কসের প্রতি বিরূপতা প্রদর্শন করেছিলেন। সেই ঘটনার সাথে জড়িত ছিল বান্ধবী মেরি বার্নস-এর প্রসঙ্গ এর পূর্বে এবং পরে– সবসময় এবং সবক্ষেত্রে এঙ্গেলস নিজেকে মার্কসের সহযোগী ভেবেই খুশি ছিলেন। যদিও প্রতিপক্ষের লোকেরা এই কারণে তার প্রতি তীব্র বিদ্রুপের তীর ছুড়েছে, কিন্তু এঙ্গেলস সেগুলোরে পরোয়া করেননি যেমন করেননি মার্কসের আরেক অনুরাগী ভিলহেল্ম লিবক্লেখট। কার্ল ফিড্রিক বাউয়ের তাকে লিখেছিলেন– 'তোমার ভূমিকাটা কী? তুমি একটা খেলার বল মাত্র, ভারবাহী জন্তু হিসেবে ব্যবহৃত একটা গাধা, আর নিজের অগোচরে হাসির খোরাক। তোমার ঐ স্বর্গরাজ্যের পরিস্থিতিটা কী? না, সর্বোচ্চ সিংহাসনে বসে আছেন সবজান্তা পরমপ্রাজ্ঞ দালাই লামা মার্কস। তারপর বিরাট একটা ফাঁক। তারপর সমাসীন এঙ্গেলস। তারও পর আবার প্রকাণ্ড বড় একটা ফাঁক অতঃপর আছেন ভোলফ। ফের মস্ত একটা ফাঁক। আর তারপর সম্ভবত একটা স্থান নির্দিষ্ট আছে 'ভাবপ্রবণ গর্দভ' লিবক্লেখট-এর জন্য

এঙ্গেলস নিজেই মেনে নিয়েছিলেন এইরকম অবস্থান। সর্বপ্রথমে মার্কসের নাম থাকাই তার কাছে স্বাভাবিক ছিল। কারণ তার দৃষ্টিতে মার্কস সব দিক থেকেই সেরা। তিনি নিজের পরিশ্রম, মেধা, অর্থসহ সকল সম্পদ মার্কসের কাজে লাগাতে প্রস্তুত ছিলেন।

তবে একটা প্রশ্নচিহ্নের মতো রয়ে গিয়েছিলেন মেরি বার্নস

মার্কস যেভাবে এঙ্গেলস-এর অনুরক্ত ছিলেন, জেনি তেমনটি ছিলেন না। এঙ্গেলস-এর প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন অবশ্যই আবার এঙ্গেলস-এর মেধা এবং প্রজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধাও পোষণ করতেন যথেষ্ট তার সন্তানরা 'জেনারেল' -এর কাছ থেকে যে ভালোবাসা পাচ্ছে, সেটি তাকেও স্পর্শ করত। কিন্তু জেনির কাছে তিনি জীবনভরই রয়ে গিয়েছিলেন– 'মি. এঙ্গেলস' জেনি তার স্বামীর সাথে সকল বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশ না নিলেও সমর্থন জুগিয়ে গেছেন। এমন অনেক পরিস্থিতি এবং পরিবেশ তিনি মেনে নিয়েছেন, যা তার পক্ষে চিন্তা করাও ছিল অসম্ভব কিন্তু তার পিউরিটান মনের মধ্যে এঙ্গেলস এবং মেরির সম্পর্ক নিয়ে দ্বিধা রয়েই গিয়েছিল বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে দুইজন নারী-পুরুষের একত্র বসবাস জেনি

দানবীর পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সম্ভবত মেনে নিতে পারেননি তিনি পারতপক্ষে মেরির নাম ও প্রসঙ্গ উচ্চারণ করতে চাইতেন না শত্রুদের মতো জেনি কখনোই মেরিকে 'অশিক্ষিতা ফ্যাক্টরির মেয়ে' বলতেন না তবে এঙ্গেলস-এর সঙ্গে কথা বলার সময় মেরির প্রসঙ্গ এলে তিনি নাম না বলে বলতেন– 'তোমার স্ত্রী'।

এঙ্গেলস ১৮৪২ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে এসেছিলেন তার 'দি কন্ডিসন অব দি ওয়ার্কিং ক্লাস অব ইংল্যান্ড' এর জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে সেই সময় তার সাথে পরিচয় ঘটে মেরি বার্নস-এর অচিরেই তারা পরস্পরের প্রেমে পড়েন গভীরভাবে। অভিজাত সমাজের চোখে অশিক্ষিতা হিসেবে পরিচিতা লাল চুলের আইরিশ কৃষক পরিবার থেকে আসা এই তরুণী ছিলেন স্বশিক্ষিতা। এঙ্গেলস তাকে যতটুকু শিখিয়েছেন, ঠিক ততটুকু নিজেও শিখেছেন মেরির কাছ থেকে। মেরি সম্পর্কে এঙ্গেলস বলেছেন– 'তার নিজের শ্রেণির (কৃষক-শ্রমিক) প্রতি মেরির ছিল জন্মগত টান এবং ভালোবাসা। আর আমার প্রতি তার ভালোবাসার কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। সে প্রতিটি ক্রান্তিমুহূর্তে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে এত শক্তভাবে যা কোনো তথাকথিত শিক্ষিতা এবং মেকি সংস্কৃতিমনা অভিজাত পরিবারের মেয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না

এই ভালোবাসা আরও গভীর হয় ১৮৪৫ সালে সেই সময় এঙ্গেলস-এর আমন্ত্রণে মেরি ব্রাসেলস-এ যান তার সঙ্গে কয়েকদিন কাটাতে। এঙ্গেলস পাকাপাকিভাবে ম্যাঞ্চেস্টারে থাকতে শুরু করার পরে তার নিজের বাসভবনের পাশেই মেরির জন্য ছোট একটা বাসা ভাড়া করেন। ১৮৫০-এর শেষের দিকে তারা উভয়ে একই বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। কিছুদিন পরে মেরির বোন লিডিয়া (লিজি) তাদের সঙ্গে যোগ দেন। মার্কসের স্ত্রী জেনি এই ধরনের লিভিং টুগেদার মেনে নিতে পারেননি কিন্তু অন্য সব ক্ষেত্রে মার্কস-পরিবারের মতামতকে সম্মান জানালেও এঙ্গেলস এই ব্যাপারে জেনির মনোভাবকে আদৌ পাত্তা দেননি

মার্কস নিজে এই ব্যাপারে কখনোই কোনো মন্তব্য করেননি তবে জেনির সামনে পারিবারিক শান্তি বজায় রাখার জন্যই এঙ্গেলস এবং মেরির লিভ টুগেদারকে সমর্থন করে কোনো কথাও বলেননি। ১৮৬৩ সালের ৭ জুলাই এঙ্গেলস দুঃসংবাদ দিয়ে লিখলেন মার্কসকে–

> 'প্রিয় মুর! মেরি মারা গেছে। গত রাতে মেরি শুতে চলে গিয়েছিল সন্ধ্যার পরপরই। মাঝরাতের দিকে লিজি শুতে গিয়ে দেখল মেরির মৃত্যু ঘটেছে আগেই। একেবারে অকস্মাৎ মৃত্যু। হয়তো হার্ট ফেইলিওর কিংবা কোনো মস্তিষ্কের স্ট্রোক। আজ সকাল হওয়ার আগে খবরটি আমাকে জানানো হয়নি। সোমবার সকালেও সে ছিল সম্পূর্ণ সুস্থ। আমার অনুভূতি বলে বোঝানো সম্ভব নয়। হতভাগী মেয়েটি সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমাকে ভালোবেসেছিল।
>
> তোমার
> এফ ই।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরের দিনই উত্তর লিখলেন মার্কস। 'মেরির এই অকালমৃত্যুর খবর আমাকে যেমন বিস্মিত করেছে, একইভাবে দুঃখিতও করেছে। সে ছিল তোমার প্রতি চিরকালের বিশ্বস্ত, চমৎকার স্বভাবের প্রাণবন্ত একটি মেয়ে

চিঠির এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু তারপরেই মার্কস লিখলেন– 'শয়তান জানে, কেন দুর্ভাগ্য আমাদের সার্কেলের সকলের পেছনে এইভাবে লেগে আছে। আমি বুঝতেই পারছি না, কীভাবে এইবারের সঙ্কট পাড়ি দেব।' এরপরে মার্কস লিখলেন যে ফ্রান্স এবং জার্মানি থেকে তার টাকা পাওয়ার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে কোনো দোকানদার তাকে আর বাকিতে কিছুই দিচ্ছে না। মেয়েরা স্কুলে যেতে পারছে না বেতন বকেয়া থাকার কারণে দুশ্চিন্তায় তার পক্ষে লিখতে বসা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এইসব লেখার জন্য মার্কস যেন নিজেকেই মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন– 'তোমার এই দুঃখময় মুহূর্তে এসব লেখা ঠিক নয়। তবু আমাকে লিখতে হচ্ছে। আমি ভাবছি হোমিওপ্যাথির তত্ত্বের কথাও– একটা বিপদ আরেকটা উন্মত্ততার কারণ তাছাড়া, সর্বোপরি, আমার করার আর কীইবা আছে?'

এঙ্গেলস এই চিঠি পড়েছিলেন প্রচণ্ড ক্রোধ এবং বিস্ময় নিয়ে। মার্কস এই পরিস্থিতিতে এমন চিঠি লিখতে পারে! তদুপরি সে জানে যে এঙ্গেলস নিজেও সম্প্রতি আর্থিক টানাপোড়েনের মধ্যে আছে তুলার বাণিজ্যে মন্দার কারণে।

পাঁচদিন কোনো উত্তর না দিয়ে নিশ্চুপ রইলেন এঙ্গেলস তারপরে যে চিঠিটা লিখলেন, তাতে কেবল আগের চিঠি প্রাপ্তির শীতল সংবাদ সকল চিঠিতে মার্কসকে তিনি সম্বোধন করতেন 'ডিয়ার মুর' বলে কিন্তু এই চিঠিতে সম্বোধন পাল্টে হয়েছে 'ডিয়ার মার্কস'

'প্রিয় মার্কস

এই সময়টাতে আমার দুর্ভাগ্য এবং সেই দুর্ভাগ্য বোঝার ক্ষেত্রে তোমার অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এর চেয়ে দ্রুত তোমার চিঠির উত্তর লেখা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না আমার দূরের বন্ধুরা, এমনকি ফিলিস্টিনরা পর্যন্ত এই দুঃসংবাদ জানার পরে যে সহমর্মিতা দেখিয়েছে, তা আমার কাছে প্রত্যাশার চাইতে বেশি মনে হয়েছে এই সময়টাকেই তুমি তোমার মনকে নিরাবেগ রাখার মতো উচ্চ ক্ষমতার পরিচয় দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছ। তবে তাই হোক!'

পরবর্তী তিন সপ্তাহ জুড়ে গ্রাফটন টেরাসের খাবার টেবিলে চাপান-উতোর চলল জেনি স্বামীকে দোষ দিচ্ছেন এই বলে যে কেন মার্কস আগেই তাদের দুরবস্থার কথা এঙ্গেলসকে জানাননি আর মার্কস রেগে গিয়ে বলছেন যে কেন তারা এটা আশা করেন যে মাঞ্চেস্টার থেকে আর্থিক সাহায্যের উপর নির্ভর করেই তাদের জীবন কেটে যাবে? অবশেষে অনেক তর্ক-বিতর্ক, পর্যালোচনা, কান্নাকাটির পর তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, মার্কস আদালতে গিয়ে নিজেকে 'দেউলিয়া' ঘোষণা দেবেন দুই কন্যা কোনো ভদ্রলোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ নেবে, হেলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ডেমুথ অন্য কোনো কাজ জুটিয়ে নেবেন এবং ছোট কন্যা টুসিকে নিয়ে মার্কস-দম্পতি উঠবেন সিটি মডেল লজিং হাউজে, যেখানে নিঃস্বদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এই রকম সিদ্ধান্ত নেবার পরে মার্কস চিঠি লিখলেন এঙ্গেলসকে–

'তোমার কাছে ঐ চিঠিটা লেখা আমার একেবারেই ঠিক হয়নি চিঠি ডাকবাক্সে দেবার পরমুহূর্ত থেকেই এই কথাটা আমার মনে হয়েছে। তবে যা ঘটেছে, তা আমার হৃদয়হীনতার জন্য ঘটেনি। আমার স্ত্রী এবং মেয়েরা সাক্ষ্য দেবে যে সকালে তোমার চিঠিটা পাওয়ার পরেই আমি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, যেন আমার খুব কাছের এবং প্রিয় একজনের মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু বিকালে যখন আমি তোমাকে চিঠি লিখতে বসলাম, তখন বাড়ির মালিক নতুন ভাড়াটেকে নিয়ে এসেছে আমাদের বাসায় উঠিয়ে দেবার জন্যে, কসাই তার বাকি টাকার জন্য চরমপত্র পাঠিয়েছে, বাড়িতে রান্নার মতো কয়লা বা অন্য জ্বালানি নেই, আর ছোট্ট জেনিচেন বিছানায় পড়ে আছে অসুখে। সাধারণত এই রকম সময়গুলোতে আমার একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় হচ্ছে উন্নাসিকতা

এর মধ্যেও আত্মম্ভরিতার ছাপ খুঁজে পাওয়া যাবে অবশ্যই, কিন্তু মার্কসের জীবনে এটাই একমাত্র চিঠি বা ঘটনা, যেখানে তিনি আন্তরিকভাবে নিজের ভুলস্বীকার এবং দুঃখপ্রকাশ করেছেন।

চিঠি পড়ামাত্রই এঙ্গেলস বন্ধুর অনুশোচনা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর লিখতে বসলেন। ফিরে এল সেই চির পরিচিত সম্ভাষণ 'প্রিয় মুর'।

'এমন অকপট হওয়ার জন্য ধন্যবাদ। তুমি নিজেই বুঝতে পারছ যে তোমার সেই চিঠিটা আমার মনের ওপর কেমন বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল। একটা মেয়ের সঙ্গে কেউ বছরের পর বছর বসবাস করতে পারে না যদি তার মৃত্যুতে সে শোকাহত না হয়। আমার মনে হচ্ছিল তার সাথে সাথে আমি আমার যৌবনের শেষ চিহ্নটুকুও কবর দিয়ে দিচ্ছি যখন তোমার চিঠি এল, তখনো তাকে সমাহিত করা হয়নি ঐ চিঠি আমাকে সারাটা সপ্তাহ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আমি কিছুতেই মাথা থেকে ঐ চিঠির কথা সরাতে পারছিলাম না। মনে কোনো ক্ষোভ রেখো না। তোমার সর্বশেষ চিঠি আমাকে সবকিছু ভুলিয়ে দিয়েছে আমি খুশি যে, মেরিকে হারানোর সাথে সাথে আমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুকে অন্তত হারাচ্ছি না

সময় নষ্ট না করে এঙ্গেলস বন্ধুকে দেউলিয়া ঘোষণা থেকে বিরত রাখার পদক্ষেপ নিলেন তার নিজের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে টাকা ছিল না। ঋণ করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পেলেন না। তখন তিনি অফিসের ফাইল থেকে অন্যের নামে বরাদ্দকৃত ১০০ পাউন্ডের একটা চেক এনডোর্স করলেন মার্কসের নামে 'এটা ছিল আমার পক্ষে খুবই দুঃসাহসী একটা কাজ'– পরবর্তীতে স্বীকার করেছেন এঙ্গেলস– 'কিন্তু ঝুঁকিটা না নিয়ে উপায় ছিল না কয়েকমাস পরেই পাঠালেন আরও একটা চেক এবারে টাকার অঙ্ক বেশি– ২৫০ পাউন্ড।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নভেম্বর মাসে ট্রিয়ার থেকে টেলিগ্রাম এল। মার্কসের মা হেনেরিয়েট মার্কস মারা গেছেন পঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি মারা গেছেন নভেম্বর মাসের ৩০ তারিখে বিকেল ৪টায় ঠিক যে দিন এবং যে সময়ে তার বিবাহের ৫০ বর্ষ পূর্ণ হয়েছিল খবর পেয়ে এঙ্গেলস ১০ পাউন্ড পাঠালেন মার্কসকে তার ট্রিয়ার-যাত্রার খরচ হিসেবে

কয়েকমাস পরে মায়ের উইল কার্যকর হলো অঙ্কেল লিওনের কাছে তার যে ঋণ ছিল, সেটা মিটিয়ে মার্কস হাতে পেলেন ১০০ পাউন্ডের কিছু বেশি

আর্থিক টানাটানির মধ্যে জীবন কাটালেও হাতে টাকা আসার সাথে সাথে কিন্তু মার্কস খরচ করতেন বেহিসাবির মতো এবারও মায়ের উইল থেকে টাকা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগের বাড়ি ছেড়ে তারা তিন বছরের লিজচুক্তিতে উঠে এলেন মেটল্যান্ড পার্কের ১ নং মোডেনা ভিলায় আগের বাড়ি, অর্থাৎ গ্রাফটন টেরাস থেকে এই বাড়ির দূরত্ব ছিল বড়জোর ২০০ গজ কিন্তু স্টাইল এবং স্ট্যাটাসের দিক থেকে দুই বাড়ির ব্যবধান ছিল অনেক। এই এলাকায় মার্কসের প্রতিবেশীরা সবাই ছিলেন ডাক্তার কিংবা উকিল। প্রশস্ত বাড়িটার সঙ্গে ছিল বড় একটা বাগান প্রত্যেক কন্যার জন্য আলাদা আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা সম্ভব হলো বাড়ির দোতলায় পার্কের সোজাসুজি একটা ঘর ছেড়ে দেওয়া হলো মার্কসের স্টাডিরুম হিসেবে।

মোডেনা ভিলার বার্ষিক ভাড়া ৬৫ পাউন্ড গ্রাফটন টেরাসের ভাড়া ছিল এর অর্ধেক মেয়েরা যে আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে, সেকথা বলাই বাহুল্য তাদের পোষার জন্য কেনা হয়েছে তিনটি কুকুর, দুটি বেড়াল এবং দুটি পাখি জুলাই মাসে পুরো পরিবার তিন সপ্তাহের ছুটি কাটিয়ে এল রামসগেটে শরৎ কালে জেনিচেন এবং লরার জন্য বাড়িতে আয়োজন করা হলো বড় একটা বলনাচের আসর তাদের বাড়িতে কোনো বলনাচের আসর হয় না বলে তাদেরকে অন্য বাড়িতে দাওয়াত করা হতো না। এবার সেই খেদ মেটানো হলো তাদের ৫০ জন বন্ধু ভোর ৪টা পর্যন্ত আনন্দ করল তারপরেও এত পরিমাণ খাঁবার বেঁচে গেল যে পরদিন টুসিকে পাড়ার বাচ্চাদের নিয়ে একটা টি-পার্টির আয়োজন করার অনুমতি দেওয়া হলো

কিছুদিন পরেই আবার সেই দারিদ্র্যের সাথে যুদ্ধ

১৮.

'প্যারি কমিউন' প্রতিষ্ঠার ঘটনা মার্কসকে আরেকবার বিশ্বব্যাপী পরিচিতি এনে দেয় যদিও এই বিপ্লবের সময় মার্কস লন্ডনেই ছিলেন কিন্তু শারীরিকভাবে অনুপস্থিত থাকলেও শত্রুপক্ষ বুর্জোয়ারা এই প্রচার চালায় যে, এই নৈরাজ্যের পেছনের মূল মেধা এবং পরিকল্পনাকারী হচ্ছেন কার্ল মার্কস মার্কস এই বিদ্রোহকে সর্বতোভাবে সমর্থন জানিয়ে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তা বিশ্বজুড়ে সকল প্রগতিশীলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
প্রশংসা অর্জন করেছিল। জন স্টুয়ার্ট মিলও ছিলেন সেই প্রশংসাকারীদের একজন এই বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেনস অ্যাসোসিয়েশন, যা প্রথম আন্তর্জাতিক নামে পরিচিত, সেই সংগঠনের নামে।

মার্কস অনুপস্থিত থাকলেও তার শিক্ষা যে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, সেটি অবশ্য পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। বিপ্লবের জন্য অন্যান্য পদক্ষেপের পাশাপাশি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যা যা করতে হবে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে– পুলিশ, ফৌজ ও আমলাতন্ত্র বিলোপ করতে হবে। কর্মকর্তারা সবাই হবে নির্বাচিত এবং যে কোনো সময় ভোটের মাধ্যমে অপসারণযোগ্য। কর্মকর্তাদের বেতন কোনো অবস্থাতেই একজন শ্রমিকের গড় মজুরির চাইতে বেশি হওয়া চলবে না। জাতীয় ব্যাংক ও সামাজিক উৎপাদন এবং বন্টন পুরোপুরিভাবে শ্রমিক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে থাকতে হবে

মার্কস বললেন– 'ভূতপূর্ব সকল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই যেটি অনিবার্য রূপান্তর, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসংস্থাগুলোর সমাজের সেবক থেকে সমাজের প্রভুতে এই রূপান্তরের বিরুদ্ধে কমিউন ২ টি অব্যর্থ অস্ত্র প্রয়োগ করেছিল প্রথমত কমিউন প্রশাসনিক, বিচার ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সকল পদ পূর্ণ করল সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের মারফৎ। দ্বিতীয়ত অন্যান্য শ্রমিক যে বেতন পায়, উচ্চ ও নিম্ন নির্বিশেষে সকল কর্মচারীর জন্য সেই বেতনই ধার্য করা হলো কমিউনের দেওয়া সর্বোচ্চ বেতন ছিল ৬০০০ ফ্রাঁ।'

কমিউন নিয়মিত বাহিনীর ওপরে ভরসা না করে জনগণকে সশস্ত্র করেছিল, সর্বজনীন শিক্ষার ঘোষণা দিয়েছিল, নারীদের সমান অধিকারের ঘোষণা দিয়েছিল। প্যারি কমিউন টিকে ছিল ২ মাসের কিছু বেশি সময়। ইতিহাসে কেবলমাত্র এই সময়টাতেই প্যারিসে কোনো চুরি-ডাকাতি-হাইজ্যাক-ধর্ষণ-খুনের ঘটনা ঘটেনি।

ইয়োরোপের কর্তাব্যক্তিরা কল্পনাও করতে পারেনি 'প্যারি কমিউনের' মতো এমন কিছু ঘটতে পারে তারা এবার উঠে-পড়ে লাগল মার্কসের বিরুদ্ধে লন্ডনের 'দি টাইমস' পত্রিকা সরাসরি এই রকম ঘটনার জন্য দায়ী করল মার্কসের 'ক্যাপিটেল' গ্রন্থের শিক্ষাকে

কমিউনের পতনের পর ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলে ফেভার ইয়োরোপের সকল সরকারের প্রতি অনুরোধ জানালেন মার্কসদের সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেনস অ্যাসোসিয়েশন বা ইন্টারন্যাশনালকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য

ফ্রান্সের একটি পত্রিকা দাবি করল যে ১৮ ফেব্রুয়ারি সংঘটিত এই বিদ্রোহের মূল হোতা কার্ল মার্কস তিনি নাকি লন্ডন থেকে কেবল বুদ্ধিই পাঠাননি, পাঠিয়েছেন নাশকতাকারীদেরও পত্রিকা এটাও দাবি করল যে ইন্টারন্যাশনালের সদস্য সংখ্যা ৭ মিলিয়ন এই ৭০ লক্ষ সদস্য মার্কসের ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র যে কোনো যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
যার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল 'প্যারি কমিউনের' পাঠকের কি সক্রেটিসের মাথার ভাস্কর্যের কথা মনে আছে? সেই ভাস্কর্যের সাথে খাড়া একটা নাক, আর কালো দাড়ির মধ্যে মাঝে মাঝে সাদা ছোপ বসিয়ে দিন; তারপর সেই মাথাটি স্থাপন করুন মধ্যম স্বাস্থ্য এবং মধ্যম উচ্চতার একজন ব্যক্তির শরীরের ওপর– ডক্টর মার্কস এখন আপনার সামনে তার মুখমণ্ডলের ওপরের অংশে একটা পাগড়ির প্রান্ত বসিয়ে দিলে মনে হবে আপনি কোনো যাজকের সামনে বসে আছেন আমাকে এখন কথা বলতে হবে সেই ব্যক্তির সঙ্গে যার মধ্যে ভয়ংকর শক্তিসমূহের মিলন ঘটেছে কথা বলতে হবে এমন একজন ব্যক্তির সাথে যিনি– একজন স্বাপ্নিক যে চিন্তা করতে পারে, একজন চিন্তাবিদ যে স্বপ্ন দেখতে পারে

এই সাক্ষাৎকার ছাপা হওয়ার কয়েকদিন পরেই ফ্রান্সের একটা পত্রিকা খবর দিল যে– কার্ল মার্কস মৃত্যুবরণ করেছেন মার্কসকে নিজের মৃত্যুসংবাদ পড়তে হলো সেইসাথে পড়তে হলো তার মৃত্যুতে সমবেদনা ও শোক জ্ঞাপন করে ছাপা হওয়া বিবৃতিগুলোও

মার্কসের ভয়ংকর ভাবমূর্তি তুলে ধরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এতসব আজগুবি কেচ্ছা ছাপা হতো যে, তাকে যারা না দেখেছে, তাদের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন এক মূর্তিমান দানব

১৮৭২ সালের ২ সেপ্টেম্বর ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেনস অ্যাসোসিয়েশনের তৃতীয় এবং শেষ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল দি হেগ শহরে কংগ্রেসে সারা পৃথিবী থেকে প্রতিনিধি ছিলেন মাত্র ৬৫ জন। কিন্তু সারা পৃথিবী থেকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য এসেছিলেন শত শত সাংবাদিক এবং ফটোগ্রাফার তারা অনেকেই মার্কসকে এর আগে চোখে দেখেননি। দেখার পরে হতাশ হয়ে বেলজিয়ামের একটি সংবাদপত্র লিখল– 'সারা পৃথিবীতে সন্ত্রাস এবং ভীতিসঞ্চারকারীদের গডফাদার মার্কসকে দেখলে মনে হয় তিনি সাধারণ একজন ভদ্র কৃষক

উদারপন্থি ওলন্দাজ সাংবাদিক এস.এম.এন. ক্যালিস লিখলেন– 'শুনেছি আমস্টারডামে তার আত্মীয়-স্বজন আছেন। মার্কসকে দেখে মনে হলো তার আত্মীয়রা অনায়াসে তাকে যে কোনো মানুষের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন, কফিহাউজে বসে আড্ডাও দিতে পারেন তার সাথে। ধূসর স্যুট পরা মার্কসকে মনে হচ্ছে কোনো একজন ব্যবসায়ী, যিনি অল্পদিনের সফরে এসেছেন হেগ শহরে

তারপরেও কংগ্রেসের দিন শহরের সবগুলো জুয়েলারি বন্ধ ছিল এই ভয়ে যে কমিউনিস্টরা সোনা-দানা লুঠ করে গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারে আর হেগ শহরের স্থানীয় পত্রিকা শহরের নারী এবং শিশুদের পরামর্শ দিয়েছিল ঐ কয়েকটা দিন রাস্তায় বের না হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিখ্যাত ইতালিয়ান নেতা ম্যাজিনি ইতালি এবং ইংল্যান্ডের সংবাদমাধ্যমে মার্কসের বিরুদ্ধে তার পুরনো ক্ষোভ উগড়ে দিলেন এই বলে যে– মার্কস নিজেকে সর্বেসর্বা মনে করেন। তিনি কোনো নীতি আদর্শ বা ধর্মের ধার ধারেন না তার মধ্যে ভালোবাসার চাইতে মানুষের প্রতি ঘৃণাবোধই প্রবল।

জার্মান রাষ্ট্রদূত তো সবসময়েই মার্কসের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে লেলিয়ে দিতে সচেষ্ট এই সুযোগে তিনি ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব লর্ড গ্রানভিলকে অনুরোধ জানালেন মার্কসকে 'মানুষের জান-মালের শত্রু' হিসেবে ঘোষণা দেবার।

সরকার মার্কসকে শাস্তি দেবার কোনো কারণ খুঁজে পেলেন না। ব্রিটিশ প্রেস এবার মাঠে নামল। ১৮৭১ সালের জুন মাসে 'ফ্রেজারস ম্যাগাজিন' লিখল যে প্যারিস অভ্যুত্থানের পেছনে যে রহস্যময় এবং মারাত্মক 'মাস্টারমাইন্ড' কাজ করেছে, সেই শক্তির অবস্থান লন্ডনেই।

'ট্যাবলেট' নামক পত্রিকা তার পাঠকদের সতর্ক করল এই বলে যে, লন্ডনের কেন্দ্রীয় অংশে কিছু খারাপ বইয়ের দোকান রয়েছে। সেইসব বইয়ের দোকান আসলে একটি গোপন সংগঠনের দপ্তর। এই সংগঠনের অসংখ্য সদস্য ছড়িয়ে আছে মস্কো থেকে মাদ্রিদ পর্যন্ত। তারা পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এই সারিতে যোগ দিল 'পল মল গেজেট', 'কোয়ার্টারলি রিভিউ', 'স্পেকটেটর'সহ নানা দেশের পত্র-পত্রিকা .কৌতূহলী 'নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড' পত্রিকা আমেরিকা থেকে তাদের বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরণ করল লন্ডনে মার্কসের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য। মধ্য জুলাইতে এই প্রতিনিধি এলেন মার্কসের বাড়িতে 'ভয়ংকর লোকটি'কে দেখার জন্য। দেখে-শুনে হতাশই হয়েছিলেন ভদ্রলোক।

'ঘরটি ছিল রুচিবান কিন্তু বাহুল্যবর্জিত একজন মানুষের বসার ঘর। ঘরের সাথে তার মালিকের অদ্ভুত চরিত্রের সাথে কোনো মিলই পাওয়া যায়। টেবিলের ওপর একটা অ্যালবামে রাইনের সুন্দর সুন্দর ছবি। এটা দেখে তার জাতীয়তা সম্পর্কে আঁচ করা যায়। পাশের টেবিলে একটা ফুলদানি। সেটির মধ্যে কোনো বোমা লুকিয়ে রাখা আছে কি না তা আমি সতর্কভাবে পরীক্ষা করে দেখলাম। গন্ধ নিলাম কোনো পেট্রোলজাতীয় দাহ্য পদার্থ আছে কি না। কিন্তু পেলাম কেবলমাত্র ফুলদানিতে রাখা গোলাপেরই গন্ধ। আমি চেয়ারে বসে অপেক্ষায় রইলাম ভয়ংকর কোনো কিছুর।

তিনি ঘরে ঢুকে আমাকে স্বাগত জানালেন বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে। তারপর আমরা বসলাম। একেবারে মুখোমুখি। সেই লোকটার মুখোমুখি যিনি নিজেই মূর্তিমান বিপ্লব। যিনি ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেনস অ্যাসোসিয়েশনের সত্যিকারের প্রতিষ্ঠাতা এবং চালিকাশক্তি। যিনি লিখেছেন 'পুঁজি' বইটি, যেখানে শ্রমিক শ্রেণিকে আহ্বান জানানো হয়েছে প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উৎখাতের জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
১৯.
ব্রিটিশ নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছিলেন মার্কস।

ইয়োরোপের একাধিক দেশ এবং প্রদেশে মার্কসের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সেখানে গেলেই পুলিশ বা সীমান্তরক্ষীরা তাকে গ্রেপ্তার করতে পারত সেক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে রানি ভিক্টোরিয়ার প্রজা হিসেবে সবসময়েই একধরনের ইনডেমনিটি ভোগ করা যাবে। ইয়োরোপজুড়ে তার চলাচল নির্বিঘ্ন হবে তাছাড়া জেনিও চাইছিলেন থিতু হতে। আর যেন দেশত্যাগের ঝামেলা পোহাতে না হয়, সেই কারণে তিনি স্বামীকে এই আবেদন করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। ১৮৭৪ সালের আগস্ট মাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদনের কাগজপত্র জমা দিলেন মার্কস সেইসাথে এফিডেফিট করা চারজন প্রতিবেশীর সুপারিশপত্র। তারা মার্কসের 'চরিত্র ভালো' বলে নিশ্চিত করেছেন।

২৬ আগস্ট স্বরাষ্ট্র সচিবের অফিস থেকে মার্কসের সলিসিটরকে জানানো হলো যে তার ক্লায়েন্টের আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়েছে। মার্কসকে ইংল্যান্ডের নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে না সেই সময় এই আবেদন অগ্রাহ্যের কোনো কারণ দর্শানো হয়নি। পরবর্তীতে অবশ্য স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে পাঠানো একটি নথি আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৭ আগস্ট ১৮৭৪ তারিখে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে প্রেরিত সেই চিঠিতে বলা হয়েছে–

'কার্ল মার্কস– নাগরিকত্ব প্রসঙ্গে

আপনার পাঠানো আদেশের প্রেক্ষিতে আমি জানাচ্ছি যে উক্ত কার্ল মার্কস হচ্ছেন কুখ্যাত জার্মান বিদ্রোহী, ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটির প্রধান এবং কমিউনিস্ট ধ্যান-ধারণার প্রচারকারী। তিনি তার নিজের রাজা এবং দেশের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন না।

যে চারজন তার নাগরিকত্বের জন্য সুপারিশ করেছেন, যথাক্রমে 'মি. সেটন', 'মি. ম্যাথেসন', 'মি. ম্যানিং' এবং 'মি. এডকক'– তারা সকলেই জন্মসূত্রে ব্রিটিশ নাগরিক এবং সম্মানজনক অবস্থানের ব্যক্তি। তারা কার্ল মার্কস সম্পর্কে যে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করেছেন, তা বর্তমান সময়ে সঠিক।

ডব্লিউ. রেইমার্স, সার্জেন্ট

এফ. উইলিয়ামসন. সুপারিনটেন্ডেন্ড।'

ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পেলেন না মার্কস। কিন্তু ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের লোকজন পর্যন্ত তার সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন ততদিনে। ১৮৭৯ সালে রানির কন্যা, খোদ ক্রাউন প্রিন্সেস এবং জার্মানির ভবিষ্যৎ সম্রাজ্ঞী একজন বর্ষীয়ান লিবারেল এমপি-র কাছে কার্ল মার্কস সম্পর্কে জানতে চাইলেন। এমপি স্যার মনস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন গ্রান্ট ডাফ সেই মুহূর্তে ক্রাউন প্রিন্সেসকে তাৎক্ষণিকভাবে মার্কস সম্পর্কে বেশি কিছু বলতে পারলেন না তবে তিনি কথা

~ www.amarboi.com ~
দিলেন যে এই 'লাল সন্ত্রাসী' সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত জেনে ক্রাউন প্রিন্সেসকে রিপোর্ট করবেন। এমপি অবিলম্বে কার্ল মার্কসকে তার সঙ্গে লাঞ্চে যোগদানের আমন্ত্রণ জানালেন। মার্কস এই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিলেন। ডেভনশায়ার ক্লাবের অরনেট ডাইনিং রুমে তিন ঘণ্টার লাঞ্চ-বৈঠকের পর এমপি ক্রাউন প্রিন্সেসকে লিখলেন–

'মানুষ হিসেবে দৈহিক দিক থেকে তাকে ছোটখাটোই বলা যায়। তার চুল এবং দাড়ি পাকা। তবে গোঁফে কোনো পাক ধরেনি। তার চোখের দৃষ্টি ক্ষুরধার। তবে সে দৃষ্টিকে সহৃদয়ও বলতে হবে। তার চোখ দেখে আমার মনে হয়নি যে তিনি দোলনা থেকে শিশুদের ধরে ধরে খেয়ে ফেলতে পারেন– পুলিশ যেমনটি বলতে চায়।

তিনি কথা বলার সময় বোঝা গেল যে তার তথ্যের সংগ্রহ প্রচুর, তিনি সত্যিকারের জ্ঞানী মানুষ। এমনকি আদি স্লাভোনিক তুলনামূলক ব্যাকরণ এবং বর্তমানে অপ্রচলিত বিষয়-আশয় নিয়েও তিনি অনর্গল কথা বলতে পারেন। কথার সাথে মিশে থাকে সূক্ষ্ম রসিকতাও...'

তুলনামূলক ব্যাকরণ থেকে কথাবার্তা মোড় নিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে। মার্কস ধারণা করছেন যে খুব নিকট ভবিষ্যতেই রাশিয়াতে একটা বড়সড় পরিবর্তন ঘটবে, পতন ঘটবে জারতন্ত্রের। তবে সংস্কারটি হবে উপর থেকে নিচের দিকে। একই সাথে জার্মানির বর্তমান সামরিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ আসন্ন। এমপি গ্রান্ট ডাফ বললেন যে এইসব বিদ্রোহ আগে থেকেই প্রশমিত করা সম্ভব, যদি সামরিকখাতে ব্যয় কমিয়ে সেই টাকা জনগণের উপকারে ব্যয় করা হয়। মার্কস বললেন যে ইয়োরোপের শাসকশ্রেণির পক্ষে সেটা করা সম্ভব নয়। কারণ প্রতিদিনই নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটছে। নতুন অস্ত্র তৈরি হচ্ছে। এক দেশ সেটা গ্রহণ করলে অন্যতেও সেটা নিতে হবে। ফলে সামরিকখাতে ব্যয় বেড়েই চলবে এবং বিপ্লব ঘটবে। গ্রান্ট ডাফ বললেন যে বিপ্লব যদি ঘটেও, তাহলেও তো সেটা কমিউনিস্টদের চাওয়ার মতো করে নাও ঘটতে পারে। তাদের সকল স্বপ্ন এবং পরিকল্পনা পূর্ণ তো নাও হতে পারে। 'কোনো সন্দেহ নেই'– মার্কস একমত হয়ে বললেন– 'সকল মহান বিপ্লবের শুরুটা হয় ধীরে ধীরে, যেমনটি ঘটেছিল আপনাদের ১৬৮৮ সালের বিপ্লবে।'

মার্কস জানতেন না যে তাদের এই কথোপকথন রেকর্ড করা হবে। তারপরেও তিনি কৌশলে এড়িয়ে গেলেন অনেক প্রশ্নের উত্তর ঘাগু রাজনীতিবিদ অনেক কথার ফাঁদ পেতেছিলেন। কিন্তু পিছলে বেরিয়ে গেলেন মার্কস। এই চিঠিতেই স্যার গ্রান্ট ডাফ ক্রাউন প্রিন্সেসকে লিখছেন–

'কথাবার্তার সময় কয়েকবার আপনার এবং ক্রাউন প্রিন্সের কথা উঠেছে। প্রত্যেকবারই কার্ল মার্কস আপনাদের নাম উচ্চারণ করেছেন যথাযথ সম্মানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সাথে আরও কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম উঠেছিল, যাদেরকে মার্কস পছন্দ করেন না কিন্তু তাদের কথা বলার সময়েও তার কণ্ঠ থেকে বিষ ঝরেনি বা বর্বরতা প্রকাশ পায়নি।

মোট কথা, তার সাথে আমাদের রাজনৈতিক দূরত্ব মেরুসমান হলেও তার ব্যাপারে আমার অনুভূতি বিরূপ নয়। আমি তার সাথে আবারও মিলিত হলে খুশিই হব।'

মার্কসের শত্রুরা অবিরাম দুনিয়াজুড়ে এই কথা রটিয়ে চলেছে যে তিনি ছিলেন খিটখিটে, গোমড়ামুখো, কটুস্বভাব, অনমনীয় এবং অমিশুক ধরনের লোক। মার্কসের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা এলিয়েনর বলেছেন– 'এর চেয়ে মিথ্যাভাষণ আর হয় না যার মতো হাসিখুশি, আমুদে মানুষ দুনিয়ায় খুব কমই আছেন। রস-রসিকতা আর খোশমেজাজে ভরপুর যে মানুষটির প্রাণখোলা হাসি ছিল সংক্রামক ও অপ্রতিরোধ্য, সঙ্গী হিসেবে যিনি ছিলেন সবচেয়ে সহৃদয়, শান্তশিষ্ট ও সহানুভূতিশীল, তার ঐ পূর্বোক্ত ধরনের চরিত্রচিত্রণ তার পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে আজও একটা তাজ্জব ব্যাপার, একটা হাসির খোরাক হয়ে আছে।'

এলিয়েনরের এই বক্তব্যের সাথে পুরোপুরি সায় দিয়েছেন মার্কসের ঘনিষ্ঠ সকলেই তবে একটা জিনিস যোগ করেছেন ভিলহেল্ম লিবক্লেখট তিনি বলেছেন– 'কেতাদুরস্ত বক্তাদের ভারি অপছন্দ করতেন মার্কস আর বক্তৃতায় অসার মিঠে বুলি বা ফাঁকা কথা আওড়াত যে ব্যক্তি, মার্কসের হাতে তার নিগ্রহ ছাড়া আর কিছুই জুটত না। এই ধরনের লোকের প্রতি তার ক্রোধের প্রকাশ ছিল অপ্রশম্য তার সবচেয়ে কড়া গালি ছিল– "ফাঁকা কথার ব্যাপারি"। একবার যদি তিনি কাউকে "ফাঁকা কথার ব্যাপারি" বলে বুঝতে পারতেন তাহলে তার সঙ্গে মার্কসের সম্পর্ক সেখানেই শেষ হয়ে যেত

২০.

দুই কন্যা জেনিচেন এবং লরার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে মোডেনা ভিলার মতো এত বড় একটা বাড়ি আর প্রয়োজন ছিল না মার্কস-পরিবারের। ১৮৭৫ সালের মার্চ মাসে পরিবারের অবশিষ্ট সদস্যরা উঠে আসেন একশো গজ দূরের ৪৪ নম্বর রাস্তার একটি বাড়িতে এটি ছিল আগের বাড়ির তুলনায় কিছুটা ছোট এবং ভাড়া ছিল অনেকটাই কম

এই বাড়িতেই মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বসবাস করেছেন কার্ল মার্কস।

অবশ্য স্ত্রী জেনি মারা গিয়েছিলেন মার্কসের আগে ১৮৮১ সালের ২ ডিসেম্বর

মার্কস মারা গেলেন ১৪ মার্চ ১৮৮৩ তারিখে সেদিন ছিল বুধবার।

মৃত্যুর পরে তার সম্পত্তির হিসাব করা হয়েছিল কোনো নগদ অর্থ ছিল না বলতে গেলে বই এবং আসবাবপত্রের মোট মূল্য ছিল ২৫০ পাউন্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট

মার্কসের স্বীকারোক্তি
আমার অভীষ্ট গুণ: সরলতা
পুরুষের মধ্যে আমার প্রিয় গুণ: সবলতা
নারীর মধ্যে আমার প্রিয় গুণ: দুর্বলতা
আমার প্রধান চরিত্র-বৈশিষ্ট্য: আদর্শে নিষ্ঠা
আমার মতে সুখ কী: লড়াই করা
আমার মতে দুঃখ কী: পরবশ্যতা
আমার কাছে সবচেয়ে ক্ষমাযোগ্য দোষ: সহজ বিশ্বাসপ্রবণতা
আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য দোষ: দাস মনোবৃত্তি
আমার কাছে যা অরুচিকর: মার্টিন ট্যাপার (ইংরেজ লেখক)
প্রিয় কাজ: বই ঘাঁটা (গ্রন্থকীটবৃত্তি)
প্রিয় কবি: শেক্সপিয়ার, ইস্কাইলাস, গ্যয়টে
প্রিয় গদ্যলেখক: দিদেরো
প্রিয় বীরনায়ক: স্পার্টাকাস, কেপলার (জ্যোতির্বিজ্ঞানী)
প্রিয় নায়িকা: গ্রেচেন মার্গারিটা (গ্যয়টের ফাউস্ট নাটকের নায়িকা)
প্রিয় ফুল: ডাফনে
প্রিয় রং: লাল
প্রিয় খাদ্য: মাছ
প্রিয় নাম: লরা, জেনি
প্রিয় সুক্ত: 'মানবিক কোনো কিছুই আমার পর নয়'
প্রিয় আদর্শবাক্য: 'সবকিছু সম্পর্কে সংশয়ী হও!'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও